সাপ্তাহিক
WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 43
01 - 07 December 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ৪৩
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী

সাড়াজাগানো ইটন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

সেলিনার যুক্তরাজ্য জয়

দেশ ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে সম্মানজনক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেন ১৬ বছরের বাংলাদেশি

পৃষ্ঠা ১৮

অনিয়মের আখড়া সোনালী ব্যাংক ইউকে

- পাঁচ বছরে ৪০৫ ধরনের অনিয়ম
- কোর ব্যাংকিং চালুর নামে ১৯ কোটি টাকা গচ্ছা
- অনিয়মের কারণে ৫৫ কোটি টাকা জরিমানা
- জালিয়াতিতেই ১০০ কোটি টাকার আয়-বঞ্চিত
- গুটিয়ে নেয়া হতে পারে ব্যাংকের কার্যক্রম

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর: অর্থ আত্মসাৎ, মুদ্রাপাচার, জনবল নিয়োগ থেকে শুরু করে ভুয়া অ্যাকাউন্টে টাকা উত্তোলন। এমন জালিয়াতির খোঁজ মিলেছে সোনালী ব্যাংকের যুক্তরাজ্য শাখায়। কেবল তাই নয়, দুর্নীতির প্রমাণ সরাতে, গায়েব করা হয়েছে নথিও। আর এসব অনিয়মে জড়িত, ওই ব্যাংকেরই কর্মকর্তারা। সোনালী ব্যাংকের সামগ্রিক তদন্ত প্রতিবেদন বলছে, গেলো ৫ বছরে ৪০৫ ধরনের অনিয়ম হয়েছে, যুক্তরাজ্য শাখায়। তাই এখন যুক্তরাজ্য থেকে ব্যাংকটির কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়ার চিন্তা করছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা।

সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্য শাখা, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা প্রদান। কিন্তু গেল দেড় যুগে তুষ্টির ছিঁটেফোটাও খুঁজে পাননি গ্রাহকেরা। লোকসানের ঘানি টেনে বেড়াচ্ছে প্রতিটি বছর।

প্রতিবেদন বলছে, কোর ব্যাংকিং চালু করতে একটি কোম্পানীকে কাজ দিতে নিয়মের ধারেকাছেই যায়নি সে সময়ের পর্ষদ। ৫ বছরে কোনো কাজ না করেই প্রতিষ্ঠানটি বাগিয়ে নিয়েছে প্রায় ১৯ কোটি টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৮৫ শতাংশ। শেষ পর্যন্ত চুক্তি বাতিল হলেও অর্থ ফেরতের উদ্যোগ রয়ে যায় অধরাই। আর জনবল প্রশিক্ষণের অর্ধেকের বেশি ব্যয়ই দেখানো হয়েছে ওই শাখার চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পেছনে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সৃষ্টি করা হয় ডেপুটি প্রধান নির্বাহী পদও।

গেল এক দশকে ব্যাংকটির রেমিট্যান্স ৩৯১ লাখ ডলার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৬০ লাখ ডলারে। অথচ তলাবিহীন এই ঝুড়ি বহন করতে ১ হাজার ৩৩০ কোটি ডলার

পৃষ্ঠা ৩৮

ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ স্ট্রংরুম উদ্বোধন

আড়াই লক্ষ ডকুমেন্টস সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে যাত্রা শুরু

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর: শতাধিক বছরের পুরনো আড়াই লক্ষ ডকুমেন্টস সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ স্ট্রংরুম। ২২ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় এই

পৃষ্ঠা ২৫

তালিকা নিয়ে মাঠে নেমেছে দুদক

৩৬৫৬ বাংলাদেশির সেকেন্ড হোম মালয়েশিয়ায়

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : চৌদ্দ বছরে মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় আবাস গড়েছেন ৩৬৫৬ জন বাংলাদেশি। তাদের কেউ কেউ ব্যবসায়িক কারণে সেখানে অবস্থানের জন্য দ্বিতীয় আবাস গড়লেও অনেকে অবৈধভাবে অর্থপাচার করে সেখানে বাড়ি কিনেছেন। যা দেশের প্রচলিত আইনে অপরাধ। এভাবে অর্থ পাচার করে বাড়ি কেনা ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। ২০০২ সালে মালয়েশিয়ায় মাই সেকেন্ড হোম নামে বিদেশিদের জন্য বাড়ি কিনে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ দেয় দেশটি। এরপর

পৃষ্ঠা ৩৯

১৩তম ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের মনোমুগ্ধকর আয়োজন

স্বল্পমেয়াদি ভিসা চালু করে রেস্টুরেন্ট কর্মী আনার প্রস্তাব

দেশ ডেস্ক: ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডস মানেই নতুন কিছু। এবারের ১৩তম আসরেও সেটা প্রমাণিত হলো আরও একবার। অতিথিদের তালিকায় যুক্তরাজ্যের অভিজাত মহল আর নৈশভোজের টেবিলে বাংলাদেশি খাবার। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডস আরও একবার জানান দিল কারি-শিল্পের অন্য সব আয়োজনের চেয়ে এটি কেন সেরা।

প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে সশরীরে আসতে পারেননি। তবে দেখা দিয়েছেন ভিডিও বার্তায়। তিনি বলেছেন, ব্রিটেনে কারি রেস্টুরেন্টগুলোর জনপ্রিয়তায় এখন আর বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আজ যাঁরা বিজয়ী,

পৃষ্ঠা ৩৮

টিউলিপ সিদ্দিকের মন্তব্যে নিয়ে বৃটিশ মিডিয়ায় ঝড়

দেশ ডেস্ক, ১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে মানবাধিকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের দ্বিমুখী চরিত্র ফুটে উঠেছে চ্যানেল ফোর-এর রিপোর্টে। ইরানিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নারী নাজনীন জাহাগারী যিনি ইরানে গিয়ে কারাবন্দি হয়েছেন তার মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার লন্ডনে এক প্রতিবাদ সভায় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক এমপি। সেখানে চ্যানেল ফোরের সাংবাদিক অ্যালেক্স টমসন বাংলাদেশে গুম খুনের প্রসঙ্গ তুলতেই ফ্যাকাঁশে হয়ে যায় টিউলিপ সিদ্দিকের চেহারা।

সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে তিনি বলেন 'আমি বাংলাদেশী নয়, আমি বৃটিশ এমপি। লন্ডনে

পৃষ্ঠা ৩৮

simplecall®

simplecall is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

বৃটেনে অবৈধভাবে কাজের দায়ে ১০ বাংলাদেশি আটক

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর: ব্রিটেনে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কাজ করার দায়ে ১০ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে ইউনাইটেড কিংডম বর্ডার এজেন্সি (ইউকেবিএ)। তাদেরকে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়েছে। ১০ জনের আটকের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলেও এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

অবৈধভাবে বসবাস ও অনুমতিবিহীন কাজ করার দায়ে এসব কর্মীকে আটকের পাশাপাশি তাদের নিয়োগদাতাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ নভেম্বর কভেন্ট্রি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, টাইল হল লেনের ব্রিটিশ-বাংলাদেশি মালিকানাধীন একটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়েছে ইউকেবিএ। সেখান থেকে ২০ বছর বয়সী এক বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। দেশে ফেরত পাঠাতে আটক রাখা হয়েছে তাকে।

এদিকে মেইডেনহেডের একটি

পৃষ্ঠা ২৫

সংবাদ সম্মেলনে পিপলস অ্যালায়েন্স নেত্রী রাবিনা খান

স্কুলে হিজাব কড়াকড়ি করলে মেয়েরা কোনঠাশা হয়ে পড়বে

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর : প্রাইমারী স্কুলে পড়ুয়া মুসলমান ছাত্রীদের হিজাব পরার কারণ সম্পর্কে অফস্টেড

ভয় অথবা চ্যালেঞ্জ ছাড়াই হিজাব পরার অধিকার থাকা উচিৎ - জন বিগস

পরিদর্শকদের প্রশ্ন করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেছে দ্যা পিপলস অ্যালায়েন্স অব টাওয়ার হ্যামলেটস। অফস্টেডের এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তারা বলেছেন, এতেকরে স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ কোনঠাশা হয়ে যাবে বা

পৃষ্ঠা ২৫

গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন সম্পন্ন

আলতাফ হোসেন বাইছ প্রেসিডেন্ট, মোস্তাফিজুর চৌধুরী রুহুল সেক্রেটারি

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ নভেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের দ্যা অ্যাট্রিয়াম ব্যাংকুয়েটিং হলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আলতাফ-রুহুল-জবরুল প্যানেল বিজয়ী হয়েছেন। ২১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলতাফ হোসেন বাইছ, সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাফিজুর

পৃষ্ঠা ২৫

মাইল এন্ডে জামানুর হত্যার দায়ে কিশোর দোষী সাব্যস্ত

দেশ ডেস্ক: মাইল এন্ডের ওয়েজার স্ট্রিটে নিজ ঘরের সামনে চলতি বছরের ১১ এপ্রিল ছুরিকাঘাতে নিহত ২০ বছর বয়সী বাংলাদেশী যুবক সৈয়দ জামানুর ইসলাম হত্যাকান্ডের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে। তবে সে

পৃষ্ঠা ৩৮

কবি আহমদ ময়েজকে নিয়ে 'অধ্যায়'-এর কাব্যসন্ধ্যা রোববার

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর - তৃতীয় বাংলা বলে খ্যাত লণ্ডনের বাংলা পাড়ায় সাহিত্য-সাস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, বিশেষকরে বাংলা কাব্যচর্চায় যারা

পৃষ্ঠা ২৫

LMC Business Wing, Suite 2
Floor 2, 46 Whitechapel Road, E1 1JX
T: 020 7096 1188
M: 07539 316 742
E: info@eastendtraining.co.uk
W: www.eastendtraining.co.uk

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call 02070961188

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

মিয়ানমারে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গেলেন পোপ

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের সঙ্গে আকস্মিক বৈঠক করতে বাধ্য করা হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের রোমান ক্যাথলিক শাখার প্রধান ধর্ম গুরু পোপ ফ্রান্সিসকে। ভ্যাটিকানের সরকারি প্রকাশনা ক্রাক্সনাও এর এক প্রতিবেদনে এ দাবি করা হয়েছে। ভ্যাটিকান প্রতিবেদকের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিয়ানমারের কার্ডিনাল চার্লস মং বো'র নির্দেশনা মেনেই পোপ শীর্ষ সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে সফরের প্রথমদিন সোমবার আকস্মিকভাবে অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। মিয়ানমারের কার্ডিনাল নিজেও এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এদিকে মিয়ানমারে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে শেষ পর্যন্ত রোহিঙ্গা নাম ও তাদের নির্যাতনের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন পোপ। তবে সার্বিকভাবে তিনি সকল সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার আহবান জানিয়েছেন। মিয়ানমার সফররত পোপ ফ্রান্সিস গত মঙ্গলবার সেদেশের প্রেসিডেন্ট নি কিয়াও এবং স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি'র সঙ্গে বৈঠক করেন।

দীর্ঘ ভ্রমণের পর মিয়ানমার সফরের প্রথম দিন সোমবার বিশ্রামের জন্য পোপ ফ্রান্সিস কোনো কর্মসূচি রাখেননি। আর মিয়ানমারের সিনিয়র জেনারেল মিং-এর সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সফরের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। তবে প্রথমদিনই ইয়াঙ্গুনে আর্চ বিশপের বাসভবনে পোপের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন মিয়ানমারের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা। জেনারেল মিং অনের অফিশিয়াল ফেসবুক পোস্ট এবং ভ্যাটিকান মুখপত্র ক্রাক্স-এর ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায়, বিশেষ অভিযান ব্যুরোর তিনজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাও ছিলেন ওই বৈঠকে। শীর্ষস্থানীয় এই সামরিক কর্মকর্তাদেরই রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা নিধন এবং ছয় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে দেশছাড়া করার মূল হোতা বলে মনে করা হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়াঙ্গুনে পৌঁছানোর পর কার্ডিনাল চার্লস মং বো পোপকে শীর্ষ সেনা-কর্মকর্তা মিন অং হ্লাইংয়ের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশনা দেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মিয়ানমারের কার্ডিনাল পোপকে বৈঠকের তাগিদ দেওয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি জানান, পোপ এই নির্দেশনা না মানলে মিয়ানমারের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতো।

গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে রোহিঙ্গা ইস্যু এড়িয়ে গেলেন পোপ

পোপ ফ্রান্সিস মিয়ানমারে দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নৃশংসতার ইস্যুটি এড়িয়ে গেছেন। তবে তিনি মিয়ানমারকে প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর প্রতি সম্মান দেখানোর আহবান জানিয়েছেন। বিবিসি'র এক খবরে বলা হয়েছে, গতকাল মিয়ানমারের কার্যত সরকার প্রধান অং সান সু চির সঙ্গে বৈঠক করেন পোপ ফ্রান্সিস। এর পর তিনি বক্তব্যে বলেন, মিয়ানমারের ভবিষ্যৎ অবশ্যই শান্তিপূর্ণ হতে হবে। এই শান্তির ভিত্তি হবে সমাজের প্রতিটি মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, সকল জনগোষ্ঠী ও এর পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা, যা কোনো ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে আলাদা করে দেয় না।

তিনি বলেন, মিয়ানমারের বড় সম্পদ হলো দেশটির জনগণ। আর এ জনগণ প্রচণ্ড রকমের দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘদিনের বিভাজন সৃষ্টিকারী অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের কারণে তারা ধারাবাহিকভাবে ভোগান্তিতে আছে। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতি হিসেবে মিয়ানমারকে জনভোগান্তি নিরসনকে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রাধিকার দেওয়ার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, ধর্মীয় ভিন্নতা বিভাজন ও অবিশ্বাসের কারণ নয়, বরং এটি ঐক্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনের শক্তি।

মিয়ানমার সফরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সোচ্চার হতে পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি আহবান জানিয়েছিল মানবাধিকার সংগঠনগুলো। যদিও তার সফরের আগেই মিয়ানমারের খ্রিস্টান ক্যাথলিক গির্জা আহবান জানায় যে, তিনি যেন বক্তব্যে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার না করেন।

পোপের সঙ্গে থাকা মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর সু চিও তার বক্তব্যে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে সরাসরি কোনো বক্তব্য দেননি। তবে তিনি বলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইস্যুগুলো রাখাইনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আস্থা ও বোঝাপড়া, ঐক্য ও সহযোগিতার সম্পর্ককে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিয়েছে।

সু চির সঙ্গে বৈঠকের আগে ইয়াঙ্গুনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পোপ। এ সময় পোপ ফ্রান্সিস জোরালোভাবে বৈচিত্র্যকে সম্মিলনের হাতিয়ার করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পোপ বলেন, বৈচিত্র্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। প্রত্যেক ধর্মেরই যেমন নিজস্ব সমৃদ্ধি, ঐতিহ্য রয়েছে এবং সম্পদ ভাগাভাগি করার কথা বলা আছে; তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিরও ভিন্নতা, নিজস্ব মূল্যবোধ, নিজস্ব সম্পদ রয়েছে। এটি কেবল তখনই হতে পারে যখন আমরা শান্তিতে থাকব। আর ভিন্নতার ঐক্যতানের মধ্যেই এ শান্তির বীজ নিহিত। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আয়ে লোয়িন নামের এক মুসলিম নেতা।

সু চির সম্মান প্রত্যাহার করেছে অক্সফোর্ড : এদিকে ব্রিটেনের অক্সফোর্ড শহরের নগর কাউন্সিল অং সান সু চিকে দেওয়া সম্মান প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অক্টোবরে তার এ খেতাব প্রত্যাহারের পক্ষে ভোট দেয় কাউন্সিল। নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি যে আচরণ করছে, তাতে সু চি আর 'ফ্রিডম অব দি সিটি' নামের ওই পুরস্কারের যোগ্য নন। বিবিসি'র খবরে বলা হয়েছে, অক্সফোর্ড শহরের সাথে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চির নাম জড়িয়ে আছে, কারণ তিনি সেখানে পড়াশোনা করেছিলেন।

ডা: আহমদ হোসেনের তত্ত্বাবধানে এখন থেকে নতুন ব্যবস্থাপনায়

আহমেদ হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom- Herbal (England)
ব্রিটেনে হোমিও এবং হারবালের উপর শিক্ষাপ্রাপ্ত
Chairman
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

295 Whitechapel ROAD
(1ST FLOOR) London E1 1BY
রহিমা শাড়ি শপের উপরে

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07931750250, 07948281955
Email : drahmedlondon@gmail.com

খোলা : সপ্তাহের প্রতিদিন, সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

খোঁয়াজ জুয়েলার্স

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।

310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

Capstone's Offer
50% DISCOUNT
* T&C apply
for CAB DRIVERS
* T&C apply
30% Discount for
Restaurant, Takeaway & Other Businesses
with an experienced, reliable & friendly service.

Our Services
- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Property Rental Accounts
- Business Plan & Projections
- Company Formation
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns & Payroll (RTI)

A K M Jalal Uddin ACCA
Chartered Certified Accountant

Call us today on
020 3490 6705, 07944 286 718

CAPSTONE ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

50e Greatorex Street, London E1 5NP
e: info@capstoneaccountants.co.uk | www.capstoneaccountants.co.uk
* Offers end 3 months after this advert published. For full terms and conditions please call us.

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE for nurses/ health & social care workers

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

শেষ রক্ষা হলো না সিলেটের রকিবের

সিলেট, ২৯ নভেম্বর : শেষ রক্ষা হলো না আব্দুর রকিবের। সিলেটের ফুটপাথের নিয়ন্ত্রক রকিবকে শেষ পর্যন্ত জেল হাজতে যেতে হলো। অথচ এই রকিব ছিল পুলিশের কাছেও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাওয়ার পরও পুলিশ ফাঁড়ি, থানাতেই হরদম যাতায়াত ছিল। রাতের আঁধারে ফুটপাথের ব্যবসার ভাগবাটোয়ারার জন্য রকিবকে সক্রিয় থাকতে হতো। এ কারণে সে থানা, ফাঁড়িতে গিয়ে বসতো।

বিষয়টি অনেকেই জানলেও পুলিশি ঝামেলা এড়াতে চুপ ছিলেন। রোববার রাতে রকিব সিলেটের বন্দরবাজার ফাঁড়িতে গিয়েছিল। ফাঁড়ি পুলিশের সঙ্গে আড্ডারত অবস্থায় খবর পৌঁছে পুলিশের ঊর্ধ্বতনদের কাছে। তাৎক্ষণিক রকিবকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরও ফাঁড়ি পুলিশ রকিবকে না গ্রেপ্তার করে কৌশলে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু থানা পুলিশ দিয়েছিল আলটিমেটাম। এই আলটিমেটামের মুখে রকিব থানায় এসে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। রকিব সিলেটের ফুটপাথের হকারদের নিয়ন্ত্রক। সর্দার নামে পরিচিত। এই ফুটপাথ নিয়ে রকিবের দাপটের কাছে অসহায় ছিলেন সবাই। সিলেট সিটি করপোরেশন ফুটপাথ ব্যবসার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও সফল হয়নি। অবশেষে আইনজীবী সমিতির নেতারা এ নিয়ে সরব হয়ে উঠলে রকিবরা পিছু হটে। এরপরও সিলেটের ফুটপাথে ব্যবসা থেমে থাকেনি। রকিব জেলে থাকলেও সিলেটে বহাল রয়েছে ফুটপাথ দখলকারীরা। আগের মতো চলছে ব্যবসাও। গতকাল বিকালে ফুটপাথ দখলে থাকা কয়েকজন হকার মানবজমিনের কাছে স্বীকার করেছেন- আগে যারা টাকা নিতো তারাই তাদের বসিয়েছে। টাকাও নেয় তারা। রকিব জেলে গেলেও তার সিন্ডিকেট নীরব হয়নি। আগের মতো পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে ফুটপাথে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি। কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিতর্কিত হচ্ছে পুলিশের কার্যক্রমও। হকাররা জানিয়েছেন- রকিব আহমদ এক সময় তাদের মতো নগরীর পোস্ট অফিসের সামনে বসে পিয়াজ বিক্রি করতেন। এভাবে ফুটপাথে ব্যবসা করতে করতে তিনি এক সময় হকার নেতা হয়ে ওঠেন। এখন রকিবের টাকার অভাব নেই। নগরীর খুলিয়াপাড়া এলাকায় রকিব অর্ধকোটি টাকা মূল্যের ফ্ল্যাট কিনেছেন। নবাব রোডেও ক্রয় করেছেন জমি। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া রকিবের কাছে সিলেটের কোতোয়ালি থানা ও বন্দরবাজার ফাঁড়ির এএসআই, কনস্টেবলরা ছিলেন অসহায়। ওসি ও দারোগাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। এ কারণে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাপ্রাপ্ত হলেও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সিলেটের ফুটপাথ দখলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ব্যর্থ হওয়ার পর সেপ্টেম্বরে নগরীর হাঁটাচলার জায়গা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হকারদের দখলে চলে যাওয়ায় আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হোসেন আহমদ সিলেট মহানগর মুখ্য হাকিম সাইফুজ্জামান হিরো'র আদালতে আবেদন করেন। আদালত ঘটনাটি আমলে নিয়ে হকারদের নেপথ্যের মদতদাতাদের তালিকা চেয়ে সিসিক মেয়র ও কোতোয়ালি থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। এই তালিকা প্রদানে সিলেট সিটি করপোরেশন ও পুলিশ গড়িমসি করলে আদালত তাদের ফের নির্দেশনা জারি করেন। পরে আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে ফুটপাথ দখলকারী ২৬ জনের তালিকা জমা দেন মেয়র ও ওসি। এই তালিকা পাওয়ার পর আদালত তাদের বিরুদ্ধে ১৮ই অক্টোবর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানাপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন আব্দুর রকিব ওরফে রকিব আহমদ। রোববার পুলিশ তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলে সে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এ ব্যাপারে সিলেটে কোতোয়ালি থানার ওসি গৌসুল হোসেন মানবজমিনকে জানিয়েছেন- পুলিশের চাপের মুখে থানায় এসে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে আব্দুর রকিব ওরফে রকিব আলী। রাত সাড়ে ১০টার দিকে সে থানায় এলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে ফুটপাথ দখলের ঘটনায় আরো ২৫ জন রয়েছেন পলাতক। এরা হলেন- মহানগর হকার্স কল্যাণ সমবায় সমিতির সহসভাপতি আতিয়ার রহমান, শফিক আহমদ, আবুল বাশার, রুহুল আমিন রুবেল, মখলেসুর রহমান, আব্দুল আহাদ, সাধারণ সম্পাদক খোকন ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক রুমন আহমদ, জিন্দাবাজার অটোরিকশা স্ট্যান্ডের আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ইসলাম উদ্দিন, শফিক উদ্দিন, সদস্য সচিব ইফসুফ আলী, মধুবন পয়েন্ট ইমা-লেগুনা স্ট্যান্ডের সভাপতি সোহাগ মিয়া, সহসভাপতি মো. আদিল, সম্পাদক মো. কবির মিয়া, অর্থ সম্পাদক মো. বাবুল মিয়া, রংমহল টাওয়ার অটোরিকশা-সিএনজি স্ট্যান্ডের সভাপতি আজমল হোসেন, সহসভাপতি মুরাদ হোসেন, ধোপাদিঘির পাড় ইমা-লেগুনা স্ট্যান্ডের সভাপতি সাহাবউদ্দিন সাবু, সহসভাপতি ফয়জুল মিয়া, কার্যকরী সভাপতি মো. নাজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর নুর হিরণ, কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ ও অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন আম্বরখানা-সালুটিকর শাখার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য তেরা মিয়া।

ভূমিমন্ত্রীর 'ছেলের নেতৃত্বে' সাংবাদিকদের মারধর

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : পাবনার রূপপুরে সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছেন কয়েকজন সাংবাদিক। ভূমিমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শরীফ ডিলুর ছেলে শিরহান শরীফ তমালের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে বলে আহতদের অভিযোগ।

ঈশ্বরদী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি তমাল উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতির বাড়ি ভাংচুরের মামলারও আসামি।

হামলায় আহত সাংবাদিকদের মধ্যে সৈকত আফরোজ আসাদ, ডিবিসির জেলা প্রতিনিধি পার্থ হাসানসহ এটিএন নিউজের জেলা প্রতিনিধি রিজভী, সময় টিভির ক্যামেরাপারসন মিলন রয়েছেন।

বুধবার দুপুরে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প কার্যালয় নতুন হাট মোড়ে এই ঘটনা ঘটে বলে সাংবাদিকরা জানান।

সৈকত আফরোজ আসাদ

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী রূপপুর প্রকল্পে যাচ্ছেন। তার একদিন আগে মন্ত্রী ডিলুর ওই আসনে (পাবনা-৪) আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রবিউল আলম বুদু সেখানে গেলে তার গাড়িবহর আক্রান্ত হয়। ওই সংবাদ সংগ্রহে গেলে হামলার মুখে পড়েন সাংবাদিকরা।

সৈকত আফরোজ বলেন, "ভূমিমন্ত্রীর ছেলে তমালের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন রবিউল আলম বুদুর গাড়ি ভাংচুর করছিল। তা দেখে আমরা ছবি তুলতে গেলে হামলাকারীরা আমাদের মারধর শুরু করে। কারও মোবাইল ফোন, কারও ল্যাপটপ ছিনিয়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলে তারা।"

আহত সাংবাদিকরা স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে চাইলে সেখানেও হামলাকারীরা চড়াও হন বলে জানান

সৈকত আফরোজ। পরে শহর থেকে অন্য সহকর্মীরা গিয়ে তাদের রক্ষা করেন।

সাংবাদিকদের উপর হামলার খবর শুনেছেন বলে জানিয়েছেন পাবনার পুলিশ সুপার জিহাদুল কবির।

তিনি বলেন, "স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের উপর হামলা হয়েছে বলে শুনেছি। তদন্ত করে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।"

শিরহান শরীফ তমাল : সাংবাদিকদের উপর হামলার বিষয়ে তমালের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। গত মে মাসে ঈশ্বরদী উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জুবায়ের বিশ্বাসের বাড়িতে হামলার পর তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা আতিয়ার বিশ্বাসের করা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তমাল। তার বিরুদ্ধে হামলা-হুমকির আরও অভিযোগ রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সমর্থক আইনজীবীদের নেতা ও দলের পাবনা জেলা কমিটির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বুদু তার গাড়িবহর ও সাংবাদিকদের উপর হামলার জন্য মন্ত্রীপুত্র তমালকে দায়ী করে বলেছেন, এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, "একটি প্রকল্প উদ্বোধনের প্রধানমন্ত্রীর আগামীকাল রূপপুরে আসার কথা রয়েছে। এ উপলক্ষে দুপুরের দিকে আমার নেতা-কর্মীরা ওই এলাকায় পোস্টার লাগাচ্ছিল। "এ সময় ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলুর ছেলে শিরহান শরীফ তমাল, রূপপুর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব সরকার, ও স্থানীয় ছাত্রলীগের সভাপতি রনির নেতৃত্বে ৩৫ থেকে ৪০ জন আমার নেতা-কর্মীদের উপর হামলা ও আমার গাড়ি ভাংচুর করে।"

বুদু বলেন, "প্রথমে তারা গুলি চালিয়ে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করে। পরে তাদের হাতে থাকা পিস্তলের বাট দিয়ে আমার নেতা-কর্মীদের মারধর করে ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে হামলাকারীরা তাদের উপরও হামলা চালায়।"

হামলায় নিজের সমর্থক প্রকৌশলী সৈকত আরেফিন চোখে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন বলে বুদু জানান। আরেফিনকে পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

BENECO
financial services
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
■ পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
■ ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
■ লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
■ সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা

চিন্তার কোনো কারণ নেই। 'বিনিকো ফাইন্যান্স' আপনার পাশে রয়েছে। আপনার স্বপ্নে বাড়ি ক্রয়ে আমরা সবধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

ফ্রি মর্গেজ এসেসমেন্ট

সাক্ষাতের জন্য আজই
020 3633 2575
নাম্বারে ফোন করুন

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 3633 2575
Email :
info@benecofinance.co.uk

Tuesday
5TH
December 2017
5.00pm to 10.00pm
Latifiah Fultali Complex
Lodge Road, West Bromwich
West Midlands, B70 8 NX

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষে
শানে মুস্তফা
কনফারেন্স
২০১৭

প্রধান অতিথি:
হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী
মুহতারাম সভাপতি, বাংলাদেশ আনজুমানে আল-ইসলাহ

বিশেষ অতিথি:
শায়েখ ড: নাজি ইবনে রাশিদ আল-আরাবী আল আজহারী
অধ্যাপক-বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়

এ ছাড়াও বরেণ্য উলামায়ে কিরাম বক্তব্য রাখবেন
এতে আপনারা আমন্ত্রিত

খাবারের সুব্যবস্থা থাকবে
***
মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে

সহযোগীতায়:
আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউ কে -মিডল্যান্ডস ডিভিশন

LATIFIAH FULTALI COMPLEX
A CENTRE OF ISLAMIC EXCELLENCE
যোগাযোগ: ০১২১ - ৫১৬ ২২৬৪ / ০৭৯৩১ ৫৫৪ ৩৬৬

মনোনয়নপ্রত্যাশীদের ওবায়দুল কাদের

সবার এসিআর প্রধানমন্ত্রীর কাছে

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : মাঠপর্যায়ে তিন মাস পরপর তিনটি গোয়েন্দা সংস্থার জরিপ হচ্ছে। দলীয়ভাবেও হচ্ছে জরিপ। সবার এসিআর (মূল্যায়ন প্রতিবেদন) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জমা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সঙ্গে যাঁরা হাত মেলাচ্ছেন, যাঁরা গ্রহণযোগ্য নন, তাঁরা মনোনয়ন পাবেন না।

আজ বুধবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হরিমোহন সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আওয়ামী লীগের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ওবায়দুল কাদের।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপিকে ভোট দিলে আবার হাওয়া ভবনে ঘুরতে হবে। দেশ অমানিশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। কথামালার চাতুরী ছাড়া নির্বাচনে প্রচারণার আর কোনো পথ নেই বিএনপির। হাজারো মানুষকে তারা পুড়িয়ে মেরেছে। সেই বিএনপিকে ভোট দিয়ে কি আপনারা আবারও অন্ধকারে ফিরে যাবেন? আমাদেরও ভুল আছে। ভুল স্বীকার করতে লজ্জার কিছু নেই। তবে ১০০ ভালো কাজের মধ্যে দু-একটা ভুল হতেই পারে। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।'

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, যাঁরা স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, সাম্প্রদায়িক

অপশক্তি; তাঁরা আওয়ামী লীগের সদস্য হতে পারবেন না। দল ভারী করার জন্য খারাপ লোককে দলে ভেড়াবেন না। কমিটি করতে গিয়ে পকেট কমিটি করবেন না। করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাঁরা খারাপ কাজ করেন, যাঁরা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নন, তাঁরা আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রার্থিতা পাবেন না। যাঁরা জনগণের জন্য কাজ করেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে প্রার্থিতা দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিন মাস পরপর তিনটি গোয়েন্দা সংস্থার জরিপ হচ্ছে। এ ছাড়া দলীয়ভাবেও জরিপ হচ্ছে। সবার এসিআর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জমা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সঙ্গে যাঁরা হাত মেলাচ্ছেন, যাঁরা গ্রহণযোগ্য নন, তাঁরা মনোনয়ন পাবেন না। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী নেত্রী সবাইকে নৌকা প্রতীক দেবেন। কাউকে চিরদিনের জন্য নৌকা প্রতীক ইজারা দেওয়া হয়নি।

বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু-হাসিনার চেয়ে নেতাদের ছবি বড় : ওবায়দুল কাদের সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তরুণ ও নারী ভোটারদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এখানে বিএনপি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল। তবে এখানে জামায়াত আছে। তাঁদের ভোট বিএনপির সঙ্গে। এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে। জনসভার বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে তিনি বলেন, এখানে বড় অভাব শৃঙ্খলার। আসলে শৃঙ্খলার অভাব নেতাদের। নেতাদের যদি শৃঙ্খলা না থাকে, তবে কর্মীদের কীভাবে থাকবে?

জনসভাস্থলে বিল বোর্ডের আধিক্য দেখে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, এত বিলবোর্ড বাংলাদেশের আর কোথাও দেখিনি। বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবির চেয়ে নেতাদের বড় বড় ছবি। মঞ্চ দখল করে নেতারা বসে রয়েছেন। অথচ মাঠে অনেক অনেক সিনিয়ররা মাটিতে বসে রয়েছেন। মঞ্চ দখল করে নেতা হওয়া যায় না। মানুষের ভালোবাসা নিয়ে নেতা হতে হবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মঈনুদ্দীন মণ্ডলের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাংসদ জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংসদ খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সদস্য এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, নুরুল ইসলাম ঠান্ডু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর আসনের সাংসদ আবদুল ওদুদ প্রমুখ।

বছরে ৯০০০ কোটি টাকার স্বর্ণের ব্যবসা, সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : দেশে বছরে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার স্বর্ণের বাজার রয়েছে। বিক্রি হওয়া স্বর্ণের সিংহভাগই আসে চোরাচালানি বা অবৈধ উপায়ে। দেশের স্বর্ণের ব্যবসার ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদন এমন তথ্য উপস্থাপন করেছে। গতকাল আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এতে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দেশে স্বর্ণ খাতের ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যবসায়ীরা। খাতটি জবাবদিহিতাহীন, হিসাববহির্ভূত ও কালোবাজারনির্ভর। এই অবস্থায় স্বর্ণ খাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি কাঠামোর আওতায় আনা জরুরি। এ ছাড়া দেশে স্বর্ণের চাহিদা ২০ থেকে ৪০ টন, যার সিংহভাগ পূরণ হয় চোরাচালানে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের। গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান। গবেষক দলের অপর দুই সদস্য টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. রেজাউল করিম ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিত সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে স্বর্ণখাতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে গবেষণায় ১৫টি ক্ষেত্রে ৯০টি সুপারিশ পেশ করেছে টিআইবি।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দেশে দৈনিক ২৫ কোটি টাকার স্বর্ণ লেনদেন হয়। যা বছরের হিসাবে ৯,১২৫ কোটি টাকা। চাহিদার সিংহভাগ স্বর্ণ আসে চোরাচালানের মাধ্যমে। চোরাচালানের বিরুদ্ধে সমপ্রতি শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে চোরাকারবারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির খুবই কম। তিনি বলেন, স্বর্ণ খাতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে স্বর্ণের চাহিদা ও জোগান নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সংশ্লিষ্টদের ধারণা, বছরে স্বর্ণের চাহিদা সর্বনিম্ন ২০ টন থেকে সর্বোচ্চ ৪০ টন। এ চাহিদার ১০ শতাংশ পুরোনো স্বর্ণ (তেজাবি) থেকে পূরণ হয়। টিআইবির আশঙ্কা, প্রতি বছর নতুন স্বর্ণের চাহিদার প্রায় ১৮-৩৬ টনের সিংহভাগই পূরণ হয় চোরাচালানির মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, স্বর্ণের মান এবং দাম নির্ধারণেও সরকারের ভূমিকা না থাকায় প্রতারিত হচ্ছেন ভোক্তারা। ডিসেম্বরের মধ্যে স্বর্ণ নীতিমালা করার সরকারি ঘোষণার বাস্তবায়ন দাবি করে টিআইবি।

এই গবেষণার ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতিমালা তারা সরকারকে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আশা করছে, এই খাত সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরি করা হবে।

Apex Cartridge
Toner & Cartridge Specialists

Save up to 70%

- Buy Original Or Compatible Toners & Ink
- Fast & Free Uk Delivery*
- 100% Customer Satisfaction
- 30 Day Replacement or Money Back Guarantee
- Below Are Some Sample Prices.
- For Further Product Information Please Contact Us

Toner/printer number	Original Toner price*	Apex Cartridge Compatible Toner Price	Total Save
HP CF283A	£54.99	£21.99	£33.00
HP CF280X	£132.99	£34.99	£98.00
Brother TN2320	£54.99	£21.99	£33.00
Samsung MLTD1042	£49.99	£21.99	£28.00
Samsung MLTD111S	£41.99	£21.99	£20.00
Dell 1160/1165	£53.99	£24.99	£29.00
Brother LC3219XL Black ink	£28.99	£12.99	£16.00
Brother LC3219XL Colour ink	£19.99	£10.99	£9.00

* Apex Cartridge reserves right to change the price at any time without prior notice.
* Free standard delivery, next day delivery may incur additional costs
* Original prices are based on market research and correct at time of print

Apex Cartridge Ltd
1A Brayford Square, London, E1 0SG
T: 020 3435 0192 / 020 3620 4864
M:07825 887 687
Email: sales@apexcartridge.co.uk
Web: www.apexcartridge.co.uk
Opening Times: Monday-Friday : 10:00am-5:30pm

Whitechapel College
Serving the community since 2005

Good News for Minicab/PCO Drivers
NO PASS NO FEE

We are the only recognised and most reputable Institution in East London for TFL approved B1 English Language Test or NVQ Level-3.

আমরা লাইফ ই দ্য ইউকে টেস্ট পাশের জন্য বিশেষ ক্লাস করিয়ে থাকি।

আমরা ১০০% পাশের নিশ্চয়তা সহ A1, B1 B2 & C1 করিয়ে থাকি।

মিনিক্যাব (PCO) ড্রাইভারদের জন্য B1 পাশের নিশ্চয়তা ১০০%

আমরা সিকিউরিটি জবের জন্য কোর্স করিয়ে থাকি এবং ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে সার্টিফিকেট ও জব দিয়ে থাকি।

Call us for FREE Assessment

Whitechapel College
67 Maryland Square, Startford
London E15 1HF
Mob: 07943 173 554
Tel: 0208 555 3355

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | EMDQ | edexcel

Email: info@whitechapelcollege.org.uk
Web: www.whitechapelcollege.org.uk

বিডিআর বিদ্রোহ

‘গোয়েন্দা ব্যর্থতার তদন্ত হওয়া উচিত’

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ১৮৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আর হাইকোর্টের রায়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে ২০০ জনকে। রায়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও মতামত দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিডিআর বিদ্রোহের মতো ঘটনা ঘটতে পারে- সেটি বুঝতে তৎকালীন বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দারা কেন কী কারণে ব্যর্থ হলেন- এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আদালত।

তারা কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারল না এবং সেই ব্যর্থতা খুঁজতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার কথাও বলেন বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার। হাইকোর্টের এই মতামতকে গুরুত্বপূর্ণ, যৌক্তিক ও গবেষণাধর্মী বিষয় বলে আখ্যায়িত করেছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও এই মামলায় রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষে শুনানিতে অংশ নেয়া আইনজীবীরা। তারা বলছেন, উচ্চ আদালতের এমন মতের ভিত্তিতে ওই সময়ের গোয়েন্দা ব্যর্থতার বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত এবং এখনো তা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তারা।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আদালত যেহেতু পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন তাই এটির অবশ্যই সুরাহা হওয়া উচিত। এত বড় একটা ঘটনা ঘটবে আর গোয়েন্দা সংস্থা জানবে না তাতো হতে পারে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ ঠিকই আছে। এক প্রশ্নের জবাবে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তদন্ত কেন সম্ভব হবে না, সব রেকর্ড তো আছে। আদালতের কাছেও তো রেকর্ড আছে।

ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন মানবজমিনকে বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের এই ঘটনা চাঞ্চল্যকর ও দুঃখজনক। মাত্র ৩০ ঘণ্টায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি মনে করি এটি তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের ব্যর্থতা। কেননা শুধু ডাল-ভাতের কর্মসূচির জন্য রাতারাতি এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তিনি বলেন, তখনকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতো তাহলে এ ধরনের বিদ্রোহ হতো না। তারা যদি আরো তৎপর থাকতেন তাহলে এই ঘটনা এড়ানো যেত। তিনি আরো বলেন, শুধু একটি গোয়েন্দা সংস্থা নয়, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যে ব্যর্থতা দেখিয়েছে তা হাইকোর্টের রায়ের পর্যালোচনার ভিত্তিতে আরো গভীরভাবে দেখা উচিত। সত্যিকার অর্থে এই বিদ্রোহের পেছনে কারা জড়িত। কাদের ইন্ধনে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। গোয়েন্দা ব্যর্থতার তদন্তের বিষয়ে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, অসম্ভব কিছুই না। ওই সময় যারা গোয়েন্দা ছিল তারা কেন ব্যর্থ হলো? একটি সংস্থা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এই ব্যর্থতার পিছনে কারা দায়ী, সেই দোষীদের অবশ্যই সাজার আওতায় আনা যায়।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রশিদ বলেন, ওখানে (পিলখানা) গোয়েন্দা সংস্থা যদি আগাম বার্তা দিতে পারতো তাহলে হয়তো এ ধরনের ঘটনা ঘটতো না। স্বভাবতই এ প্রশ্ন (গোয়েন্দা ব্যর্থতা) জনগণের সামনে আছে এবং আদালতও এটি বলেছে। আদালতের এই পর্যবেক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌক্তিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটির ভিতরে বাস্তবতা রয়েছে। এটি খতিয়ে দেখা উচিত, চিহ্নিত করা উচিত এবং এর ওপর ভিত্তি করে নতুন ধারণা তৈরি করা উচিত। আবদুর রশিদ বলেন, আমাদের অতীতের ঘটনাগুলো যদি চিহ্নিত করতে না পারি তাহলে আগামী দিনের উৎকর্ষতা অর্জনে সক্ষম হবো না।

এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল বলেন, উচ্চতর আদালত এই রায়ে বলতে চেয়েছেন যে, ওই সময় পিলখানার মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থা ছিল, জাতীয় পর্যায়েও গোয়েন্দা সংস্থা ছিল। এতগুলো গোয়েন্দা সংস্থা কী ভূমিকা পালন করেছে? কেন তারা এটি জানতে পারলো না। আদালতের মতামত অনুযায়ী গোয়েন্দা ব্যর্থতার তদন্ত সম্ভব উল্লেখ করে তিনি বলেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। আর বিষয়টিতো আদালতই বলে দিয়েছেন। তাই এটি একটি গবেষণাধর্মী বিষয়। আমার মনে হয় এটির তদন্ত হওয়া উচিত। আর সংকটকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আরো সতর্ক থাকা উচিত।

গোয়েন্দা ব্যর্থতার নির্মোহ তদন্ত চায় বিএনপি

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় গোয়েন্দা সংস্থার সুষ্ঠু, নির্মোহ ও নিরপেক্ষ তদন্ত চায় বিএনপি। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনী ও সরকারি দুইটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কেন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হলো না, সে প্রশ্নও তুলেছে দলটি। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত ২০দলীয় জোটের শরিক জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি- জাগপার বিশেষ কাউন্সিলে দেয়া বক্তব্যে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের রায় নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না। তবে এক্ষেত্রে আদালত যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে তাতে উনারা স্বীকার করে নিয়েছেন, এ ঘটনা জানতে গোয়েন্দারা ব্যর্থ হয়েছেন। এতো বড় একটি বিদ্রোহ যা খুব কম দেশেই ঘটেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে। কখন হয়েছে? যখন শুধুমাত্র একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে তার পরপরই। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ছিলো? তারা যেটি বলেছেন, সরকারকে ব্যর্থ বা বিব্রত করার চেষ্টা। আমি বলি, সেটি না কী বাংলাদেশকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা। কারণ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা খোয়াতে হয়নি। সেই সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে কে লাভবান হলো? যারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চাইলো। বাংলাদেশের গর্ব সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে চাইলো। কেন গোয়েন্দা সংস্থা ব্যর্থ হলো? কেন সেদিন অতিদ্রুত বিদ্রোহ দমন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হলো না।

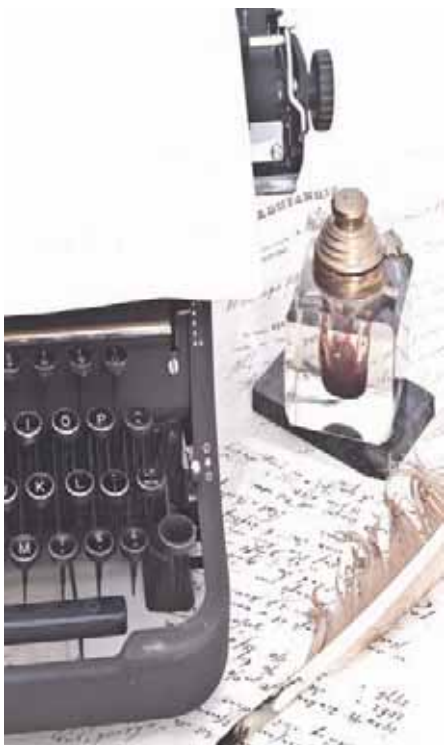

‘শহীদ’ কে বা কারা?

আজকাল ‘শহীদ’ শব্দটির অপব্যবহার লক্ষণীয়। যত্রতত্র এবং অপাত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে এই পবিত্র শব্দটি। আসলে এই ব্যাপারে ইসলাম কী বলে তাই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। কেননা এটি ইসলামের নিজস্ব পরিভাষা।

ইসলামের দৃষ্টিতে ‘শহীদ’ একটি মর্যাদাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। এর অর্থ ‘সাক্ষ্যদাতা’ বা ‘উপস্থিত’ যিনি আল্লাহর নিকট তার হত্যাকাণ্ড বা নিহত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন বা সরাসরি উপস্থিত হবেন জান্নাতে। এইজন্য শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভকারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণের সাথে সাথে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে থাকেন। ইসলামের পরিভাষায় শহীদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাকে কাফের তথা অবিশ্বাসীরা যে কারণেই হউক হত্যা করেছে। অথবা তাকে হত্যা করেছে ইসলামি খিলাফতের বিরুদ্ধাচরণকারী কোনো ব্যক্তি বা চোর-ডাকাতের দল। অথবা যাকে কাফেরদের সাথে সংঘটিত জিহাদের ময়দানে পাওয়া যায়, যার গায়ে থাকে কাটার দাগ বা ক্ষত বা পোড়ার চিহ্ন কিংবা পাওয়া যায় চক্ষু বা কর্ণ হতে রক্তক্ষরণরত অবস্থায়। অথবা যাকে কোনো মুসলমান হত্যা করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে জুলুম করে, ভুল করে নয়। হত্যা করেছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে, ভার দিয়ে নয়। উক্ত ব্যক্তিই শহীদ (ফিকহুল ইবাদত, কিতাবুস সালাত, দশম অধ্যায়, জানাজা-১/১২৩)। সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ-এর হাদিস অনুযায়ী শহীদ হল সেই ব্যক্তি যিনি নিজ সম্পত্তি রক্ষায় নিহত হন। যিনি নিজ পরিবার রক্ষায় নিহত হন অথবা প্রাণরক্ষায় কিংবা দ্বীন রক্ষায় নিহত হন তিনিও শহীদ। আরেকটি হাদিসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে। হযরত জাবের বিন আতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করা ছাড়াও সাত প্রকার শহীদ রয়েছেন। ১. মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ২. পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি শহীদ। ৩. শয্যাশায়ী অবস্থায় মৃত ব্যক্তি শহীদ। ৪. পেটের রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। ৫. অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি শহীদ। ৬. যে ব্যক্তি ধ্বংসাবশেষের নিচে পড়ে মারা যায় সেও শহীদ। ৭. সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যাওয়া নারীও শহীদ। (মুয়াত্তা মালিক, হাদিস নং- ৫৫৪, ৮০২, আল মু’জামুল কাবীর, হাদিস নং-১৭৮০)

বস্তুত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় যারা মারা যান তারাই হাকিকি বা প্রকৃত শহীদ।

শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না (আল-কুরআন ২:১৫৪)। অন্য আয়াতে তাদেরকে মহাপুণ্য দান করার কথা বলা হয়েছে (৪:৭৪)। অতএব, শহীদ শব্দটির এমন মর্যাদা থাকায় এটাকে অপাত্রে ব্যবহার করা সংগত নয়। বিশেষ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যে ‘শহীদ’ শব্দটি ব্যবহার করা হলে তা হবে ইসলামের সাথে তামাশা করার নামান্তর।

সিইসি, ইসি ও প্রসঙ্গ-কথা

মাহবুব তালুকদার

২৩ নভেম্বর প্রথম আলো পত্রিকায় মহিউদ্দিন আহমদের ‘আমরা কবে সাবালক হব?’ শিরোনামে উপসম্পাদকীয়টি পড়ে মর্মাহত হয়েছি। আমার মর্মাহত হওয়ার মূল কারণ, তিনি তাঁর লেখায় আমার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রদর্শনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এতে তিনি অনাবশ্যকভাবে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস পেয়েছেন।

মহিউদ্দিন আহমদ একজন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক। প্রথমা থেকে প্রকাশিত তাঁর চারটি বই–জাসদের উত্থানপতন, বিএনপির সময়-অসময়, আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০, আওয়ামী লীগ: যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ আগ্রহ ও মনোযোগসহকারে পড়েছি। একজন প্রকৃত গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কিন্তু ‘আমরা কবে সাবালক হব?’ শিরোনামে যে লেখাটি তিনি লিখেছেন, সেখানে সাবালকত্বের পরিচয় মোটেও মিলে না।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে আমার একটি বক্তব্য নিয়ে। একই সঙ্গে আমি উল্লেখ করেছিলাম, সেনাবাহিনী মোতায়েন সম্পর্কে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এ বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে আমার বক্তব্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সুধী সমাজের কেউ কেউ যাচিত ও অযাচিতভাবে পরামর্শ দিয়েছেন–নির্বাচন কমিশনে আমরা সবাই যেন পরস্পর সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, নিজেদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করা সমীচীন নয় ইত্যাদি। মিডিয়ার কারও কারও একটি প্রবণতা হলো, কমিশনারদের কোনো কোনো বক্তব্য ভিন্নভাবে তুলে ধরা, যাতে প্রতীয়মান হয় যে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতের মিল নেই।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য কমিশনারদের মতের মিল থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের মন ও মনন এক ও অভিন্ন মেশিনে তৈরি নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এবং নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম, কবিতা খানম ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী–প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে ও ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। কমিশনের সভায় সবাই স্বাধীনভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন মতামত উপস্থাপনার পর নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমঝোতার কোনো অসুবিধা হয়নি। যদি কোনো বিষয়ে কারও ভিন্ন মত থাকে, তাহলে তিনি দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন। সে ক্ষেত্রে পাঁচজন নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ থাকে। তবে এ পর্যন্ত কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিমত প্রকাশের ঘটনা ঘটেনি। সর্বক্ষেত্রে পাঁচজনের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে সমঝোতার মাধ্যমেই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আবার মহিউদ্দিন আহমদের কথায় আসি। আমি আমার স্মৃতিকথা আমলার আমলনামায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। বইটি লেখা হয় ১৫ বছর আগে এবং প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও আমি ১৮ বছর আগে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার স্মৃতিকথায় তাঁর বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য বা মন্তব্য আছে। ঘটনাটি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, যার জের টেনে ১৮ বছর পর বলতে হবে ‘অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়েন আছে। কোনো পুরোনো ক্ষত থেকে পুঁজ বেরোচ্ছে।’ এই উক্তি আপত্তিকর, আমি এর প্রতিবাদ জানাই।

মহিউদ্দিন বলেছেন, কে এম নুরুল হুদা একজন সৎ ও সজ্জন মানুষ। আমি তাঁর এ কথার প্রতিধ্বনি করি। নুরুল হুদা একজন সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে গেরিলাযুদ্ধের বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অসমসাহসের পরিচয় দেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। আমি তো তাঁর মতো অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা হতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধকালে আমি মুজিবনগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি করি। আমার সহকর্মী ছিলেন এম আর আখতার মুকুল ও প্রবীণ সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে শব্দসৈনিক হিসেবে আমি মুক্তিযোদ্ধার একটি সনদ পেয়েছি। কিন্তু যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন, আত্মত্যাগ করেছেন বা নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে অন্যদের কোনো তুলনা হয় না। সে জন্য কে এম নুরুল হুদাকে নির্বাচন কমিশনে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে আমি গৌরব বোধ করি। নির্বাচন কমিশনে কাজ করতে এসে আজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার কোনো মনোমালিন্য হয়নি। আমাদের পারস্পরিক সম্মানবোধে কখনো কোনো ঘাটতি পড়েনি। যাঁরা বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতান্তর বা মনান্তর আশা করেন, তাঁদের কমিশনের বাকি ৫১ মাস নিরাশ হতে হবে বলে আমি মনে করি।

> মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রজ্ঞা, মনীষা ও অমূল্য বিবেচনাবোধ দিয়ে সার্চ কমিটির তালিকা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন নির্বাচন কমিশনারকে মনোনয়ন দিয়েছেন। সাংবিধানিক এই পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা একটি যৌথ সত্তা। স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি। কোনো দিক থেকে কোনো চাপও আসেনি। ভবিষ্যতে জাতিকে অবাধ, সুষ্ঠু, সর্বজনগ্রহণযোগ্য ও অংশীদারমূলক নির্বাচন উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই, নির্বাচন কমিশনে কেউ কারও ‘বস’ নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কমিশনে কোনো পৃথক ক্ষমক্ষমতা নেই। কমিশনের সভায় তিনি তাঁর সমান অধিকারের বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২এর ধারা ৪ অনুযায়ী ‘কমিশন উহার চেয়ারম্যান বা উহার কোনো কর্মকর্তাকে এই আদেশের অধীন উহার সকল বা যেকোনো কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন করিবার জন্যক্ষ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।’ এর অর্থ, পুরো কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে দায়িত্ব না দিলে তিনি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। জাতীয় পার্টি বনাম নির্বাচন কমিশন মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ স্পষ্ট করে বলেছেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অধীনে যেকোনো দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অবশ্যই কমিশন থেকে ক্ষমতপ্রাপ্ত হতে হবে, অন্যথায় তাঁর কার্যক্রম এখতিয়ারবহির্ভূত হবে।’

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রজ্ঞা, মনীষা ও অমূল্য বিবেচনাবোধ দিয়ে সার্চ কমিটির তালিকা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন নির্বাচন কমিশনারকে মনোনয়ন দিয়েছেন। সাংবিধানিক এই পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা একটি যৌথ সত্তা। স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি। কোনো দিক থেকে কোনো চাপও আসেনি। ভবিষ্যতে জাতিকে অবাধ, সুষ্ঠু, সর্বজনগ্রহণযোগ্য ও অংশীদারমূলক নির্বাচন উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সংবিধান সুষ্ঠুনিরপেক্ষ নির্বাচনের বাইরে কোনো চিন্তা করতে পারে না এবং কোনো আইন বা বিধিবিধান সুষ্ঠু নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের হাত বেঁধে দিলে তা সংবিধানসম্মত নয়।

এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত রায়টির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভারত সরকার ১৯৯৩ সালে তদানীন্তন সিইসি টি এন সেশনের সঙ্গে আরও দুজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ প্রদান করলে কমিশনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। টি এন সেশন স্বয়ং ভারত সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে রিট করেন। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত রায়ে বলেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি এবং...‘সভাপতির দায়িত্ব হবে সভায় সভাপতিত্ব করা...তাঁর দায়িত্ব হলো সভায় এমনভাবে আচরণ করা, যাতে তিনি তাঁর সহকর্মীদের আস্থা ও সম্মতি অর্জন করতে পারেন। একজন সভাপতি এটি অর্জন করতে সক্ষম হবেন না, যদি তিনি কমিশনের অন্য সদস্যদের তাঁর অধস্তন মনে করেন... যদি সিইসিকে ঊর্ধ্বতন হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এই অর্থে যে তাঁর কথাই চূড়ান্ত, তাহলে তিনি পুরো কমিশনকেই অকার্যকর ও আলংকারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবেন।’

উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধানিক বিধান প্রায় একই ধরনের। সবশেষে বলতে চাই, নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মধ্য দিয়েই জনগণের আস্থা অর্জন করতে চায়। এ ক্ষেত্রে সুধী সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, সর্বোপরি নির্বাচনবিষয়ক লেখক ও অভিমত প্রদানকারীদের সবার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। সুষ্ঠু নির্বাচন কেবল নির্বাচন কমিশনের একক দায়িত্ব নয়, সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত সাহায্য-সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা ছাড়া এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব নয়।

মাহবুব তালুকদার : নির্বাচন কমিশনার।

হাজিরার নামে খালেদা জিয়াকে হয়রানি করছে সরকার: রিজভী

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : আদালতে হাজিরার নামে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে সরকার 'হয়রানি করছে' বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

স্বাধীনতা ফোরামের উদ্যোগে বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ

সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচিতে তিনি এ অভিযোগ করেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে 'মিথ্যা মামলায় প্রতি সপ্তাহে হাজিরা দিয়ে হয়রানি করার প্রতিবাদে' এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'খালেদা জিয়ার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে হাজিরার নামে তাকে হয়রানি করছে সরকার।'

খালেদা জিয়াকে 'হয়রানি' বন্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'জনগণের কাছে সুস্পষ্ট যে সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে খালেদা জিয়াকে নির্বাচনের বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র করছে। বিচারের নামে হয়রানি করছে।'

বর্তমান সরকারকে 'গণবিরোধী ও মানবতাবিরোধী' আখ্যা দিয়ে রিজভী বলেন, 'যতদিন জোর করে এই সরকার তাদের সিংহাসন আটকে রাখবে, ততদিন জনগণ পিষ্ট হবে, দলিত হবে। অনির্বাচিত সরকার বলেই সাধারণ মানুষের ওপর নিষ্ঠুরভাবে দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে।'

সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই সরকারের আমলে ৭/৮ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় বেশি দূরে নয়। এজন্যই রাজনৈতিক দলকে দমনের মধ্য দিয়ে সরকার তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'এই সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম করা হয়েছে। অনেক মায়ের কোল খালি হয়েছে, অনেক মায়ের সন্তানকে গুমের নামে লাল দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। এসব বন্ধ না হলে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম আজাদ, নিপুণ রায় চৌধুরী, জাতীয় দলের সভাপতি সৈয়দ এহসানুল হুদা প্রমুখ।

রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, স্থায়ী প্রতিনিধিদের এনভয় কনফারেন্সে অর্থমন্ত্রী

যেসব সমস্যা আছে তা থাকবে না, নির্বাচনে অংশ নিন

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : ঢাকায় ৩ দিনের দূত সম্মেলনের সমাপনী বক্তৃতায় সব দলের অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন আয়োজনে সরকারের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে যেভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংস্কার এসেছে তাতে ভোট চুরির পথ প্রায় বন্ধ। তবে একটি মাত্র আশঙ্কা এখনও রয়েছে। যদি কোনো আসনে এমন শক্তিশালী নেতা দাঁড়িয়ে যান যে, তিনি লোকজনকে ভোট কেন্দ্রেই যেতে দিলেন না, বাধা দিলেন। সেটিও হবে না যদি তার আসনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন।' মন্ত্রী বিএনপি বা বিরোধী জোটের কারও নাম মুখে না নিয়ে বলেন, 'যারা নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলছে, তারা নির্বাচনে এলে আশঙ্কার সেই পথও বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া রাজনীতিতে যেসব সমস্যা আছে তা-ও থাকবে না। আসুন, নির্বাচনে অংশ নিন।'

স্বাধীনতার পর এই প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও স্থায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এনভয় কনফারেন্সের পর্দা নামে বুধবার।

সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম জিয়াউদ্দিন ছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সব রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও স্থায়ী প্রতিনিধি অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী দূতদের উদ্দেশে কয়েকটি স্পষ্ট বার্তা দেন। বলেন, আপনারা দুনিয়ার দেশে দেশে কাজ করেন। সেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ করে এর নীতি-পলিসি নিয়ে কথা বলতে হয়। আপনারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেন বাংলাদেশে এখন

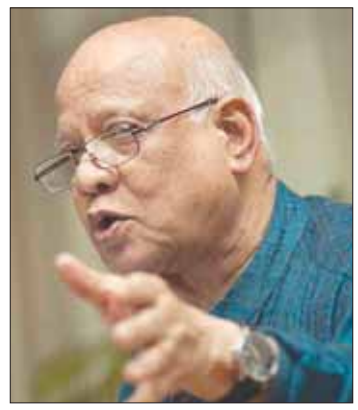

আর জ্বালাও-পোড়াও হরতাল নেই। মানুষই এটি প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামী দিনেও এটি আর ফিরবে না। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পলিসি। আমাদের পলিসি হচ্ছে দারিদ্র্যকে মুছে দেয়া, কমিয়ে আনা নয়। তৃতীয়ত এবং চূড়ান্তভাবে বলবো- আমাদের টার্গেট হচ্ছে মানুষ। মানুষের কল্যাণ। আপনাদেরকেও বলবো জনকল্যাণকর কাজ করতে আপনারা পিছপা হবেন না। সেখানে যত বাধাই আসুক। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আমহেদ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাণিজ্যকে প্রাধান্য দিতে রাষ্ট্রদূতদের প্রতি আহ্বান জানান। সে সময়ে তিনি দূতাবাসের কমার্শিয়াল উইংয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিশনের অন্য কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্বের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তারা আপনাদের ছোট। তাদের ভুলত্রুটি না ধরে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের স্বার্থটা উদ্ধার করতে হবে, বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যে বিদেশ নীতি এবং তার বাস্তবায়ন নিয়ে কথা বলেন। সেখানে রোহিঙ্গা নিয়ে সরকারের সর্বশেষ অবস্থান তুলে ধরেন। বলেন, আপনারা ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশে এই বার্তাই দেবেন- 'আমরা যত দ্রুত সম্ভব রোহিঙ্গা বোঝা লাঘব করতে চাই। এজন্য আমরা দ্বিপক্ষীয়ভাবে কাজ করছি। বাংলাদেশের অবস্থানে সারা দুনিয়া সমর্থন দিয়েছে। এটি আমাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণেই হয়েছে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশগুলো যেন আমাদের পাশে থাকে সেজন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে মিয়ানমারের ওপর চাপ না কমে। পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক মিশনগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। তিনি খোলাসা করে কিছু না বলে শুধু বলেন, ভিন্ন জায়গা থেকে একটি মুভ হয়েছিল। যা বাস্তবায়ন হলে মিশনের কাজে সমস্যা হতো। এটি ঠেকাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আপাতত এটি বন্ধ হয়েছে বলেই জানি। উল্লেখ্য, সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এনভয় কনফারেন্স সফল বলে দাবি করেন। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বহুপক্ষীয় চাপ ধরে রাখতে ঢাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

বিডিআর বিদ্রোহ মামলার ঐতিহাসিক রায়

১৩৯ আসামির মৃত্যুদণ্ড ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঐতিহাসিক রায় এলো হাইকোর্ট থেকে। মৃত্যুদণ্ড বহাল রইলো ১৩৯ আসামির। একই সঙ্গে ১৮৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট। আর হাইকোর্টের রায়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে ১৯৬ জনকে। গতকাল বিচারপতি মো. শওকত হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ পিলখানা হত্যা মামলার এ রায় ঘোষণা করেন। বেঞ্চের অন্য দুই বিচারক হলেন- বিচারপতি মো. আবু জাফর সিদ্দিকী ও বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার।

দুইদিন পর্যবেক্ষণ পড়া শেষে গতকাল দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা শুরু করেন আদালত। প্রথমে বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. শওকত হোসেন বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পাওয়া ১৯৬ জনের রায় ঘোষণা করেন। এরপর সরকারের করা ৬৯ জনের আপিলের রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার। এরপর যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. আবু জাফর সিদ্দিকী। সব শেষে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের সাজা ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. শওকত হোসেন। দেশের ইতিহাসে আলোচিত এই মামলার রায়ে এক হাজার পৃষ্ঠার বেশি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন আদালত। তবে, দুইদিন পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পড়ে শোনান আদালতের বিচারপতিগণ।

গতকাল সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিট থেকে দুপুর পৌনে ১টা পর্যন্ত রায়ের পর্যবেক্ষণ পড়ে শোনান বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার। এ সময় তিনি বেশকিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত তুলে ধরেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করাই বিডিআর বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম

। আদালত পর্যবেক্ষণে বলেন, তৎকালীন বিডিআর বিদ্রোহে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে গণতন্ত্র ধ্বংস করাই ছিল এই বিদ্রোহের অন্যতম উদ্দেশ্য। এমন ঘটনা ঘটতে পারে- সেটি বুঝতে তৎকালীন বিডিআর'র নিজস্ব গোয়েন্দারা কেন ব্যর্থ হলো এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আদালতের বিচারক। তিনি বলেন, গোয়েন্দারা কেন ব্যর্থ হলো? তারা কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলো না। সেই ব্যর্থতা খুঁজতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা বলেন বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার। বর্তমান বিজিবিতে কোন সমস্যা এলে, জওয়ানরা কোন সমস্যা নিয়ে এলে এই বাহিনীর মহাপরিচালককে তা তাৎক্ষণিক সমাধান করতে বলেন আদালত। একই সঙ্গে সেনা কর্মকর্তা ও জওয়ানদের মধ্যে পেশাদারি সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ দেন আদালত। ওই সময়ে বিডিআর'র ডাল-ভাত কর্মসূচির বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন আদালতের বিচারক। ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কোনো কর্মসূচি যেন না নেয়া হয়, সে ব্যাপারেও বিজিবিকে সতর্ক করেন তিনি। বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. শওকত হোসেন বলেন, তখনকার বিডিআর-এ কোনো সেনা কর্মকর্তা থাকবেন না- এটিই ছিল বিদ্রোহে অংশ নেয়া ব্যক্তিদের মূল উদ্দেশ্য। বিচারপতি মো. শওকত হোসেন বলেন, আমাদের একই দেশ। এখানে কেউ আমাদের ভাই, কেউ আমাদের ছেলে। আমাদের এ ধরনের (ঔপনিবেশিক) মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে। একটি ভালো প্রশাসন পাওয়া যাবে।

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পিলখানায় বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) সদর দপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। এ সময় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন বিডিআর'র তখনকার মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও তার স্ত্রী। এ ঘটনায় ২৮শে ফেব্রুয়ারি লালবাগ থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে পৃথক দুটি মামলা করা হয়। ২০১৩ সালের ৫ই নভেম্বর ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. আখতারুজ্জামান মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৬০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এ ছাড়া ২৫৬ জনকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়। আর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৭৭ জন খালাস পান। পরে আসামিদের ডেথ রেফারেন্স, আপিল ও জেল আপিলের নথি হাইকোর্টে আসে। আর খালাস পাওয়া ৬৯ জনের সাজা চেয়ে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। ২০১৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে এ মামলার শুনানি শুরু হয়। ৩৭০ কার্যদিবস শুনানি শেষে গত ১৩ই এপ্রিল মামলার রায় যে কোনোদিন ঘোষণা করা হবে মর্মে তা অপেক্ষমাণ রাখা হয়। রোববার মামলার

রায় ঘোষণা শুরু করেন আদালত। দুই দিন পর্যবেক্ষণ পড়া শেষে গতকাল ২টা ৪০ মিনিটের দিকে মূল রায় ঘোষণা করা হয়।

এ মামলায় নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ১৫২ জনের মধ্যে হাইকোর্টের রায়ে ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রয়েছে। ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে তাদের যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছে। আর মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন ৪ জন। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া এক আসামি মির্জা হাবিবুর রহমান বিচার চলাকালে মারা যাওয়ায় মামলা থেকে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে। নিম্ন আদালতে এ মামলায় বিচারে যাবজ্জীবন সাজা পেয়েছিলেন ১৬০ জন। গতকাল হাইকোর্টের রায়ে এদের মধ্যে ১২ জন খালাস পেয়েছেন। আর বিচার চলাকালে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ২ আসামি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু (বিএনপি নেতা) ও মো. শফিকুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করায় মামলা থেকে তাদের বাদ দেয়া হয়েছে। এ মামলায় বিচারিক আদালতে খালাস পাওয়া ৬৯ জনের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ। গতকাল হাইকোর্টের রায়ে রাষ্ট্রপক্ষের আপিল আংশিক মঞ্জুর করা হয়েছে। ওই ৬৯ জনের মধ্যে হাইকোর্ট ৩১ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন। ৪ জনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। খালাস পেয়েছেন ৩৪ জন। এ মামলায় নিম্ন আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পেয়েছিলেন ২৫৬ জন। এর মধ্যে গতকাল হাইকোর্টের রায়ে ১৯৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৮২ জন ১০ বছর করে সাজা পেয়েছেন। আর দুই জনের ১৩ বছর, ৮ জনের ৭ বছর এবং ৪ জনকে ৩ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ২৯ জন খালাস পেয়েছেন। ২৮ জন আপিল করেননি।

হাইকোর্টের রায়ে মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে সাবেক বিডিআর'র চাকরিচ্যুত ডিএডি তৌহিদুল আলমের। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- সেলিম রেজা, শাহ আলম, গোফরান মল্লিক, এসএম আলতাব হোসেন, মো. সাজ্জাদ হোসেন, আবু তাহের, মো. আজিম পাটোয়ারী, মো. রেজাউল করিম, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. মিজানুর রহমান, মো. জাকারিয়া মোল্লা, মো. আবদুল করিম, জিয়াউল হক, মো. রুবেল মিয়া, খন্দকার শাহাদাত হোসেন, মো. ওবায়দুল ইসলাম, শামীম আল মামুন, আমিনুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, রাজিবুল হাসান, সিদ্দিকী আলম, সুমন মিয়া, কামাল মোল্লা, মো. অনোয়ারুল ইসলাম, মো. শাহজাহান আলী, আবদুল মুহিত, রিয়ন আহমেদ, মো. ইব্রাহীম, শাহীন সরকার, জালাল উদ্দিন আহমেদ, মতিউর রহমান, কাজী আরাফাত হোসেন, হায়দার আলী শেখ, মতিউর রহমান, ওয়াজেদুল ইসলাম, মো. মনিরুজ্জামান, মো. হারুন-অর-রশিদ, মো. আতিকুর রহমান, বিল্লাল হোসেন খান, মাসুদ ইকবাল, ওমর আলী মোল্লা, রাজু মারমা, আল-মাসুম, সফিকুল ইসলাম ওরফে শফি, জসিম উদ্দিন খান, জিয়াউল হক, মো. মহসিন আলী, সফিউজ্জামান, সৈয়দ কবির উদ্দিন, নাজমুল হোসেন, মো. আবদুল বারী, রাখাল চন্দ্র দাস, মো. রফিকুল ইসলাম, আরশাদ আলী, মো. নজরুল ইসলাম, প!ন চাকমা, মইন উদ্দিন, হাসিবুল হাসান, রেজাউল করিম, মুকুল আলম, মো. বাকী বিল্লাহ, মো. আনিসুর রহমান, মকবুল হোসেইন, মো. সালাউদ্দিন, নুরুল হুদা, শাহী আখতার, আনোয়ার হোসেইন, হাসনাত কামাল, এমদাদুল হক, বেলায়েত হোসেন, আবুল কালাম আজাদ। হাইকোর্টের রায়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আট আসামি হলেন, মো. সেলিম, কামরুল হাসান, আলী হোসেন, মনোরঞ্জন সরকার, রমজান আলী, সাইফুদ্দিন মিয়া, জাকির হোসাইন, মোজাম্মেল হক। আর খায়রুল আলম, আলী আকবর, বিল্লাল হোসেন ও মেজবাহ উদ্দিন মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ও খালাসপ্রাপ্তদের মধ্যে জাকির হোসেইন ছাড়া বাকি সবাই তৎকালীন বিডিআর-এ বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন।

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?

তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ

TAJ ACCOUNTANTS

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

Our Popular Services

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

We are registered licence holder in public practice

সোনা চোরাচালানে ২৬ চক্র

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : সোনা চোরাচালান থামছেই না। প্রায় প্রতিদিনই পাচার হয়ে আসা সোনা ধরা পড়ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে। কাস্টমস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলেছেন, যত সোনা ধরা পড়ছে, তার কয়েক গুণ বেশি সোনা পাচার হয়ে যাচ্ছে। তবে পাচার আগের চেয়ে কমলেও তা পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

সোনা চোরাচালানের মামলা তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, চোরাচালানে জড়িত ২৬টি চক্রকে পুলিশ শনাক্ত করেছে। এই দলে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা, সাবেক সাংসদ, মানি এক্সচেঞ্জ ও হুন্ডি ব্যবসায়ীরা রয়েছেন। তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। তবে তাঁদের সঙ্গে দুবাই ও ভারতের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা জড়িত আছেন। আর চালান আসে দুবাই, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া থেকে। বাংলাদেশি চক্রের সদস্যরা মূলত চোরাই সোনা গ্রাপকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করেন। আবার কেউ কেউ বিনিয়োগও করেন।

গোয়েন্দা পুলিশের একজন কর্মকর্তা বলেন, এর আগে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে কলকাতার বাহাদুর রোডের নাগরিক দীপক কুমার আচারিয়া, ভারতের মুম্বাইয়ের লালবাগের দিনেশ মঙ্গিলাল জেন, মুম্বাইয়ের খাদাক রোডের জিগনেস কুমার সুরেশ কুমার, নেপালের কাঠমান্ডুর গাওয়াপুরের গৌরাঙ্গ রোসান ও ভারতের জেমস প্রিন্স রয়েছেন। ধরা পড়ার পর তাঁরা জানিয়েছেন, সে দেশের বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সোনা আনতে লগ্নি করেন।

শুল্ক গোয়েন্দা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নথিপত্র থেকে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে (আগস্ট ২০১২ থেকে আগস্ট ২০১৭) দুই টন চোরাই সোনা জব্দ করা হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে সোনা পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০০ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিদেশিও রয়েছেন। এ সময় বিমান ও সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তাসহ ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে আসামিদের প্রায় সবাই জামিনে বেরিয়ে গেছেন। অনেকে জামিন পাওয়ার পর পলাতক থেকে আবারও সোনা চোরাচালানে যুক্ত হয়েছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত শুল্ক গোয়েন্দারা সোনা জব্দের ঘটনায় ২৩৪টি মামলা দায়ের করেছেন। এসব মামলায় ৩১৫ জনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে ১৯৯টি মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। আলোচিত মামলাগুলো তদন্ত করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

সোনা চোরাচালান মামলার তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তা অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক শেখ নাজমুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, সোনা চোরাচালান চক্রের প্রধানদের অধিকাংশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। কিন্তু গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের প্রায় সবাই জামিনে বেরিয়ে আবার সোনা চোরাচালানে জড়িয়ে পড়ছেন। এ কারণে সোনা চোরাচালান বন্ধ হচ্ছে না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, হুন্ডি ব্যবসায়ী সালেহ আহম্মেদ ও সোনা চোরাচালানি নজরুল ইসলামকে তিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা জামিনে বেরিয়ে দুবাই চলে যান, সেখানে আবার সোনা চোরাচালানে যুক্ত হয়েছেন।

সর্বশেষ ২১ নভেম্বর দুপুরে আবদুল আলীম দুবাই থেকে একটি উড়োজাহাজে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় শুল্ক গোয়েন্দারা ২৩২ গ্রাম সোনার বারসহ তাঁকে আটক করেন। এর আগে ১৮ নভেম্বর দুপুরে বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় দুবাই থেকে আসা দুই যাত্রী কামাল হোসেন ও আবদুস সালামের কাছ থেকে ৫০০ গ্রাম সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

সোনা কেন পাচার হয়: ঢাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশের সোনার দোকানগুলোতে যেসব সোনা দেখা যায়, তার প্রায় সবই চোরাই পথে আসা। তবে বাংলাদেশে সোনার বাজার খুব ছোট। সেই তুলনায় প্রতিবেশী ভারতে সোনার বাজার অনেক বড়। ওয়ালর্ড গোলড কাউন্সিলের তথ্য বলছে, ভারতের বার্ষিক সোনার চাহিদা প্রায় দেড় শ টন। ভারতের চাহিদার সোনার একটি বড় অংশই যায় চোরাই পথে। ভারতে প্রতি এক ভরি (১১.৬৬ গ্রাম) সোনা আমদানির শুল্ক চার হাজার রুপি (৪ হাজার ৮০০ টাকা। বাংলাদেশে শুল্ক ভরিতে তিন হাজার টাকা। এই শুল্ক কর ফাঁকি দিতেই সোনা চোরাচালান হয়।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগারওয়ালা প্রথম আলোকে বলেন, সোনা চোরাচালানিরা নিরাপদ রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছেন।

সমিতির তথ্যমতে, দেশে ১৫ হাজার জুয়েলার্সের দোকান আছে। এতে বছরে ৭ হাজার কেজির মতো সোনার চাহিদা রয়েছে। প্রবাসীদের ব্যাগেজে আনা সোনা ও পুরোনো সোনা দিয়ে বাংলাদেশের বাজার চলে।

কীভাবে সোনা আসে: একাধিক শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, বিমানবন্দরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যোগসাজশে সোনার বড় চালান নির্বিঘ্নে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যায়। এ কাজে সহায়তা করেন শুল্ক, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও বিমানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ১০ তোলা ওজনের একেকটি সোনার বার বিমানবন্দর থেকে বাইরে এনে দিলে চোরাচালানিদের কাছ থেকে এক হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা পান তাঁরা। দুবাই, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে আসার সময় বিমানের কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী সোনা পরিবহনে সহায়তা করেন। বাহকদের হাতে সোনা ধরিয়ে দেন দুবাইয়ে অবস্থানরত চক্রের প্রধানেরা। বাহক সেই সোনা বিমানের আসনের নিচে, শৌচাগারে বা অন্য কোনো স্থানে লুকিয়ে রেখে বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। পরে বিমানবন্দরে কর্মরত লোকজন নিজ দায়িত্বে সেই সোনা বের করে বাইরে নিয়ে আসেন। মানি এক্সচেঞ্জের মালিকেরা সোনা হাতবদলে মধ্যস্থতা করে কমিশন পান, আবার তাঁরা কখনো কখনো টাকা বিনিয়োগও করেন।

কারা সোনা আনেন : ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তারা জানান, সোনা চোরাচালানের আটটি মামলা তদন্ত করে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সময় পুলিশের তদন্তে যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছে আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ কাজী সিরাজুল ইসলামের নাম। পুলিশ জানায়, ২০১২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শৌচাগার থেকে সাড়ে ১৩ কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা আসামি দেব কুমার দাসের জবানবন্দিতে সোনা চোরাচালানে আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ কাজী সিরাজুল ইসলামের নাম উঠে আসে। কাজী সিরাজুল ইসলাম আমিন জুয়েলার্সের মালিক।

জানতে চাইলে সিরাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি সোনা চোরাচালানে জড়িত নই। এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। এগুলো বিদেশের লোকেরা করে।'

অন্য একটি মামলায় পুলিশের অভিযোগপত্রে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও থানা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক রিয়াজউদ্দিনের নাম রয়েছে।

জানতে চাইলে রিয়াজউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি সোনা চোরাচালানে জড়িত নই। আমি ষড়যন্ত্রের শিকার।'

সোনা চোরাচালানের একাধিক মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত দ্য ঢাকা মানি এক্সচেঞ্জারের মালিক নবী নেওয়াজ খান সোনা চোরাচালানে বিনিয়োগ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নবী নেওয়াজ খানের খোঁজে তাঁর প্রতিষ্ঠান পুরানা পলটনের সাব্বির টাওয়ারে গেলে মানি এক্সচেঞ্জারটি বন্ধ পাওয়া যায়। পাশের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জসিমউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, নবী নেওয়াজ এখন আর আসেন না।

সোনা চোরাচালানে রাজধানীর ভাই ভাই মানি এক্সচেঞ্জের মিজানুর রহমান ও প্যারামাউন্ট মানি এক্সচেঞ্জের মালিক জাহাঙ্গীর দুটি চক্রের প্রধান বলে পুলিশের কাছে তথ্য আছে। দিলকুশায় ভাই ভাই মানি এক্সচেঞ্জে গেলে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, মিজান একসময় মুদ্রা লেনদেনে দালালি (ব্রোকারি) করতেন। পরে তাঁকে মানি এক্সচেঞ্জের পরিচালক করা হয়। তিনি আর এখন এই প্রতিষ্ঠানে নেই।

মিরপুর ১০ নম্বরের প্যারামাউন্ট মানি এক্সচেঞ্জের মালিক জাহাঙ্গীর হোসেন সোনা চোরাচালানে জড়িত বলে পুলিশের দেওয়া অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর হোসেনের খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, কয়েক বছর আগে সোনা চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ প্যারামাউন্ট মানি এক্সচেঞ্জের দুই কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। ওই ঘটনার পর প্যারামাউন্ট মানি এক্সচেঞ্জের মালিক জাহাঙ্গীর হোসেন বিদেশে পালিয়ে যান।

একটি চক্রের প্রধান সোনা ব্যবসায়ী দেব কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে দেব কুমার দাস নিউমার্কেট-সংলগ্ন চাঁদনি চকে তাঁর রুপার দোকান রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন। তবে চাঁদনি চকে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

অন্য একটি চক্রের প্রধান এস কে মোহাম্মদ আলী সোনা চোরাচালানে বিনিয়োগ করতেন বলে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসে। তাঁর খোঁজে পুরানা পলটনের বহুতল আবাসিক ভবনের 'ঠিকানা'য় গেলে নিরাপত্তাকর্মী সবুজ মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, মোহাম্মদ আলীর পরিবার এখন আর এই বাসায় থাকে না।

সোনা চোরাচালানের দুটি চক্রের প্রধান উত্তরার ফারহান মানি এক্সচেঞ্জের মালিক হারুন অর রশীদ সোনা চোরাচালানে বিনিয়োগ করতেন। উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের কুশল টাওয়ারের নিচতলায় ফারহান মানি এক্সচেঞ্জের নাম পরিবর্তন করে ফারহান ট্রেডার্স রাখা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মচারী বলেন, সোনা চোরাচালানিতে গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন পর তিনি জামিনে বেরিয়ে এসে বিমানের টিকিট বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। অবশ্য হারুন অর রশীদ প্রথম আলোর কাছে দাবি করেন, 'আমি সোনা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত নই। আমি মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবসা করতাম, এ কারণে বিমানের কর্মকর্তাসহ অনেকেই বিদেশি মুদ্রা কিনতে আসতেন।'

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার 8/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com

Serving for last 8 years

(We do not help CAB/TRADE Insurance)

TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO
388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত

আব্দুল মুনিম ক্যারল সভাপতি, ফারুক চৌধুরী সেক্রেটারি

লন্ডনের জনপ্রিয় তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাব'র সাধারণ সভা ও নির্বাচন গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিলর আব্দুল আসাদের সভাপতিত্বে এবং বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী ফারুক ফুহাদ চৌধুরী পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুসাদ্দিক আলী। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাহার, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নজরুল ইসলাম, সালেহ আহমেদ, আলতাফ হোসাইন, মোহাম্মদ মুয়াজ্জেম আহমদ রিবু, হিফজুর রহমান হাসনু, মাওলানা শামসুল আলম প্রমূখ।

সভায় আগামী এক বছরের জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদসহ ২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্যরা হলেন- উপদেষ্টা কাউন্সিলর আব্দুল আসাদ ও মাওলানা কাসেম উদ্দিন। প্রেসিডেন্ট মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, ভাইস প্রেসিডেন্ট সালেহ আহমেদ, আব্দুল কাহার, সেক্রেটারি ফারুক ফুহাদ চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এস জুনেদ আহমেদ, ট্রেজারার মুহাজ্জেম আহমেদ রিবু, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার আলতাফ

হোসাইন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মাওলানা শামসুল আলম, স্পোর্টস সেক্রেটারি মুহাম্মদ চান মিয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পোর্টস সেক্রেটারি শাহ মুহাম্মদ মুসাদ্দিক আলী, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মোহাম্মদ ফয়সল ইসলাম, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মনসুর আলী তাজ। নির্বাহী সদস্যরা হলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আয়নুল হক, হাফিজ শাহিনুর, মোহাম্মদ শফিক ইসলাম, হিফজুর রহমান হাসনু, নয়ন, বাদশা, মোহাম্মদ আবু জাফর, রাহুল আহমদ, মোহাম্মদ মুন্না মিয়া।

উল্লেখ্য, তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাব বৃটেনের বিভিন্ন জায়গায় খেলাধূলায় বেশ সুনাম অর্জন করেছে। গত দুসপ্তাহের মধ্যে লন্ডন এবং লন্ডনের বাইরে পাঁচটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সব ক'টিতে ট্রফি জিতেছে তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সদস্যরা। সর্বশেষ গত ২০ নভেম্বর সোমবার লন্ডনের বৃটানিয়া স্পোর্টস সেন্টারে আব্দুল্লাহ ব্যাডমিন্টন প্রমোশন আয়োজিত কমিউনিটি ফান দৈত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাব বিজয়ী হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বদরুজ্জামান সেলিমের সমর্থনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি বদরুজ্জামান সেলিমের সমর্থনে বদরুজ্জামান সেলিম সমর্থক ফোরাম যুক্তরাজ্য'র উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী সেলিম হোসেনের সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি নেতা আশরাফ গাজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইউসুফ খান আকলু।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সাব্বির আহমদ ছোটন, আজম আলী, জাবেদ ইকবাল, শেখ ইসতাব উদ্দিন, হুমায়ুন কবির, জহির উদ্দিন লাকী, খসরুজ্জামান খসরু, সুলতান আহমদ, সৈয়দ জিলুল হক, আব্দুল মালিক কুটি, জুবায়ের আহমদ, রফিক উলাহ, রুমেল আহমদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460
Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Instant Cash Service
ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM
*T&C Apply

barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Oposite East London Masjid)

barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Oposite Baitur Rahman Masjid)

প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Taka Rate Line : 020 7247 0800

‘তারেক রহমান ও বাংলাদেশ’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ওপর লেখা প্রথম মৌলিক গ্রন্থ ‘তারেক রহমান ও বাংলাদেশ’ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর সোমবার ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) থিয়েটার হলে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন তারেক রহমানের সহধর্মীনি ডা. জুবাইদা রহমান।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডেমোক্রেটিক পলিসি ফোরাম বাংলাদেশ এবং ইউসিএল-এর একটি গবেষক টিম। গবেষণাধর্মী বইটি লিখেছেন সাংবাদিক এম মাহাবুবুর রহমান। বইয়ের ভুমিকা লিখেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান। বইটি প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক বাংলা প্রকাশনী। প্রকাশক ডেমোক্রেটিক পলিসি ফোরাম বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক পারভেজ মল্লিক। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তারেক রহমান অংশ নিলেও দর্শক সারিতে অতিথিদের সাথে বসে ছিলেন। তিনি শুধু জন্মদিনের শুভেচ্ছার জবাবে দেশবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বিশিষ্টজন বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিকে নতুনভাবে সাজাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারেক রহমান। পরিবার, রাজনীতি ও পারিপার্শ্বিক পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইতিবাচক বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। উদার রাজনীতির মডেল নিয়ে তারেক রহমান দেশে ফিরবেন বলে অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেয়া হয়।

বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের পর ‘বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত : তারেক রহমানের ভিশন’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বইয়ের প্রকাশক ও ডেমোক্রেটিক পলিসি ফোরাম, বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক পারভেজ মল্লিকের সভাপতিত্বে ও ব্যারিস্টার গিয়াস উদ্দিন রিমনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে তারেক রহমানের তৃনমূল রাজনীতির ওপর একটি ডকুমেন্টারি, বইয়ের ওপর রাজনীতিক ও পেশাজীবীদের শুভেচ্ছা ডকুমেন্টারি এবং একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ইউসিএল-এর পোস্ট ডক্টরেট ফেলো ড. রুহুল আমিন খন্দকার। এ সময় উপস্থিত দর্শক ও অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বইয়ের লেখক সাংবাদিক এম মাহাবুবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর ড. কেএমএ মালিক, রয়টার্সের সাসটেইনবিলিটি এন্ড কর্পোরেট সিনিয়র ম্যানেজার র‍্যাচেল মোচলি, লন্ডনের কিলবার্ন এন্ড হ্যাম্পস্টেডের কনজার্ভেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান জিওভ্যান্নি স্পিনেলা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা এম মুখলিসুর রহমান চৌধুরী, ইমপেরিয়াল কলেজের মেডিসিন বিভাগের ফ্যাকালটি ড. মনজুর শওকত, বিএনপির আন্তর্জাতিক

সম্পাদক মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালিক, কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ডাটা সায়েন্সের ফ্যাকালটি ড. ইমতিয়াজ খান, সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান, অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট ও রাজনীতিক সাইদ আল নোমান তুর্য প্রমূখ। তারেক রহমানের হাতে বই তুলে দেন পারভেজ মল্লিক, ড. রুহুল আমিন খন্দকার, মাহবুব রহমান, মাহবুবা নাজরীনা জেবিন, সরফরাজ আহমদ সরফু।

মৌলিক এ গবেষণা গ্রন্থে তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপরেখা ও গতিপথের ওপর ১১টি অধ্যায় রয়েছে। শেষ অধ্যায়ে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের মূল্যায়নমূলক লেখা সংযোজন করে বইটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বইয়ে গবেষণা টিমে ছিলেন মাহবুবা নাজরীনা জেবিন ও এফএম ফয়সাল। বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের মধ্যে লিখেছেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমেদ, প্রয়াত সাংবাদিক সিরাজুর রহমান, অর্থনীতিবিদি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ড. মাহবুবউল্লাহ, সাংবাদিক ডেভিড নিকলসন, জেমস স্মিথ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম, কবি ও সাংবাদিক আবদুল হাই শিকদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, আইনজীবী এমএ সালাম, ব্লগার ও শিক্ষক একেএম ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) পোস্ট ডক্টোরাল ফেলো ড. মো. রুহুল আমিন খন্দকার, ইউনাইটেড নেশনস করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও জাস্ট নিউজ সম্পাদক মুশফিকুল ফজল আনসারী, আমার দেশ-এর সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারি অধ্যাপক ড. এম মুজিবুর রহমান, সাংবাদিক ও লেখক মাহবুবা নাজরীনা জেবিন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবী মামনুন মোরশেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ড. কামরুল হাসান, বাংলাদেশ বিমানের সাবেক কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ, সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবু তাহের চৌধুরী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ন কবির, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার এমএ সালাম, সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, কেন্দ্রীয় বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, মেজর (অব.) সিদ্দিক, সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, সদস্য সচিব ব্যারিস্টার তারিক বিন আজিজ, সাংবাদিক আতাউল্লাহ ফারুক, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবদুল হামিদ চৌধুরী, প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, গোলাম রব্বানী সোহেল, গোলাম রব্বানী, যগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমদ, খসরুজ্জামান খসরু, বিএনপি নেতা শরিফুজ্জামান তপন, মিজবাউজ্জামান সোহেল, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক এমদাদ হোসেন টিপু, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমদ চৌধুরী, তাহের চৌধুরী পাভেল, হেলাল নাসিমুজ্জামান চৌধুরী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মুকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, যুক্তরাজ্য বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু নাছের, যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আফজল হোসেন, যুক্তরাজ্য জাসাস সভাপতি এমাদুর রহমান, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহিন, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি মিজবাহ বিএস চৌধুরী, যুক্তরাজ্য মহিলা দলের আহ্বায়ক ফেরদৌস আলম, সদস্য সচিব অঞ্জনা আলম প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশনায়ক তারেক রহমানের ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্ণাঢ্য কর্মসূচি পালিত

বাংলাদেশের আগামী রাষ্ট্রনায়ক, দেশের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার প্রতীক বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে জাতীয়তবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল যুক্তরাজ্য শাখা গত ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার লন্ডনের লে মেডিসন রেস্টুরেন্টের হল রুমে এক বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করে।

দিনব্যাপী কর্মসুচির মধ্যে ছিলো বাদ জোহর স্যাডওয়েল মসজিদে কুরআন খতম এবং দোয়া মাহফিল।

বিকাল ৫টায় দেশনায়কের কর্মমুখী রাজনৈতিক জীবনের উপর ভিত্তি করে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালেক ও সাধার সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ। চিত্র প্রদর্শনীর ছবি সংগ্রহ করেন জিয়াউর রহমান জিয়া।

সন্ধ্যা ৬টায় গণমুখী রাজনীতি, গণভিত্তি এবং তারেক রহমান শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছাসেবক দল যুক্তরাজ্যের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহীন ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল হোসেন। সেমিনার উদ্বোধন করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালেক।

সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কয়ছর এম আহমেদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, পারভেজ মল্লিক, নাসিম আহমেদ চৌধুরী, শহীদুল ইসলাম মামুন, কামাল উদ্দীন, ডক্টর মুজিবুর রহমান, দেওয়ান মুকাদ্দিম চৌধুরী নিয়াজ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল প্রমূখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, গণমুখী রাজনীতি, গণভিত্তি এবং তারেক রহমান এই তিনটা জিনিস একসাথে জড়িত। তারেক রহমান গণমুখী বলেই আজ তাঁকে নিয়ে এত ষড়যন্ত্র এতো ভয়। তারেক রহমানের রাজনীতিই হল মানুষের কল্যাণ সাধন, তাই তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে গিয়ে তৃণমূলের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের বক্তব্য শুনেছেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামের আন্তত ৫জন মানুষের সাথে হাত মিলিয়েছেন। পৃথিবীতে এরকম নেতা খুব কমই পাওয়া যাবে। আলোচনা সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আব্বাস উল্লা এবং দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা শামীম আহমেদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন রাসেল শাহরিয়ার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবুর রহমান মুজিব, আবুল কালাম আজাদ, আলহাজ্ব গোলাম রব্বানি, গোলাম রব্বানি সোহেল, তৈমুছ আলী, খসরুজ্জামান খসরু, আবেদ রাজা, এনামুল হক লিটন, হেভেন খান, মহিলা দলের অঞ্জনা আলম, যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আফজল হোসেন, জাসাস'র সাবেক সভাপতি এমএ সালাম, সভাপতি এমাদুর রহমান এমাদ, বিএনপি নেতা শেখ নাসের, সরফরাজ সরফু, এ জে লিমন, জাসাসের সিনিয়র সহ সভাপতি তরিকুল রসীদ চৌধুরী শওকত, স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সহ সভাপতি নজরুল ইসলাম, শরিফুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম লাহীন, মোস্তাফিজুর রহমান ফেরদাউস, শাহ জামাল, তুরন মিয়া, আতাউর রহমান মিফতা, আলিম আল রাজী, প্রথম যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সিমু, যুগ্ম সম্পাদক ডাক্তার ফাইজুল ইসলাম শ্যামল, জাহেদ তালুকদার, ফাহীম আহমেদ, নুরুল আমীন আকমল, আজিম উদ্দীন, মহানগর সভাপতি কামাল উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদেক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, ময়নুল ইসলাম সোহাগ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক, জাহীদুর রহমান, সহ প্রচার সম্পাদক সাকিল, পাঠাগার সম্পাদক হারুন অর রশীদ, শিক্ষা সম্পাদক তাজুল আলম কোরেশী রানা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক বদরুল হোসেন, সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, নর্থ ইস্ট স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আলিফ মিয়া, সিটি যুবদলের সভাপতি শেখ মনসুর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সুমন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, আফজল হোসেন, মোহাম্মদ এমআর সজিব, সেলিম মিয়া. ফয়ছল আহমেদ, জাকির হোসেন, নুরুল ইসলাম, সবুজ মিয়া, আনকার মিয়া, সুমন আহমেদ, মহিলা নেত্রী রোবী মীর্জা, সনীয়া তাসনীম ও লোবা চৌধুরী ।

‘তারেক রহমানের রাজনীতির মূল লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণ সাধন’

জন্মদিন উপলক্ষে দেশনায়ক তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি

আবুবকর সিদ্দিক
সদস্য, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল।

'আমাদের গোলাপগঞ্জ'র গোলটেবিল আলোচনা সভা

যুক্তরাজ্যে গোলাপগঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবান

গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন নিয়ে 'আমাদের গোলাপগঞ্জ' এর গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি সংবাদপত্র অফিসে তরুণ লেখক মিসবাহ মাসূমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আমান উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা ও বুধবারীবাজার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, শিক্ষানুরাগী ও গোলাপগঞ্জ হেলপিং হেন্ডস-'এর সাবেক উপদেষ্টা মোঃ সমছুল হক, ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ আব্দুল কাদির হাসনাত, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হেন্ডস ইউকে'র সাবেক উপদেষ্টা ও কথা সাহিত্যিক রুহুল আমিন রুহেল, ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন, সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক মখন মিয়া, লেখক ও সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান, আলমপুর-বাদেপাশা-সতুন মর্দন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এমএ বাছিত, কমিউনিট সংগঠক রফি আহমদ চৌধুরী শিবা ও জয়নাল আহমদ খান।

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেন, দলমত ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সবাইকে গোলাপগঞ্জের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। বক্তারা গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচনে প্যানেল পদ্ধতির পরিবর্তন, নিরপেক্ষ উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও সংগঠনকে ইউকে চ্যারিটি কমিশন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটেনে গোলাপগঞ্জ হাউস ক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এ ব্যাপারে নতুন কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, 'আমাদের গোলাপগঞ্জ'- দীর্ঘদিন থেকে গোলাপগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ গোলাপগঞ্জের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ভূমিকা রেখে আসছে। কিছুদিন পূর্বে গোলাপগঞ্জ পৌর শহরে গোলাপগঞ্জের ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন এবং গোলাপগঞ্জের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে ফ্লাটের ডাইরেক্টরশীপ বিক্রি

সিলেট শহরতলীর মেজরটিলা মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন প্যারাডাইস টাওয়ারে তিন বেড রুমের একটি ফ্লাটের ডাইরেক্টরশীপ বিক্রি হবে।

মুল রোডের কাছাকাছি টাওয়ারের অবস্থান। ৮ তলা বিশিষ্ট টাওয়ারের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিস্তির টাকা পরিশোধে অপারগতার জন্য বিক্রি হচ্ছে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: F. Uddin: 07701 021 248

(WD: 42-45)

ভটেশ্বরে প্লট বিক্রি

সিলেটের ভটেশ্বর সেনানীবাসের সম্মুখে ওয়ালিসিটি আবাসিক প্রকল্পে জরুর ভিত্তিতে সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: F Uddin 07701 021 248

(WD: 42-45)

ব্রাইটনে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

ব্রাইটনের বগনার রেজিস, মিডলটন অন সি এলাকায় ৫৬ সীটের একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৫ হাজার পাউন্ড। রেইট নাই। উপরে ৫ রুমের ফ্লাট আছে। ২০ বছরের অপেন লীজ রয়েছে। সপ্তাহে ৫/৬ হাজার পাউন্ডের ব্যবসা হয়। দাম ৬০ হাজার পাউন্ড। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হচ্ছে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Mr. Babu: 07939 173 921

(WD: 41-44)

বার্নেটে টেকওয়ে বিক্রি

নর্থ লন্ডনের বার্নেট এলাকায় একটি টেকওয়ে বিক্রি হবে। রেন্ট সপ্তাহে ১৭৫ পাউন্ড। রেইট নাই। ব্যবসা ভালো। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact:
Juel Ahmed - 07940 996 850
Murad: 07533 302 734

(WD: 40-43)

ঢাকা জিগাতলায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকার জিগাতলা এলাকায় ১১০০ স্কয়ার ফিট আয়তনের তিন বেড রুমের একটি ফ্লাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। দুটি এটাস্ট ও একটি কমন বাথরুম রয়েছে। তিনটি বারান্দা আছে। দক্ষিণ দিকের বারান্দা বড়, লম্বা ও দৃষ্টিনন্দন। দুটি লিফট রয়েছে।

১২ তলা বিশিষ্ট টাওয়ারের অষ্টম তলায় ফ্লাটটি অবস্থিত। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact- 079881 01569
07969 855 528

(WD: 40-43)

রেস্টুরেন্টের আসবাবপত্র বিক্রি

লন্ডনে অবস্থিত একটি রেস্টুরেন্টের যাবতীয় আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজার, ড্রিপ ফ্রিজার, হান্ডি-বাসন, কুকার ইত্যাদি সরঞ্জাম) জরুরী ভিত্তিতে অত্যন্ত সুলভ মুল্যে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Mr. A. Uddin - 07983 433 904

(WD: 40-43)

ফ্রাইড চিকেন শপ বিক্রি

পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকায় একটি ফ্রাইড চিকেন শপ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৫ হাজার পাউন্ড। রেইট ৫২০০ পাউন্ড। ব্যবসা সপ্তাহে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact- S Miah: 0777 1151 282

(WD: 40-43)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD

Secretary
British Bangladesh Traditional
Doctor's Association in The UK

257a Whitechapel ROAD
(1ST FLOOR)
London E1 1DB

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension
- Plumbing
- Tiling
- Loft Conversions
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

লন্ডন মহানগর বিএনপির উদ্যোগে তারেক রহমানের জন্মদিন পালিত

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫৩তম জন্মদিন পালন করেছে লন্ডন মহানগর বিএনপি। উৎসবমুখর পরিবেশে গত ১৯ নভেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতৃবৃন্দ কেক কেটে তারেক রহমানের জন্মদিন উদযাপন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ বিএনপি সভাপতি এমএ মালিক, সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, সাংগঠনক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সহ সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুর রব, তপু শেখ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, রোমান আহমেদ চৌধুরী, সোহেল শরীফ মোহাম্মদ করিম, সহ সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন আজির, নজরুল ইসলাম খান, তুহিন মোল্লা, এমএ তাহের, সোহেল আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল হক জামান, তোফায়েল হোসেন মৃধা, আবু তাহের, জামাল উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, সহ কোষাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউর রহমান, নজরুল ইসলাম মাসুক, ময়নুল ইসলাম, সম্পাদক মোঃ সেলিম মাহমুদ, সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মাকসুদুল হক, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, সহ পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ আকবর, ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান, সহ সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আশিক বক্স, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মহসিন আহমেদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ওমর গনি, কার্যনির্বাহী সদস্য জিএম শাহরিয়ার অপু, ফখরুল ইসলাম, রেজাউর রহমান চৌধুরী রাজু, শাকিল আহমদ, হাসান জাহেদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের চেক হস্তান্তর

মিয়ানমার সরকারের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর যুক্তরাজ্য কার্যালয় খিদমাহ একাডেমিতে ত্রাণ কমিটির প্রধান মাওলানা মুহাম্মদ শাহনুর মিয়া, কমিটির সদস্য মুফতি ছালেহ আহমদ ও মাওলানা ফজলুল হক কামালীর নেতৃত্বে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদিস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের হাতে প্রাথমিক পর্যায়ে সংগৃহিত প্রায় ১২ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শায়েখ ফয়েজ আহমদ, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, হাফিজ মাওলানা শায়েখ ইকবাল হোসাইন, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক, মাওলানা জাহাঙ্গীর খান, মাওলানা নাজিম উদ্দিন, লিডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাদিকুর রহমান, বার্মিংহাম শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ শিহাব উদ্দিন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, মজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। মানবতার কল্যাণে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত যুব মজলিস ও ইসলামী ছাত্র মজলিসের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমাদের সবাইকে নিজেদের অবস্থান থেকে মজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস-এর সম্মাণীত স্পিকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার কর্তৃক যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেতৃবৃন্দ সংবর্ধিত

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস-কে সামনে রেখে লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সম্মাণীত স্পিকার কাউন্সিলার জনাবা সাবিনা আক্তার গত ২৪ নভেম্বর যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। মালবারী প্লেসস্থ *টাউন* হল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনের শুরুতেই সম্মাণীত স্পিকার ক্রেস্ট হস্তান্তরের মাধ্যমে সংসদ নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ অনাদিকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। এই বীরদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এক পরাধীন জাতি হিসেবে আমাদের আত্মগ্লানির সীমা ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বহির্বিশ্বে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। গোটা বিশ্বে বাঙালিরা এমপি, মেয়র, স্পিকার ও কাউন্সিলার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে গৌরবের সাথে দায়িত্বপালন করে নিরন্তর বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। তাই স্বদেশ-প্রেমে চিরকাল উদ্বুদ্ধ একজন সামান্য সমাজকর্মি হিসেবে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

স্পিকারের বক্তব্যের আগে সংসদ নেতৃবৃন্দ একটি পত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য স্পিকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে বক্তব্য রাখেন সংসদ আহবায়ক আবুল কাসেম খান, যুগ্ম-আহবায়ক ইজহারুল ইসলাম হালদার, সদস্য সচিব এম এ রহিম, সদস্য ইকরামুল হক মিন্টু, আমির খান, শাহ ইনামুল হক, এম এ মুকিত, এ কে এম মাসুদ ও এম এ রহমান এবং অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক মেয়র মতিনুজ্জামান, সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, ফারুক উদ্দিন আহমদ ও মিজানুর রহমান মিরু।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, নিখাদ স্বদেশ প্রেম ও একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবিচল মমত্ব প্রদর্শনে বিরল নজির প্রদর্শনের জন্য স্পিকার সাবিনা আক্তারের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে প্রবাসের মাটিতেও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও তার ইতিহাসকে অধিকমাত্রায় মহিমান্বিত করা হয়েছে। এতে নতুন প্রজন্মের সন্তানেরাও পরম মমতায় হৃদয়ে ধারণ করবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে। টাওয়ার হ্যামলেটস বারা কাউন্সিলের ঔজ্জ্বল্যকেও আরো মেলে ধরবে এই উদ্যোগ।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র সভায় বক্তারা

রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক গত ২৫ নভেম্বর রোববার মারকাজুল উলুম লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা মুশতাক আহমদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল মজীদ, সাংগঠনের উপদেষ্টা হাজী মোহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, ট্রেজারার হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশনাথী, সহকারী ট্রেজারার মুফতি মুতাহির, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সামাদ, যুব বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা হুসাইন আহমদ, হাজী আব্দুর রউফ, হাজী খালিস মিয়া, রফিকুল হক রফু মিয়া, হাফিজ মাওলানা খালেদ আহমদ, আবুল হুসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে কুটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরাকান সমস্যার সমাধানে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বক্তারা জাতিসংঘ এবং ওআইসিকে মিয়ানমারের এই সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত নিপীড়ন বন্ধের জন্য জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, রোহিঙ্গারা আমাদের ভাই-বোন; এরা সন্ত্রাসী নয়। এরা নিপীড়িত অসহায় মজলুম। এদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। আরাকানের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সহিংসতার শিকার নির্যাতিত শরনার্থীদের পাশে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান জমিয়ত নেতৃবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সর্বইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে আনন্দসভা অনুষ্ঠিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (ওয়ার্লড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় সর্ব ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে এক আনন্দসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৬ নভেম্বর রোববার পুর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি আহমদ হোসেন জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়জুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল হাশেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল। সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলহাজ্ব আব্দুল মতলিব।

সভায় বক্তারা বলেন, আমরা আজ অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু ১৭ মিনিটের ভাষণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ডাক দিয়েছিলেন আজ তা বিশ্ব তালিকায় শ্রেষ্ঠ ভাষণের মর্যদা লাভ করেছে। যারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ইতিহাস বিকৃতি করে আসছিল, আজ তাদের মুখে কালি দিয়ে ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন একাউন্টেন্ট সিরাজুল আলম কচি, হাসান ইকবাল, ব্যারিস্টার মাসুদ আহমদ চৌধুরী, সেলিম উল্লাহ, কয়ছর উদ্দিন জালাল, বাবুল হোসেন, এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, গয়াসুর রহমান গয়াস, সৈয়দা মাসুদা খানম, নাজনিন শিখা, আবু হোসেন, এডভোকেট মমিন আলী, ডা. আব্দুল কাদির, শাহজাদ আলম, আসাদ উদ্দিন, ফিরুজ মিয়া, এহসান আহমদ, ফারুক আহমদ, হাজী আব্দুল মতলিব, আশরাফ উদ্দিন, ডা. সাম্পা দেওয়ান, অজান্তা দেব রায়, অহিদুল আলম, জলিল চৌধুরী, সাহনাজ সুমী প্রমুখ। আনন্দ-সভায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান পরিবেশন করেন ডা. সাম্পা দেওয়ান এবং দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন সাহনাজ সুমী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগরী জমিয়তের আলোচনাসভা

রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে স্বসম্মানে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আহবান

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ লন্ডন মহানগরী শাখার উদ্যোগে 'নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমান : বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২৬ নভেম্বর রোববার ইস্ট লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডন মহানগরী জমিয়তের সভাপতি মুফতি মওসুফ আহমদের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মাওলানা জসীম উদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ ওয়ালিদুর রাহমান।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউরোপ জমিয়তের সভাপতি মাওলানা মুফতি আবদুল হান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউরোপ জমিয়তের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শামসুল হক, ইউরোপ জমিয়তের উপদেষ্টা মাওলানা শায়খ মোস্তফা আহমদ, ইউরোপ জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আবদুল করীম, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা মোবারক আলী, ইউরোপ জমিয়তের মহাসচিব মাওলানা সৈয়দ মেশাররফ আলী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র সিনিয়র সহ সভাপতির মাওলানা আবদুল আজীজ সিদ্দীকি, ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মামনুন মহীউদ্দীন, মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল মাদানি, লন্ডন মহানগরীর সহ সম্পাদক মাওলানা মুফতি বুরহান উদ্দিন, মাওলানা হোসাইন আহমদ, মাওলানা শামসুল হক ছাতকি, লন্ডন মহানগরীর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাহফুজ আহমদ, মাওলানা লুৎফুর রহমান বিন্নুরি, সহ প্রচার সম্পাদক নাসির উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক আলহাজ শায়েস্তা মিয়া, মাওলানা আব্দুস সামাদ মুহিব প্রমূখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, রোহিঙ্গারা আরাকানের আদিবাসী। তাদের ওপর বর্তমানে ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যা পরিচালিত হচ্ছে। এই নির্মম গণহত্যা বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বক্তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের নিজেদের দেশে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে ফিরিয়ে নিতে মায়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাফিজ মাওলানা মখলিছুর রাহমান, মাওলানা লুৎফুর রাহমান, মাওলানা নাজিরুল ইসলাম, মাওলানা আবু সুফিয়ান, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মাওলানা ফুজাইল আহমদ, মাওলানা সৈয়দ ফারুক আহমদ, হাফিজ মুশতাক আহমদ, মাওলানা সৈয়দ নাজমুল ইসলাম, আলহাজ্ব আব্বাস মিয়া, আলহাজ্ব আবুল কালাম, হাফিজ সাইফুল মিয়া, আলহাজ্ব আসাদ রাহমান, আলহাজ্ব জুবায়ের আহমদ, জাফর আহমদ, হাজী আব্দুল খালিক, হাজী সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল আহাদ, কবি আবু সুফিয়ান চৌধুরী, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মাওলানা আব্দুল হান্নান, মাওলানা শামিম আহমদ প্রমূখ। শেষে মাওলানা জমশেদ আলীর পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ জেলা গণদাবি পরিষদ ইউকে'র নির্বাহী কমিটির সভা

সুনামগঞ্জ জেলা গণদাবি পরিষদ ইউকে'র নির্বাহী কমিটির এক সভা গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের ম্যানরপার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের চেয়ারপার্সন এম সোলামান আলী পীরের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি হেলাল উদ্দীন আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা তাজুল ইসলাম তালুকদার।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী বছরের ১৯ মার্চ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয়, বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে একটি বুলেটিন প্রকাশিত হবে। আগ্রহী সদস্যদের রেজিস্টেশনের মাধ্যমে নাম তালিকাভূক্তর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়ে সেক্রেটারি হেলাল উদ্দীন আহমদের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও আগামী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি এম সোলামান আলী পীর, সেক্রেটারি হেলাল উদ্দীন আহমদ, ট্রেজারার কয়ছর খান, জয়েন্ট সেক্রেটারি তাজুল ইসলাম তালুকদার, সহকারি সেক্রেটারি আতাউর রহমান বাংলাদেশে গিয়ে শীতবস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এজন্য সবার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

সংবাদ সম্মেলনে সকলের সহযোগিতা কামনা

অফস্ট্যাড রিপোর্টে 'বার্মিংহ্যাম মুসলিম স্কুল'র গুড স্ট্যাটাস লাভ

বার্মিংহ্যাম প্রতিনিধি: লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স ইউকে বার্মিংহাম এর অন্যতম প্রজেক্ট ব্রিটিশ কারিকুলাম ও ইসলামিক সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত বোর্ডিং মাদরাসা 'দ্যা ব্রিটিশ মুসলিম স্কুল' অফস্ট্যাড কর্তৃক 'ভালো' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তি উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর সোমবার দুপুরে বার্মিংহামে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এমএ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মোঃ মিসবাউর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা নুরুল আমিন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের মেয়র ও লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের অন্যতম ফাউন্ডার মেম্বার কাউন্সিলার আহমদ উল হক এমবিই, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ফাউন্ডার মেম্বার আলহাজ নাছির আহমদ, আলহাজ কাজী আংগুর মিয়া, হাজী আবুল হোসেন সাত্তার মিয়া, আলহাজ হিরন মিয়া, মাওলানা রফিক আহমদ, আমিরুল ইসলাম জামাল, মোঃ খুরশিদুল হক, মোঃ আব্দুল হাই, হাজী আব্দুল কাদির, মাস্টার আব্দুল মুহিত, মাওলানা রুকনুদ্দীন আহমদ, মোঃ এমদাদ হোসাইন, মাওলানা আতিকুর রহমান, মাওলানা বদরুল হক খান, মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন, মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী, মোঃ সাইফুল আলম, মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা মাহবুব কামাল, মাওলানা মোঃ আব্দুল মুনিম, মোঃ সাহাব উদ্দিন, হাজী হাসন আলী হেলাল, হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, হাজী ফারুক মিয়া, হাজী আব্দুল গফুর, সুফী ইদ্রিস আলী, হাফিজ কবির আহমদ, হাজী তেরা মিয়া, মোঃ জাহেদুল ইসলাম, ক্বারি মাহফুজুল হাসান খান মিল্লাত, মাওলানা এহসানুল হক ও মাওলানা বুরহান উদ্দিন আহমদ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে মাদরাসাটি সফলতার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং গত অক্টোবর মাসে 'অফস্টেড' এর পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানটি 'গুড' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়া অক্টোবর মাস থেকেই ছাত্রদের বোর্ডিং চালু হয়েছে। উদ্যোক্তারা এ সফলতার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন এবং লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ফাউন্ডার মেম্বার, লাইফ মেম্বার, দাতা, শুভাকাঙ্খী ও কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ সকলের কাছে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সফলতার জন্য এবং কমপ্লেক্সের বাকি প্রজেক্টগুলো যাতে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে চালু করা যায় এ জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করা করেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে ইয়ার সেভেন, এইট ও নাইনে আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি চলছে।

লন্ডনে শোকসভায় বক্তারা

আফম মাহবুবুল হক ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক ছাত্রনেতা ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ আফম মাহবুবুল হক স্মরণে এক শোক সভা গত ২২ নভেম্বর বুধবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃটেনে বসবাসরত প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও যুক্তরাজ্য বাসদের আহ্বায়ক গয়াছুর রহমান গয়াছ। সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী এবং সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল মালিক খোকনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শোক সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য জাসদের (ইনু-শিরিন) সভাপতি সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারুনুর রশিদ, যুক্তরাজ্য জাসদের সভাপতি শামীম আহমদ (আম্বিয়া-প্রধান), জেএসডির সভাপতি ছমির উদ্দিন, যুক্তরাজ্য জাসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইনু-শিরিন) কবি গীতিকার এডভোকেট মুজিবুল হক মনি, যুক্তরাজ্য জাসদের সেক্রেটারি (ইনু-শিরিন) সৈয়দ আবুল মনসুর লিলু, যুক্তরাজ্য জাসদের সাবেক সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, সিপিবি নেতা শাহরিয়ার বিন আলী, যুক্তরাজ্য বাসদ নেতা সোহেল আহমদ চৌধুরী, বাসদ নেতা মোহাম্মদ শওকত, জাসদ (আম্বিয়া-প্রধান) বেডফোর্ড শাখার সেক্রেটারি সোহেল আহমদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার ফারা খান, জাতীয় পার্টির ইউরোপীয়ান কো-অর্ডিনেটর মুজিবুর রহমান মুজিব, প্রজন্ম একাত্তরের বাবুল হোসেন, ডা. গিয়াস উদ্দিন, জাসদ নেতা রেদওয়ান খান, কমিউনিটি নেতা সাদ চৌধুরী, সাবেক ছাত্র নেতা সৈয়দ আব্দুল মাবুদ, কানেক্ট বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন, কবি নজরুল ইসলাম প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, মাহবুবুল হক ছিলেন একজন সৎ খাটি দেশপ্রেমিক। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন, লোভ-লালসা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, তিনি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি আজীবন খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে অটল এই রাজনীতিবিদ ছিলেন শ্লোগানের মাষ্টার। 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই' এই শ্লোগানের জন্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। বক্তারা বলেন, জীবিত মাহবুবুল হকের চেয়ে মৃত মাহবুল হক আরো বেশি শক্তিশালী। বিপ্লবের স্বার্থে তিনি কাউকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেননি। জিয়া-এরশাদ আমলে তাঁকে লোভনীয় অফার দেয়া হয়েছে, প্রস্তাব দেয়া হয়েছে মন্ত্রী করার- তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। বক্তারা বলেন, নীতর প্রশ্নে আপোসহীন এই বাম রাজনীতিক চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, বাম রাজনীতিক আ.ফ.ম মাহবুবুল হক গত ১০ নভেম্বর কানাডার অটোয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর নোয়াখালির চাটখিল উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে স্কুল জীবনে শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতির বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। তিনি ১৯৬৭-১৯৬৮ সালে ছাত্রলীগ সূর্যসেন হল শাখার সম্পাদক, ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটর সদস্য, ১৯৬৯-৭০ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি বিএলএফের প্রশিক্ষক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৩-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৮-১৯৮০ সালে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ১৯৮৩ সালে বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপির উদ্যোগে তারেক রহমানের জন্মদিন পালিত

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫৩তম জন্মদিন কেক কেটে উদযাপন করেছে সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপি। এ উপলক্ষে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদের পরিচালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্যে রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি সৈয়দ শাহিন হোসাইন, সহ সভাপতি সেলিম চৌধুরী, সহ সভাপতি আউয়াল মিয়া, উপদেষ্টা কামাল উদ্দিন, রুহেল আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক ফারুকুল আলম, কবির আহমেদ, খালেদ মিয়া, আতাউর রহমান, বাবুল মিয়া, মুফতি জাবের উদ্দিন, গৌছ খান, অলি আহমেদ, সাজ্জাদ রহমান, তরাজ বেগ, আব্দুর রহমান, আফজাল মিয়া, মনির আহমেদ, নাজিফ ইকবাল, সানজব মিয়া, সালাউদ্দিন আহমেদ, জাবেদ আহমেদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চেয়ারম্যান আহমদ জুবায়ের-এর সাথে প্রবাসী এলাকাবাসীর মতবিনিময়

‘শাহবাজপুর উপজেলা’ প্রতিষ্ঠার দাবী

লন্ডন সফররত বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহমদ জুবায়ের লিটন এর সম্মানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী শাহবাজপুরবাসীর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ক্যানারী ওয়ার্ফে সাপ্তাহিক দেশ কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাহবাজপুরের বাসিন্দা কমিউনিটি নেতা মঞ্জুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এলাকার শিক্ষা, চিকিৎসা ও অবকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোঃ শামসুদ্দিন, মোঃ বদরুল ইসলাম, হাফিজ মোঃ আব্দুল জলিল, মোঃ নাসির উদ্দিন, ফুহাদ আহমদ ফরহাদ, মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন, মোঃ সালাহ উদ্দিন সুমন ও আব্দুর রজ্জাক।

সভায় বক্তারা বলেন, সীমান্তিক জনপদ হওয়ায় শাহবাজপুর অঞ্চল যুগযুগ ধরে অবহেলিত। দেশ স্বাধীনের পর এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। যা হয়েছে তা ধারাবাহিক উন্নয়নেরই অংশ। তাই এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে বাড়তি বরাদ্দ দিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য হুইপ মোঃ শাহাব উদ্দিনের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, ভূমি রেজিস্ট্রিসহ জরুরী কাজে উত্তর শাহবাজপুর, দক্ষিণ শাহবাজপুর ও নিজ বাহাদুরপুর ইউনিয়নবাসীকে নিত্যদিন বড়লেখা উপজেলা সদরে যাতায়াত করতে হয়। এতে করে মানুষ বিভিন্নভাবে ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন। তাই এলাকাবাসীকে দুর্ভোগমুক্ত করতে শাহবাজপুরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী। উপজেলা প্রতিষ্ঠা হলে এলকাবাসী যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ এখানেই সম্পাদন করতে পারবেন। মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া যেহেতু কুলাউড়া-শাহবাজপুর রেললাইন ভারত পর্যন্ত চালু হচ্ছে তাই শাহবাজপুর এলাকা এখন আরো গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠবে। তাই সবকিছু বিবেচনায় শাহবাজপুর উপজেলা প্রতিষ্ঠা সম্পুর্ণ যৌক্তিক। তাই শাহবাজপুর উপজেলা প্রতিষ্ঠার দাবীতে যুক্তরাজ্যে ও এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বক্তারা বলেন, শাহবাজপুর বাজারের অদূরে একটি হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু এটি নামেই হাসপাতাল। কাজের বেলা কিছুই নেই। ডাক্তার নেই। মুমূর্ষু রোগী নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। তাই এই হাসপাতালে পুর্ণাঙ্গ চিকিৎসা চালু করতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

সভায় বলা হয়, ভাটাউছি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আরকান আলীর ইন্তেকালের পর শাহবাজপুর বাজারে আয়োজিত এক শোকসভায় স্থানীয় এমপি হুইপ মোঃ শাহাব উদ্দিন ‘ভাটাউছি-ভবানীপুর’ রাস্তাটি তাঁর নামে নামকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই অনতিবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধা আরকান আলীর নামে রাস্তাটির নামকরণ করতে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করতে চেয়ারম্যান আহমদ জুবায়ের লিটনের প্রতি আহবান জানানো হয়।

সভায় বলা হয়, শাহবাজপুরের অধিকাংশ গ্রামই এখন বিদ্যুতায়িত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন এলাকাকে গ্যাস সংযোগের আতওতায় নিয়ে আসা। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উত্তর শাহবাজপুর দাখিল মাদ্রাসা এলাকার একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমস্যার অতলান্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকরা পাঠদান করে বিনা বেতনে। প্রবাসীদের সাহায্যের উপর নির্ভর থাকতে হয়। শিক্ষকদের হাজার হাজার টাকা বেতন বকেয়া পড়ে আছে। তাই মাদ্রাসাটি এমপিওভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়ারম্যান আহমদ জুবায়ের এর প্রতি আহবান জানানো হয়।

স্থানীয় শাহবাজপুর পুলিশ ফাঁড়িকে দালালমুক্ত রাখা এবং এলাকায় রাতের বেলা মদ্যপায়ী মাতালদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানানো হয়। বক্তারা বলেন, শাহবাজপুরের মানুষ অত্যন্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু একশ্রেণীর টাউট-বাটপার এলাকার শান্তি শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। বিশেষকরে রাতের বেলা মদ্যপান করে মাতাল হয়ে ঘুরাফেরা করে বাজারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে। তারা এলাকার সুনাম ক্ষুন্ন করছে। প্রবাসী এলাকাবাসী এসব মদ্যপায়ীর বিরুদ্ধে সামাজিক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

সভায় বক্তারা বলেন, উত্তর শাহবাজপুরের শতশত মানুষ প্রতিদিন সোনাই নদী পার হয়ে তাজপুর, আবঙ্গি হয়ে বিয়ানীবাজার ও সিলেটে যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু সোনাই নদীর উপর ব্রীজ না থাকায় খেয়া নৌকার উপর মানুষকে নির্ভর করতে হয়। শাহবাজপুর থেকে বিয়ানীবাজার অভিমুখে সরাসরি যানবাহন চলাচল করতে পারে না। তাই এই দুই এলাকাবাসীর মধ্যে যোগাযোগ ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রচনা করতে অবিলম্বে সোনাই নদীর ভাটাউছি-তাজপুর অংশে একটি সেতু নির্মাণের জোর দাবী জানানো হয়। সেতু নির্মাণের দাবী স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ শাহাব উদ্দিন-এর কছে উত্থাপন করতে চেয়ারম্যান আহমদ জুবায়ের লিটনের প্রতি আহবান জানানো হয় । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় শ্রমিক লীগ সাসেক্স শাখার কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগ সাসেক্স শাখার উদ্যোগে এক কর্মীসভা সম্প্রতি স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাসেক্স শাখার আহ্বায়ক সাফিক মিয়ায় সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব তানভীর রশিদ অপুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জোবায়ের আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট সামছুল হক চৌধুরী, যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব এম ইকবাল হোসেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ বেলাল আহমেদ, এম এ গিয়াস, সাজন মিয়া, বদরুল চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি ফেরদৌস শেরদীল, যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা হারিক কামালী, তখলিছ মিয়া, সি.জে আলী, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা গোলাব আলী, ইসলাম উদ্দীন, মোক্তার আলী, জাহিদুর রহমান, হরক মিয়া, সৈয়দ লোকমান হোসেন, আবু বকর খান, সেন্ট আলবান্স যুবলীগের সহ সভাপতি জাহিদুর রহমান, সহ ক্রীড়া সম্পাদক মোক্তার আলী, আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ লোকমান হোসেন, মোহাম্মদ মনোয়ার আলী প্রমূখ। সভায় যুক্তরাজ্য জাতীয় শ্রমিক লীগ সাসেক্স শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাড়াজাগানো ইটন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

সেলিনার যুক্তরাজ্য জয়

দেশ ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে সম্মানজনক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেন ১৬ বছরের বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত শিক্ষার্থী সেলিনা বেগম। ইটন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তার জয়ের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলোতে। রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে আয়োজিত এই স্কুল বিতর্কে সেরা বিতার্কিকের পুরস্কার বাগিয়ে নিয়েছেন সেলিনা।

১৯৯০ সালে তার মা-বাবা বাংলাদেশ ছেড়ে যুক্তরাজ্যে স্থায়ী হন।

ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা বিভিন্ন স্কুলের ২০০ প্রতিযোগীকে হারিয়ে এ পুরস্কার বাগিয়ে নেন সেলিনা। বিতর্কে জাঙ্ক ফুড, গোপনীয়তার অধিকার এবং যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের মতো বিষয়গুলোতে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন ১৬ বছরের এ শিক্ষার্থী।

লন্ডনের নিউহ্যাম কলেজিয়েট সিক্সথ ফর্ম সেন্টারের শিক্ষার্থী সেলিনা। এ মাসের গোড়ার দিকে তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিন সহপাঠীকে নিয়ে বিশ্বখ্যাত ইটন কলেজে আয়োজিত বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

ওই প্রতিযোগিতায় তার ক্ষুরধার যৌক্তি মুগ্ধ করে বিচারক প্যানেলের সদস্যদের। ধারালো বক্তৃতা এবং বিতর্কে পারদর্শিতার স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা বক্তা হিসেবে ছয়জনকে বেছে নেন কর্তৃপক্ষ। এই ছয়জনের একজন সেলিনা। এছাড়া এককভাবে সেরা বিতার্কিকের পুরস্কারও ছিনিয়ে নেন সেলিনা বেগম। সেরা বিতার্কিকের সম্মান পাওয়া সেলিনা বলেন, এই বিতর্কের অংশ হতে পারাটাই ছিল সম্মানজনক। সেলিনা বেগম বলেন, এটি ছিল একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ বিতর্ক। তবে আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিযোগিতায় অন্যদের চেয়ে আমাদের ভালো করতে হবে। এই উচ্চাভিলাষ নিয়েই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস।

নিজের সাফল্যের জন্য মা-বাবাকে ধন্যবাদ জানান সেলিনা বেগম। কষ্টকর হলেও নিজের স্বপ্নের পথে পা বাড়াতে তারা তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। লন্ডনের মেনর পার্ক এলাকায় তার চলতশক্তিহীন বাবার পেছনেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটে তার মায়ের। সেলিনা বেগম বলেন, মা-বাবার সবসময় আমাকে নিয়ে উচ্চাভিলাষ কাজ করে। আমার কলেজে যাওয়া বা পড়াশুনার ব্যাপারে সেভাবে খোঁজ নেওয়ার সুযোগ তাদের নেই। তবে সবসময়ই তারা আমার পাশে রয়েছেন। ভবিষ্যতে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করতে চান সেলিনা বেগম। সে লক্ষ্যে এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করছেন তিনি।

বিয়ানীবাজারে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবক খুন, আটক ২

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটের বিয়ানীবাজারে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় আনোয়ার হোসেন (২৬) নামের সাবেক উপজেলা ছাত্রলীগের এক নেতা খুন হয়েছেন। গত ২৫ নভেম্বর শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বিয়ানীবাজার পৌর শহরের মোকাম মসজিদ রোডের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার হোসেন উপজেলার সুপাতলা গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দিনের পুত্র এবং ফ্রান্স প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতা আলী হোসেনের ছোট ভাই। এ ঘটানায় পাবেল (২২) ও আজাদ উদ্দিন (৪০) নামের দুই জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার পর খুনির গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন সাধারণ মানুষ।

জানা যায়, শনিবার দুপুরে বিয়ানীবাজারে মোকাম মসজিদ রোডের সামনে আনোয়ার হোসেনকে অজ্ঞাত এক দুর্বৃত্ত ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহত আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে বিয়ানীবাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে গত ২৬ নভেম্বর রোববার সকাল ১০টায় সুপাতলা ওসমানী স্টেডিয়ামে নিহত আনোয়ার হোসেনের জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই দেলোয়ার হোসেন বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ৪/৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে বিয়ানীবাজার থানার একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ২৬, তারিখ ২৭-১১-২০১৭।

এ বিষয়ে বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজালাল মুন্সি সাপ্তাহিক দেশ'কে বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। আটক দু'জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য আসামীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

বড়লেখার শাহবাজপুরে ডাকাতের হামলায় আহত ৩

মহিলাসহ ৩ ডাকাত আটক

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুরে এক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ডাকাতদের হামলায় বাড়ির গৃহকর্তাসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গত ২২ নভেম্বর বুধবার রাত প্রায় ৩টায় উপজেলার উত্তর শাহবাজপুরের নান্দুয়া গ্রামের হাজী সাহাব উদ্দিনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত বাড়ির গৃহকর্তা হাজী সাহাব উদ্দিনকে (৬৫) সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং মা ফিরোজা বিবি (১০৫) ও মেয়ে মরিয়ম আক্তার (১৫) বিয়ানীবাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে এ ঘটনার খবর পেয়ে শাহবাজপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডাকাতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে মহিলাসহ তিনজনকে আটক করেছেন পুলিশ। আটককৃতরা হলো- সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাগলা গ্রামের ডাকাত আনোয়ার আলম (৪১), নান্দুয়া গ্রামের ডাকাত সামছুল ইসলাম পছাই (৬০) ও তার ভাইয়ের স্ত্রী খালেদা বেগম (২৬)।

এ ঘটনায় হাজী সাহাব উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ৬/৭ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে বড়লেখা থানার একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ১৪, তারিখ ২৩-১১-২০১৭।

এ বিষয়ে বাড়ির গৃহকর্তা সাহাব উদ্দিনের মেয়ে সাহেরা আক্তার ও ভাগনা নাজমুল হক সাপ্তাহিক দেশ'কে বলেন, রাত প্রায় ৩টার দিকে ৫ জনের একটি ডাকাত দল প্রথমে বাড়ির কলাপসিবল গেট ও পরে ঘরে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে পরিবারের সবাইকে জিম্মি করে ফেলে। পরিবারের লোকজন ডাকাতদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় বাড়ির সবাই চিৎকার দিলে ডাকাতরা সাহেরা আক্তারের হাতের চুড়ি ও কানের দুল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে উত্তর শাহবাজপুর তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ধ্রুবেশ চক্রবর্তী সাপ্তাহিক দেশ'কে বলেন, ডাকাতির ঘটনার সময় আমরা টহলেই ছিলাম, তাই তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। প্রথমে আনোয়ার আলমকে আটক করা হয়, পরে তার ভাষ্য অনুযায়ী বাকিদের আটক করা হয়।

সিলেটে এইচআইভিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি

চিকিৎসা নিচ্ছেন ৪শ', শনাক্ত হয়নি আরো তিনশ'

সিলেট, ২৮ নভেম্বর : দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটে অভিবাসীর সংখ্যা বেশি। তাই সিলেট বিভাগে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় চারশ' জন ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। চিহ্নিত করা যায়নি এমন আরো তিন শতাধিক ব্যক্তিও রয়েছেন।

গত রবিবার সন্ধ্যায় সিলেটের কানাইঘাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইউনিসেফের সহযোগিতায় অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম ওকাপ আয়োজিত অভিবাসী ও স্বাস্থ্য শীর্ষক সেমিনারে এমন তথ্য তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও গবেষকরা।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এ কে মাহবুবুল হক।

উপজেলা চেয়ারম্যান আশিক উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের এইচআইভি স্পেশালিস্ট ডা. জিয়া উদ্দিন, ইউনিসেফ সিলেট অঞ্চলের প্রধান মাঠ কর্মকর্তা কাজী দিল আফরোজা ইসলাম, ওসমানী মেডিক্যালের গাইনি বিভাগের প্রধান ডা. দিলীপ কুমার ভৌমিক, উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বিয়ানীবাজারে ৪ খুনের নেপথ্যে পূর্ববিরোধ

সিলেট, ২৮ নভেম্বর : বিয়ানীবাজারে ছয় মাসে ৬ খুন ও অপর আরেক ব্যক্তির লাশ উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ লক্ষ করা গেছে। জনভীতি দূর করতে এসব খুনের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং রহস্য উদঘাটনে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। গত দু'দিনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী পৃথক স্থানে অন্তত ১০টি অভিযান পরিচালনা করেছে। সাম্প্রতিক এসব হত্যাকাণ্ডের ৪টির নেপথ্যে পূর্ববিরোধ ছিল বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ।

এদিকে পুলিশের বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে প্রত্যন্ত স্থানে আত্মগোপনে থাকা আসামিদের গ্রেপ্তারে সমন্বিত অভিযানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানান বিয়ানীবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহজালাল মুন্সী। তিনি বলেন, 'হত্যাকাণ্ডে জড়িত কোনো আসামিকে ছাড় দেয়া হবে না।

পুলিশের পক্ষ থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।' সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) বিয়ানীবাজারের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আমান উদ্দিন জানান, 'ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। এ যেন খুনের উপত্যকায় পরিণত হয়েছে বিয়ানীবাজার। বেশিরভাগই ঘটছে প্রকাশ্যে।'

বিয়ানীবাজার পৌরশহরে সর্বশেষ শনিবার প্রকাশ্য দিনেদুপুরে খুন হন আনোয়ার হোসেন (২৪) নামের এক যুবক। ব্যক্তিগত বিরোধের জের ধরে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ছুরিকাঘাত করে তাকে খুন করা হয়েছে বলে তার স্বজনদের অভিযোগ। তিনি সুপাতলা গ্রামের সিরাজ উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় গতকাল বিকাল ৫টা পর্যন্ত কোনো মামলা করা হয়নি। তবে ঘটনায় জড়িত বলে পুলিশ যাকে শনাক্ত করেছে তার পরিবারের দুই সদস্য আজাদ উদ্দিন (৪৪) ও পাভেল আহমদ (২০) নামের দু'জনকে আটক করে জেলহাজতে প্রেরণ করেছে। সন্দেহভাজন প্রধান আসামি সায়েল আহমদ (২৩) ও তার পিতা পংকি মিয়া (৪৩) কে গ্রেপ্তারে গোলাপগঞ্জের নদী তীরবর্তী এলাকায় একাধিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আনোয়ার খুনে ব্যবহৃত ছুরিও এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে জানান বিয়ানীবাজার থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জাহিদুল হক।

এর আগে ১৭ই জুলাই বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসের শ্রেণিকক্ষে ছাত্রলীগকর্মী খালেদ আহমদ লিটু'র (২৪) গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারদের মধ্যে ছাত্রলীগ নেতা কামরান হোসেন ও এমদাদুর রহমান জামিনে মুক্ত হয়েছেন। অপর আসামি ফাহাদ আহমদ ও দেলওয়ার হোসেন এখনো কারাগারে। হত্যাকাণ্ডের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে একনলা বন্দুকের গুলিতে লিটুর মৃত্যু হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মামলার ৭ আসামির মধ্যে অপর ৩ আসামি পলাতক। গত ৩১শে জুলাই উপজেলার চারখাই এলাকার কনকলস থেকে অটোরিকশা চালক মাসুদ আহমদ'র (১৮) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ছিনতাই হওয়া অটোরিকশাটি উদ্ধার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেয়া হয়। নিহত মাসুদ শেওলা ইউনিয়নের চারাবই গ্রামের সুজন মিয়ার পুত্র। লাশ উদ্ধারের চারদিন পূর্ব থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

গত ২৬শে জুন চারখাই ইউনিয়নে ফরহাদ আহমদ (২২) নামের এক যুবকের লাশ স্থানীয় একটি জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হয়। তাকে পূর্ববিরোধের জের ধরে খুন করা হয়েছে বলে মামলার তৎকালীন তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শাফিউল ইসলাম পাটোয়ারী জানান। এ ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার সব আসামি পলাতক। নিহত ফরহাদ গিয়াস উদ্দিনের ছেলে। তিনিও পেশায় অটোরিকশা চালক ছিলেন।

মোল্লাপুর ইউনিয়নের পাতন গ্রামে মসজিদ এলাকার ভেতরে গত ১২ই জুন সৃষ্ট সংঘর্ষে খুন হন দিনমজুর মহিদুর রহমান মিন্টু (৪৮)। এটিও একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে তদন্ত সূত্রের দাবি। পূর্ব থেকে মারামারির জন্য মসজিদ এলাকায় অস্ত্র জড়ো করে রাখা হয় বলে পুলিশ জানায়।

সিলেটে হচ্ছে ক্যানসার রোগীদের জন্য ক্যামোথেরাপি সেন্টার

সিলেট, ২৭ নভেম্বর : সিলেট অঞ্চলের ক্যানসার রোগীদের জন্য ডে-কেয়ার ক্যামোথেরাপি সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সিলেট সিটি করপোরেশন। গত শনিবার রাতে সিলেট সফররত ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনাকালে এ আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী জানান, সিলেট নগরীসহ বৃহত্তর সিলেটে ক্যানসার রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক। জটিল এ রোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীদের দীর্ঘ মেয়াদে ক্যামোথেরাপি গ্রহণ করতে হয়। সিলেটের অনেক রোগীকে ঢাকায় গিয়ে বা দেশের বাইরে গিয়ে ক্যামোথেরাপির জন্য দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হয়। এ কারণে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীরা যাতে বিদেশে বা ঢাকায় না গিয়ে নিজ বাড়িতে থেকেই ক্যামোথেরাপি গ্রহণ করতে পারেন, সেটি বিবেচনায় রেখে সিলেট সিটি করপোরেশন একটি ডে-কেয়ার ক্যামোথেরাপি সেন্টার চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে নগরীর কুমারপাড়ায় সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনে এ সেন্টার স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। এ সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে ভারতের ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক বিশেষায়িত ক্যানসার হাসপাতাল হেলথকেয়ার গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ (এইচসিজি)। এইচসিজি'র ভাইস চেয়ারম্যান মি. যোগেন্দ্র রাওয়াত এবং ভারতের খ্যাতনামা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. জি অমরনাথ গত শনিবার রাতে সিলেট নগরীর কুমারপাড়ায় সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রস্তাবিত ডে-কেয়ার ক্যামোথেরাপি সেন্টার পরিদর্শন করে গেছেন।

এর আগে শনিবার রাতে নগরীর একটি অভিজাত হোটেলে সিলেট সফররত ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। মেডিকেল ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠান ডিএমটি গ্লোবাল সার্ভিসের পরিচালক কাওসার আহমদ আবদুসের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন এইচসিজি'র ভাইস চেয়ারম্যান মি. যোগেন্দ্র রাওয়াত, ভারতের খ্যাতনামা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ (অনকোলজিস্ট) ডা. জি. অমরনাথ, ইকরামুল কবির, সিলেট জেলা বারের এডিশনাল পিপি অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম, সিলেট বিভাগ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল বাতিন ফয়সল, আবদুর রশিদ রেনু, দৈনিক সিলেটের ডাকের চিফ রিপোর্টার সিরাজুল ইসলাম, দৈনিক সিলেটের ডাক- এর সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার কাউসার চৌধুরী, বাংলা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি শাহাব উদ্দিন শিহাব, সংবাদিক নূর আহমদ ও সময় টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার আবদুল আহাদ প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সিলেট সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য শাখায় বর্তমানে ৩ জন ডাক্তার কর্মরত আছেন। এছাড়া, নগরবাসীর সেবায় সিলেট সিটি করপোরেশন বিনোদিনী নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ একাধিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। সিলেট অঞ্চলের ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসার জন্য এখনো কোনো মান সম্পন্ন ক্যামোথেরাপি সেন্টার গড়ে উঠেনি।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

হাকালুকি হাওর

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অদ্ভুত চিত্রকল্প

দেলোয়ার হোসাইন, সিলেট থেকে:

‘হাকালুকি হাওর’ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের এক জলাভূমি। শীতকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা অতিথি পাখির তুমুল কলকাকলি, রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর, সূর্যমুখী ফুলের উপর প্রজাপতির অবাধ ওড়োউড়ি, সবুজ বিছানা এবং বর্ষায় ভরা যৌবনে ঢেউয়ের সাথে জলের থই থই খেলা, মাঝিদের হাকডাক আর জেলেদের জালে মাছের লাফালাফি এ যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অদ্ভুত চিত্রকল্প!

পূর্বে পাথারিয়া ও মাধব আর পশ্চিমে ভাটেরা পাহাড়বেষ্টিত এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিঠা পানির হাওর হাকালুকি মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার ৬টি উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তৃত। হাওরের ৭০ ভাগ বড়লেখা, জুড়ি ও কুলাউড়া, ১৫ ভাগ ফেঞ্চুগঞ্জ, ১০ ভাগ গোলাপগঞ্জ এবং ৫ ভাগ বিয়ানীবাজার উপজেলায় বিস্তৃত। ছোট-বড় প্রায় ২৩৮টি বিল ও ১০টি নদী নিয়ে গঠিত হাকালুকি হাওরের আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, এর মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুড়ী এবং পানাই নদী। এই জলরাশি হাওরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়।

পর্যটকদের কাছে মিনি কক্সবাজার নামে পরিচিতি হাকালুকি হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বড়লেখা ও ফেঞ্চুগঞ্জের একাংশে নির্মাণ করা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। ৪০ ফুট উচু ওয়াচ টাওয়ারে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। টাওয়ার থেকে দেখা যায় পুরো হাওরের চিত্র। সূর্যাস্তের সময় হাওরের বুকজুড়ে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পর্যটকেরা মনভরে অবলোকন করেন। দাঁড়বাহী বা ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করেও ঘুরে ঘুরে উপভোগ করা যায় হাওরের সৌন্দর্য।

ক্যালেন্ডারের পাতা বদলানোর সাথে সাথে হাকালুকি হাওরেরও রূপ বদলে যায়। তবে বর্ষা মৌসুমে হাওরের চেহারা পুরোপুরি বদলে যায়। হাওর তখন ভয়ঙ্কর সুন্দর হয়ে উঠে। বিশাল বিশাল ঢেউ পর্যটকের মনে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়ায়। একই সাথে পানিবন্দি হাওরবাসীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার কোনো শেষ থাকে না।

মাছের জন্য প্রসিদ্ধ হাকালুকি হাওরে ১০৭ প্রজাতির মাছ আছে- তার মধ্যে বোয়াল, পাবদা, রুই, চিতল, কালবাউশ, মৃগেল, আইড়, ঘুলশা, সরপুঁটি, টেংরা, বাইম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যদিও এর মধ্যে ৩২ প্রজাতির মাছ প্রায় বিপন্ন। এছাড়া হাওরে প্রতিবছর ছোট ছোট ২-৪টি ইলিশ ধরা পড়লেও এবার তুলনামূলক বড় এবং ব্যাপক ইলিশ ধরা পড়েছে। শেষ বিকেলে আঞ্চলিক গানের তালে তালে হাওরে জাল ফেলে জেলেরা মেতে ওঠে মাছ ধরার উৎসবে। এ সময় উৎসব ঘিরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান। হাকালুকি হাওরের বড়লেখা অঞ্চলে গড়ে ৬৫৫ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয় বলে সাপ্তাহিক দেশ’কে জানিয়েছেন উপজেলা সহকারী মৎস কর্মকর্তা আবু ইউসুফ।

শীতকালে হাওর সাজে অন্যরূপে। সবুজ ঘাসের বিছান পাতা হাওরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিলের কান্দিগুলো তখন দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠে। এ সময় ১১২ প্রজাতির অতিথি পাখি ও ৩০৫ প্রজাতির দেশীয় পাখির বিচরণে পুরো হাওর এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। অতিথি পাখিদের আগমনে হাওর পরিণত হয় স্বর্গ উদ্যানে। এসব অতিথি পাখির মধ্যে ভূতি হাঁস, গিরিয়া হাঁস, ল্যাঞ্জা হাঁস, বালি হাঁস, গুটি ঈগল, কুড়া ঈগল, রাজ সরালি, পান ভুলানি, কাস্তেচড়া, পান কৌড়ি, বেগুনী কালিম, মেটেমাথা টিটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তখন অতিথি পাখির কলকাকলিতে হাওরের পাশেই হাল্লা গ্রামের হাল্লা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ‘পাখিবাড়ি’ নামে পরিচিত মনোহর আলী মাস্টারের পতিত বাড়িও মুখর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে হাকালুকি হাওরের থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে পাখিরা এ বাড়ির হিজল, করস ও জারুল গাছে আশ্রয় নেয়। তবে শুধু শীত মৌসুমে নয়, সারা বছরই ‘পাখিবাড়ি’ অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে। এ সময় অতিথি পাখি দেখার জন্য পাখি প্রেমীরাও হাওরে ভিড় জমান, আসেন বিদেশী পর্যটকেরাও। আর দেশীয় নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা হাকালুকিতে সারা বছরই দেখা যায়। তবে বিষটুপ ও ফাঁদ পেতে অতিথি পাখি নিধনে এক শ্রেণীর অসাধু সংঘবদ্ধ পাখি শিকারিচক্র সক্রিয় রয়েছে।

তেল আহরণের জন্য হাকালুকির বড়লেখা অঞ্চলের ওয়াচ টাওয়ারের আশেপাশে

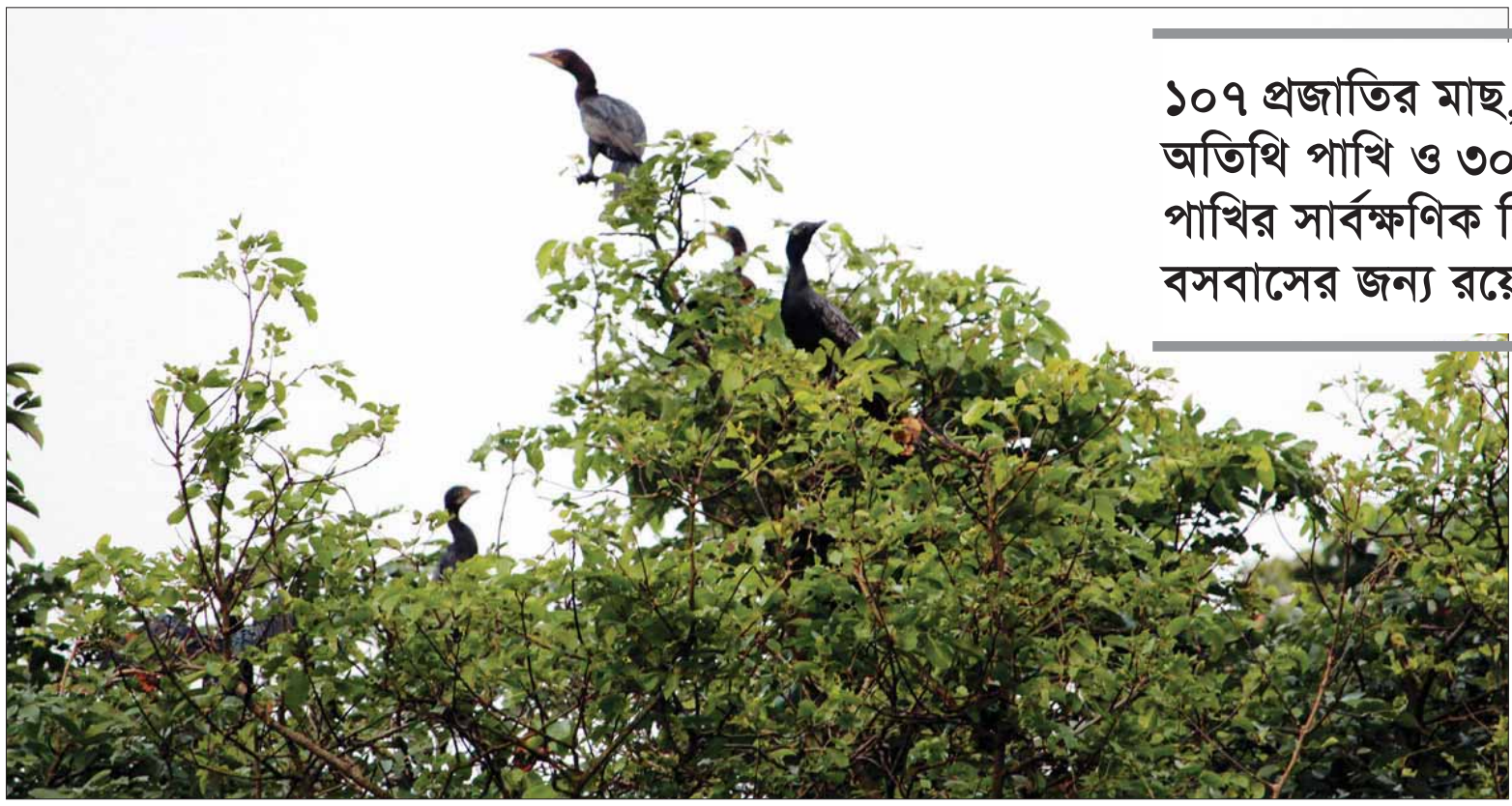

১০৭ প্রজাতির মাছ, ১১২ অতিথি পাখি ও ৩০৫ প্রজ পাখির সার্বক্ষণিক বিচরণ বসবাসের জন্য রয়েছে ‘

জেলার কু
এবং
বিয়ানীবা
প্রায় ২২
করা হয়
কুলাউড়া
হায়দার।
হাকালুকি
জমিতে
হায়দার
হাওর অ
জমিতে
জানিয়েছে
কর্মকর্তা

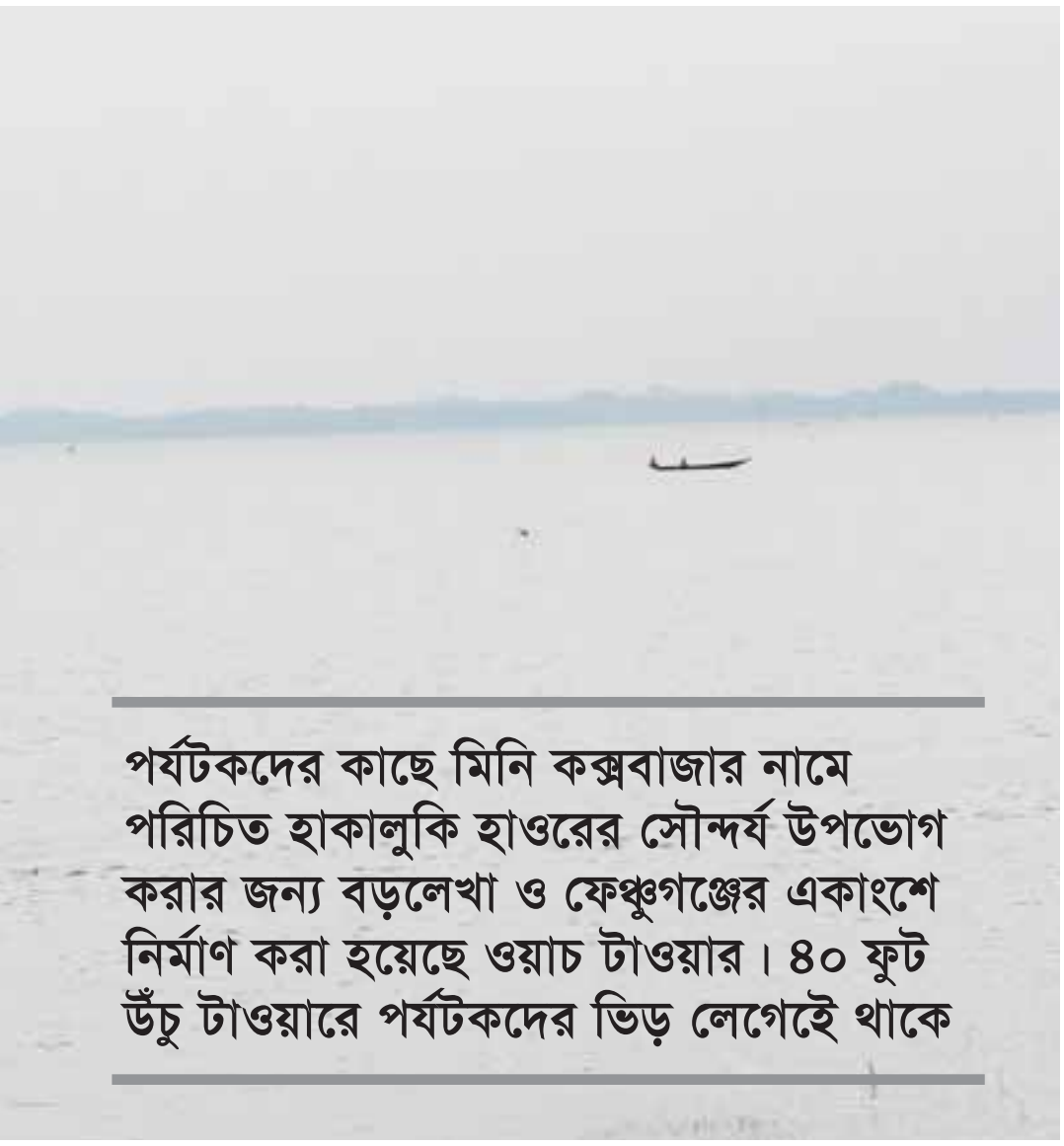

পর্যটকদের কাছে মিনি কক্সবাজার নামে পরিচিত হাকালুকি হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বড়লেখা ও ফেঞ্চুগঞ্জের একাংশে নির্মাণ করা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। ৪০ ফুট উঁচু টাওয়ারে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে

ফুলের চাষ করা হয়। সূর্যমুখী ফুলের
াপতির অবাধ ওড়োউড়ি, সূর্য আর
ফুলের মিলনমেলায় পর্যটকেরা মিশে
পারেন রঙের খেলায়! এছাড়া
হাওরে ৫২৬ প্রজাতির উদ্ভিদ

পরিকল্পনা গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয়
কতা পেলে সম্ভাবনাময় পর্যটন
হিসেবে হাকালুকি হাওর আকর্ষণীয়
কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। দেশের
শিল্প বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকার
া হাওরবাসীর জন্য বিকল্প আয় সৃষ্টি
র পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র
অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।
হাওরে চাষাবাদ করে জীবিকা
রেন এ অঞ্চলের কয়েক হাজার
হাকালুকি হাওরের মৌলভীবাজার

প্রজাতির
জাতির দেশীয়
। পাখিদের
পাখিবাড়ি'

লাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলা
সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ,
জার ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা অঞ্চলে
হাজার হেক্টর জমিতে বোরো চাষ
বলে সাপ্তাহিক দেশ'কে জানিয়েছেন
উপজেলা কৃষি অফিসার জগলুল
এর মধ্যে কুলাউড়া উপজেলার
হাওর অঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার হেক্টর
বারো আবাদ করা হয় বলে জগলুল
জানান। জুড়ী উপজেলার হাকালুকি
ঞ্চলে গত মৌসুমে ৪৯১৫ হেক্টর
বোরো আবাদ হয়েছিলো বলে
হন উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি
চমক আচার্য্য। বড়লেখা উপজেলার

হাকালুকি হাওর অঞ্চলের তিন ইউনিয়নে ২২৫০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয় বলে জানিয়েছেন বড়লেখা উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ কতুব উদ্দিন।

এদিকে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার হাকালুকি হাওর অঞ্চলে প্রায় ২৭৫০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ করা হয় বলে উপজেলা কৃষি অফিসার হাসান ইমাম জানিয়েছেন। গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় ৭০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয় বলে জানিয়েছেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খায়রুল আমিন।

হাকালুকিতে ধানের ব্যাপক উৎপাদন হলেও ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল ও অতিবৃষ্টিতে কোনো কোনো বছর হাকালুকি হাওরের ফসল পানির নিচে তলিয়ে যায়। প্রকৃতির দয়ার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হাওর পারের মানুষের তখন দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের কোন শেষ থাকে না। চলতি বছরের বন্যায় হাওরে ধান পঁচে পানিতে অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে মাছের মড়ক দেখা দেয়। হাজার হাজার কৃষক ও জেলে পরিবারে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। পরিবেশ বিপর্যের পাশিপাশি প্রাণীবৈচিত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

হাকালুকি নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা লোককাহিনী রয়েছে। কথিত আছে, বহু বছর আগে ত্রিপুরার মহারাজা ওমর মানিক্যের সেনাবাহিনীর ভয়ে বড়লেখার কুকি দলপতি হাঙ্গর সিং জঙ্গলপূর্ণ ও কর্দমাক্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকায় এমনভাবে 'লুকি দেয়' বা লুকিয়ে যায় যে, কালক্রমে ঐ এলাকার নাম হয় 'হাঙ্গর লুকি', পরবর্তীতে তা 'হাকালুকি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আরেকটি জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় দুই হাজার বছর আগে প্রচন্ড এক ভূমিকম্পে 'আকা' নামে এক রাজা ও তাঁর রাজত্ব মাটির নিচে সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। কালক্রমে এই তলিয়ে যাওয়া নিম্নভূমির নাম হয় 'আকালুকি' বা হাকালুকি। আরো প্রচলিত যে, এক সময় বড়লেখা থানার পশ্চিমাংশে 'হেংকেল' নামে একটি উপজাতি বাস করতো। পরবর্তীতে এই 'হেংকেলুকি' হাকালুকি নাম ধারণ করে। এও প্রচলিত যে, হাকালুকি হাওরের কাছাকাছি এক সময় বাস করতো কুকি, নাগা উপজাতিরা। তাঁদের নিজস্ব উপজাতীয় ভাষায় এই হাওরের নামকরণ করা হয় 'হাকালুকি', যার অর্থ 'লুকানো সম্পদ'।

যেভাবে যাবেন:

ঢাকা থেকে ট্রেনে-বাসে দুই মাধ্যমেই হাকালুকি যাওয়া যায়। বাসে যেতে হলে ফকিরাপুল-সায়েদাবাদ থেকে রূপসী বাংলা, শ্যামলী পরিবহন এবং মহাখালী থেকে এনা পরিবহনেও যাওয়া যেতে পারে। আর ট্রেনে যেতে চাইলে কমলাপুর বা বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে সিলেটগামী আন্তঃনগর ট্রেনে কুলাউড়ায় নেমে ভুকশিমইল হয়ে সরাসরি হাকালুকি যাওয়া যায়। অথবা কুলাউড়া থেকে বাস বা অটোরিক্সাতে (সিএনজি) বড়লেখা গিয়ে কানুনগো বাজার হয়েই পৌঁছে যাবেন হাকালুকি। চাইলে কুলাউড়া থেকে জুড়ি উপজেলা শহর পেরিয়ে মূল রাস্তার পশ্চিম পাশে বাসিরপুর-হাকালুকি সড়ক দিয়েও হাকালুকি যেতে পারেন। মূল সড়ক থেকে সাইন বোর্ডে এ্যারো চিহ্ন দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে 'স্বাগতম হাকালুকি'। সব মিলিয়ে সময় লাগবে ছয় থেকে আট ঘণ্টা। হাকালুকিতে দিনে দিনে ঘুরে আসতে পারেন অথবা থাকতে চাইলে বড়লেখা শহরে আমিরাত, মোশাহিদ ইত্যাদি আবাসিক হোটেলে থাকতে পারবেন, এছাড়া সরকারি রেস্ট হাউসেও উঠতে পারেন। চাইলে বড়লেখায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড-ও ঘুরে আসতে পারেন।

এছাড়া সিলেট শহর থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মাইজগাঁও হয়ে হাকালুকি যাওয়া যায়। ঢাকা-সিলেট রেলপথে সিলেট পৌঁছার ঠিক আগের স্টেশন মাইজগাঁও, অথবা সিলেট থেকে সড়ক পথে মাইজগাঁও নামার পর অটোরিক্সা করে ঘিলাছড়ার জিরো পয়েন্টে গেলেই পৌঁছে যাবেন হাকালুকি হাওরে। জিরো পয়েন্টে নৌকাঘাটে গিয়ে দরদাম করে নৌকায় বা প্রমোদতরী হিসেবে পরিচিত 'পিকনিক শিপ'-এ চড়ে ঘুরে আসতে পারেন সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি হাকালুকি হাওর।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া ও বাংলাপিডিয়া

ইসরায়েলের সঙ্গে কেন এই সৌদি দোস্তি?

দেশ ডেস্ক, ২৮ নভেম্বর : সৌদি আরব ও ইসরায়েল–এই দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত জোট এখন বিশ্বরাজনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ফিলিস্তিন ইস্যুকে সামনে রেখে এ দুই দেশের জোট গড়ার বিষয়টি এত দিন অসম্ভব বলে মনে হলেও সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এর বাস্তবতা দৃশ্যমান। কেন এই দুই বিপরীত আদর্শের দেশ হাত মেলাচ্ছে? কারণ কি শুধুই ইরান? নাকি অন্য কিছু?

বিবিসি বলছে, মধ্যপ্রাচ্যে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে ইরান। এরই মধ্যে সিরিয়া ও লেবাননে শিয়াদের প্রভাব বেড়েছে। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে লড়ছে শিয়ারা। অন্যদিকে, লেবাননে হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই দুই ঘটনায় দুশ্চিন্তায় সৌদি আরব। সেই দুশ্চিন্তাই ইসরায়েলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সৌদি আরবকে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে দাপট ফিরে পেতে হলে সৌদি আরবের এখন নতুন বন্ধু প্রয়োজন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকার পরও কেন ইসরায়েল? আল-জাজিরার বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা থেকে অনেকটাই সরে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। সে জায়গায় ভাগ বসিয়েছে রাশিয়া। এ কাজে রুশদের প্রধান সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ইরান। এখন ইসরায়েলের সঙ্গে জোট বেঁধে আবার মধ্যপ্রাচ্যের মোড়ল হতে চাইছে সৌদি আরব।

গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সৌদি পত্রিকা এলেফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলের সেনাপ্রধান জেনারেল গাদি আইজেনকোট বলেন, ইরানকে ঠেকাতে সৌদি আরবের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানে প্রস্তুত ইসরায়েল। এর কিছুদিন পরই ইসরায়েলের একজন সাবেক জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা লন্ডনে জানান, কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সৌদি প্রিন্সের সঙ্গে এরই মধ্যে দুটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সৌদি প্রিন্সরা জানিয়ে দিয়েছেন, এখন আর ইসরায়েলকে শত্রু ভাবছেন না তাঁরা!

একটি বিষয় লক্ষণীয়, জোটের বিষয়ে ইসরায়েল বক্তব্য দিচ্ছে বেশি। সৌদি আরব আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে কথা বলেনি, কিন্তু অস্বীকারও করছে না। বিশ্লেষকেরা বলছেন,

এই বিষয়গুলো কাকতালীয়ভাবে হচ্ছে না। বরং ইরানকে সতর্ক করার জন্য পরিকল্পিতভাবেই ইসরায়েলের সঙ্গে নিজেদের সম্ভাব্য জোটের কথা নানা মাধ্যমে জানাচ্ছে সৌদি আরব।

তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ গবেষক কোবি মাইকেলের মতে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিষয়টিকে এখন 'বোঝা' মনে করছে সৌদি আরব। দেশটি এখন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ইস্যু নিয়ে কাজ করতে চাইছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে কোবি মাইকেল বলেন, 'মিসর, জর্ডান ও অন্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর (কাতার বাদে) জন্য দুটি প্রধান হুমকি রয়েছে। একটি ইরান, অন্যটি হলো উগ্রপন্থী সালাফি মতবাদ। এ অঞ্চলে একটি শূন্যতা সৃষ্টি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর সেটি পূরণ করছে রাশিয়া ও ইরান। এমন পরিস্থিতিতে সৌদি আরব মনে করেছে, এটিই ইসরায়েলের সঙ্গে মিত্রতা গড়ার সঠিক সময়।'

কিন্তু শুধু কি ইরানের জন্যই এক মঞ্চে দাঁড়াচ্ছে ইসরায়েল ও সৌদি আরব? কিছু বিশ্লেষক আঙুল তুলছেন, সৌদি আরবে সাম্প্রতিক সময়ে চালানো সংস্কার কার্যক্রমের দিকে। সৌদি আরবের বর্তমান যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান মনে করছেন, ভবিষ্যতে উন্নতি করতে হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যেই পরিবর্তন আনতে হবে। আর সেই পালাবদল নিজের দেশ থেকে শুরু করেছেন তিনি।

কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মাহজুব জুয়েইরি আল-জাজিরাকে বলেন, 'সৌদি আরবের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সেখানে ক্ষমতা সংহত করার আকাঙ্ক্ষাই ইসরায়েলের সঙ্গে দেশটির দ্বিপক্ষীয় জোটের বিষয়টি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ইরান স্রেফ ছুতো। তবে এর ফলে ইরানের বরং সুবিধাই হবে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান নিজেদের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করার সুযোগ পাবে।'

বিবিসির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক দুর্বল অবস্থানই সৌদি আরবকে ইসরায়েলের পাশে ঠেলে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ডোনা! ট্রাম্প দুটি দেশই সফর করেছেন। সৌদি আরব ও ইসরায়েলের পক্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র–সেটিও ট্রাম্পের নানা কথায় স্পষ্ট হয়েছে। একই সঙ্গে ইরানের সঙ্গে হওয়া পরমাণু চুক্তি নিয়ে নিজের সন্দেহের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু মুখে সহমর্মিতা দেখানো ও বাস্তবের কৌশল–দুটি ভিন্ন বিষয়। এখন জোটবদ্ধ হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করাই ইসরায়েল ও সৌদি আরবের মূল লক্ষ্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতাপের অনুপস্থিতিতে তা আরও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক খলিল শাহিন থাকেন গাজার পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরে। আল-জাজিরাতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি বলেন, 'মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি আগে যে কাজ করত, এখন তার জায়গা নিচ্ছে ইসরায়েল। মূলত বিভিন্ন আরব দেশের কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ছায়ায় যেতে চাইছেন।'

খলিল শাহিন বলেন, ইরান পরমাণু শক্তিধর দেশ। অন্যদিকে, ইসরায়েলের আছে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, পারমাণবিক অস্ত্র ও উন্নত প্রযুক্তি। রাজনৈতিকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে তাই স্বাভাবিকভাবেই ইসরায়েলের প্রতি মিত্রতায় আগ্রহী হচ্ছে আরব দেশগুলো।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসরায়েল ও সৌদি আরবের এই জোট কত দিন টিকবে?

জবাব খোঁজার আগে আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান তাঁর চালানো সংস্কার কাজে সাফল্য পাবেন কি না, তা এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক রাজনীতিতে এর কী প্রভাব পড়ে, এটিও বিবেচনার বিষয়। মূলত ফিলিস্তিনি শান্তিপ্রক্রিয়া সফল হলেই সৌদি-ইসরায়েল জোটের দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সৌদি আরব অনেক দিন থেকেই বলে আসছিল যে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ফিলিস্তিনি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের সাধারণ আবেগও জড়িয়ে আছে। সুতরাং, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে কার্যকর শান্তিপ্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত না হলে সৌদি-ইসরায়েল জোটের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল থাকবে না।

জেল খাটল আট গাধা

দেশ ডেস্ক, ২৮ নভেম্বর : গাধা যে গতরখাটা বোকা প্রাণী–এ আর নতুন কী? এ নিয়ে কত কাহিনিই না রয়েছে। তাই বলে সত্যি সত্যি যে ওদের জেলের ঘানি টানতে হবে, তা কে জানত? তা কিন্তু ওই বোকার মতো কাণ্ড করে ফেলার জন্যই।

খিদের জ্বালায় আট গাধা মিলে সাবাড় করে দিল কারাগারের সামনে লাগানো বাহারি গাছ। আর যায় কোথা? কারাগার কর্তৃপক্ষ রেগে টং। নির্দেশ জারি হলো–আটকা, ওদের আটকা। অমনি পুলিশ গিয়ে পাকড়াল আট গাধাকেই। পুরে দিল কারাফাটকে। যা বেটারা, টান জেলে ঘানি।

ভারতের উত্তর প্রদেশের জলৌন জেলার উরাই কারাগারে এ ঘটনা ঘটে। গত শুক্রবার ওই কারাগারের সামনে লাগানো বাহারি গাছ খিদের টানে খেয়ে ফেলে স্থানীয় কমলেশ নামের এক ব্যক্তির আটটি গাধা। এতে খেপে দিয়ে কারাগার কর্তৃপক্ষ গাধাগুলো আটক করে। খবর শুনে গাধার মালিক এসে সেগুলোকে ছাড়াতে চান। এতে কাজ হয়নি। এরপরে কমলেশ যান স্থানীয় এক নেতার কাছে। তিনিই শেষ পর্যন্ত গত সোমবার গাধাগুলো ছাড়িয়ে আনেন।

উরাই কারাগারের কনস্টেবল আর কে মিশ্র বলেন, কারাগারের সামনে মূল্যবান বাহারি গাছ লাগানো হয়েছিল। এ কারণেই গাধাগুলোকে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সিরিয়ায় রাশিয়ার বিমান হামলায় ২১ শিশুসহ ৮০ জন নিহত

দেশ ডেস্ক, ২৮ নভেম্বর : সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে ইসলামিক স্টেট গ্রুপের দখলে থাকা একটি গ্রামের আবাসিক এলাকায় রোববার ভোরে রাশিয়ার বিমান হামলায় ২১ শিশুসহ কমপক্ষে ৮০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থা এ কথা জানায়।

ব্রিটেনভিত্তিক মানবাধিকারবিষয়ক পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বা এসওএইচআর জানায়, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেইর ইজোর প্রদেশের আল-শাফাহ গ্রামে এ বিমান হামলা চালানো হয়।

মানবাধিকারবিষয়ক সিরীয় পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রধান রামি আব্দুর রাহমান জানান, 'দিনব্যাপী উদ্ধার অভিযানে ধ্বংসস্তূপ সরানোর পর এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।' তিনি আরো জানান, একটি 'আবাসিক এলাকায়' এ বিমান হামলা চালানো হয়। এতে কমপক্ষে আরো ১৮ জন আহত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে গ্রামটির আবাসিক ভবনগুলোতে চালানো ওই হামলায় ৩৪ জন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছিল এসওএইচআর। পরে নিহতের সংখ্যা আরো বেশি ধারণা করছেন বলে জানান এসওএইচআর এর প্রধান রামি আব্দুর রহমান। তিনি বলেন, 'ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ চালানোর সময় নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে।' এর আগে রাশিয়া জানিয়েছিল, ছয়টি দূরপাল্লার বোমারু বিমান ওই এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে। আইএস সদস্যদের এবং তাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলাগুলো চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা। এসওএইচআর জানায়, একই দিন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কাছে বিদ্রোহীদের সর্বশেষ প্রধান শক্তিকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য সরকারি ও মিত্র বাহিনীগুলোর চালানো ব্যাপক অভিযানে অন্তত ২৩ জন নিহত ও বহু আহত হয়েছেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক জানিয়েছেন, রোববার সকাল থেকেই ওই এলাকার আকাশে ড্রোনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং যুদ্ধবিমানগুলো মেসরাবা ও হারাস্তা শহরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। পূর্ব গৌতায় ব্যাপক গোলাবর্ষণ করা হয়। রাশিয়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের একটি ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশ। ফলে মস্কো ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাশার সরকারের সমর্থনে সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। পর্যায়ক্রমে ভূখণ্ড পুনর্নিয়ন্ত্রণ নিতে এটি দামেস্ককে সহায়তা করে।

সিরিয়ার দেইর ইজোর আইএসের দখলে থাকা সর্বশেষ ভূ-খণ্ডগুলোর অন্যতম। এখানকার ফোরাত নদীর তীরবর্তী এলাকায় এখনো আইএসের তৎপরতা রয়েছে এবং সিরিয়ার সরকারি সেনারা এসব এলাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করছে। দুই সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া সিরীয় সরকারি বাহিনীর অভিযানে এখন পর্যন্ত ১২০ জন নিহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। ওই এলাকা চার লাখ মানুষ বিপদে রয়েছে। গত সপ্তাহে জাতিসঙ্ঘ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছিল, ওখানে ভয়াবহ খাদ্যস্বল্পতা দেখা গেছে। এলাকাবাসী আবর্জনা খেয়ে হলেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। অনাহারেও মারা গেছেন কয়েকজন। এ লড়াইয়ে সরকারি সেনাদের সহায়তা করার জন্য রুশ বিমান থেকে হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেছে রাশিয়া। এর আগেও চলতি মাসে কয়েকবার বোমা হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার এসব দূরপাল্লার বিমান।

পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানায়, বর্তমানে দেইর ই জোরের মাত্র ৯ শতাংশ আইএসের দখলে রয়েছে। ২০১২ সাল থেকে পূর্ব গৌতা অবরোধ করে রেখেছে বাশার আল আসাদের বাহিনী, এতে এলাকাটির লোকজন মানবিক সঙ্কটে ভুগছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ নিয়ে শান্তি আলোচনা জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় আগামী সপ্তাহে জেনেভায় ফের শুরু হওয়ার কথা রয়েছে, কিন্তু এর আগে শান্তি আলোচনার অনেক পর্বেই কোনো ফল হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের মার্চ মাসে সিরিয়া সঙ্ঘাত শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত তিন লাখ ৪০ হাজারের বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছে। তা ছাড়া দশ লাখেরও বেশি মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে।

সুদানকে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করতে চায় আমেরিকা : বশির

দেশ ডেস্ক, ২৭ নভেম্বর : পূর্ব আফ্রিকার দেশ সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির বলেছেন, মার্কিন সরকার তার দেশকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করতে চায়। রাশিয়া সফরে গিয়ে সুদানের নেতা শনিবার দেয়া এক সাাৎকারে এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে চায় বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। এটি ঠেকাতে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বশির বলেন, তার দেশ ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে মারাত্মক চাপের মুখে রয়েছে। ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে সুদানের প্রেসিডেন্ট বলেন, আরব বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। সুদানের প্রেসিডেন্ট বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে তার দেশকে দুর্বল করে ফেলতে চায়। তিনি পশ্চিমাদের এ ষড়যন্ত্র রুখতে রাশিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন।

রাশিয়ার সাথে সুদানের গত ৬০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও এই প্রথম কোনো সুদানি প্রেসিডেন্ট মস্কো সফরে গেলেন। ওমর আল-বশির বৃহস্পতিবার মস্কোয় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাাতে বলেন, তিনি আরব দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছেন। ওয়াশিংটন ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ করেন প্রেসিডেন্ট বশির।

বর্বরতা ঢাকতে গুম করা হচ্ছে রোহিঙ্গা সাংবাদিকদের

দেশ ডেস্ক, ২৮ নভেম্বর : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর বর্বর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা রিপোর্টারদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্বরতার খবর বাইরে পাচার হওয়া ঠেকাতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এসব রিপোর্টারকে গুম ও হত্যা করেছে বলে মানবাধিকার কর্মীরা মনে করছেন।

তরুণ রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীরা ২০১২ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনীর নিপীড়নের চিত্র গোপনে ধারণ করতেন এবং স্মার্টফোনের মাধ্যমে এসব অডিও-ভিডিও ও স্থির চিত্র দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, রোহিঙ্গা তরুণদের এই নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার জন্য বর্মি সেনারা এই রিপোর্টারদের অনেককে অপহরণ ও হত্যা করেছে। ফলে অবরুদ্ধ রাখাইন রাজ্যে বর্তমানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নিউজ পোর্টাল 'দ্য স্টেটলেস'-এর সম্পাদনায় নিয়োজিত রোহিঙ্গা মোহাম্মদ রফিক জানান, গত বছর ক্র্যাকডাউন শুরুর পর রাখাইনের ৯৫ শতাংশেরও বেশি মোবাইল রিপোর্টারকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকলেও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না।

রফিক বলেন, 'বার্মার নিরাপত্তাবাহিনী ও রাখাইনের বৌদ্ধরা এখনো রোহিঙ্গা গ্রামে ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করছে; কিন্তু সেখানে রোহিঙ্গাদের মোবাইল রিপোর্টার নেটওয়ার্ক এখন আর কাজ করছে না। আমাদের বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়া রিপোর্ট তৈরি করতে সহিংসতার বিস্তারিত তথ্য এখন আর আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না।'

তিনি বলেন, 'ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার প্রতিনিধিরা এবং মানবাধিকার কর্মীরাও রোহিঙ্গাদের মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে অত্যাচার ও সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। আমাদের কমিউনিটি মিডিয়া আউটলেটসহ এসব প্রতিনিধি বর্তমানে রাখাইন থেকে কোনো তথ্য পাচ্ছে না।'

২০১২ সালে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর বৌদ্ধদের সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে কর্তৃপক্ষ সেখানে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে। এরপর থেকেই রোহিঙ্গা গ্রামে সেনাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ ওঠে।

তিনি বলেন, মিয়ানমারের গণমাধ্যমে এসব সহিংসতা নিয়ে কোনো ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা হয় না। এ কারণে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতারা গুপ্তচরবৃত্তির সাংবাদিকদের নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন। তারা সহিংসতার সংবাদ দেশের বাইরে পাঠাতে শুরু করেন। তাদের বেশির ভাগই রোহিঙ্গাদের মিডিয়া কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হতো।

গত বছরও রাখাইনে ২ হাজার মোবাইল রিপোর্টার ছিলেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশভিত্তিক রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মুখপাত্র কো কো লিন। তিনি বলেন, 'গত বছর রাখাইনের সামরিক অভিযানের সময় মোবাইল সাংবাদিকেরা গ্রামগুলো থেকে বর্বরতার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করত। তাদের রিপোর্ট থেকে বিশ্ব জানতে পারত যে, নিরাপত্তা অভিযানের নামে নিরাপত্তাবাহিনী এবং তাদের রাখাইন বৌদ্ধরা রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে অতিরিক্ত বল প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে নির্যাতন করে।'

গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে বাংলাদেশে চলে আসা নূর হোসেন (২৫) নামে একজন সাবেক মোবাইল রিপোর্টার জানান, তারা তথ্য সংগ্রহের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা আমাদের গ্রামগুলোর দিকে আসতে দেখলে আমরা নিজেদেরকে সেই মুহূর্তের জন্য লুকিয়ে রাখতাম। তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমরা আমাদের মোবাইল ফোনে তাদের বর্বরতা, হিংস্রতা এবং অন্যান্য ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাইরে পাঠিয়ে দিতাম।'

তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গাদের কাছে স্মার্টফোন পাওয়া গেলে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা তাদের হত্যা করার জন্য টার্গেট করত।'

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর প্রধান আদিলুর রহমান খান বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, সেনাবাহিনী এই নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড এবং অগ্নিসংযোগসহ নির্যাতনের ভয়াবহ স্তরের বেশির ভাগ রিপোর্টই অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'অনেক তরুণ রোহিঙ্গা অধিকার কর্মী মিয়ানমারের নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে গুমের শিকার হয়েছেন। তাদের অনেককে সামরিক বাহিনীও হত্যা করেছে।'

খরুচে স্বভাব স্ত্রীর, বিচ্ছেদ চাইলেন কলকাতার মেয়র

দেশ ডেস্ক, ২৮ নভেম্বর : স্ত্রী অত্যন্ত খরুচে স্বভাবের, আর ব্যয় বহন করতে পারছেন না, তাই মুক্তি চান মেয়র। নিম্ন আদালতের কাছে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী প্রতীমপ্রিয় দাশগুপ্ত এমনটাই জানিয়েছেন। গত সোমবার কলকাতার মেয়র এবং রাজ্যের দমকল ও আবাসনমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আলীপুরের জেলা ও দায়রা জজ সুরঞ্জন কণ্ডুর আদালতে শুনানির জন্য ওঠে।

ওই দিন মেয়রের আইনজীবী প্রতীমপ্রিয় দাশগুপ্ত আদালতকে জানান, ২০০৬ সাল থেকে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত খরুচে স্বভাবের। তাঁর চাহিদা সামাল দিতে হিমশিম খেতেন তিনি। মেয়র সব সময় তাঁর প্রয়োজন মেটালেও প্রায়ই অন্যের চেকের টাকা তুলে নিতেন রত্না। দেশের বাইরে গেলেও স্ত্রীর খরচের জন্য টাকা রেখে যেতেন শোভন। এসব কারণে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। তাই বিবাহবিচ্ছেদ চাইছেন তিনি।

আদালত এ মামলার শুনানির পরবর্তী তারিখ ধার্য করেছেন আগামী ১৩ ডিসেম্বর। একই সঙ্গে মামলাটির বিচারের জন্য পাঠানো হয় আলীপুরের ষষ্ঠদশ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালতে।

আদালতে মেয়রের আইনজীবী জানান, শোভন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ১৩ বছরের মেয়ের দায়িত্ব নিতে চান। নিজের কাছে রাখতে চান। সেই মর্মে আবেদনও করেছেন। তবে ২১ বছরের ছেলে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। কারণ ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক। মেয়রের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল আগামী ১৩ ডিসেম্বর আদালতে লিখিত বক্তব্য পেশ করবেন।

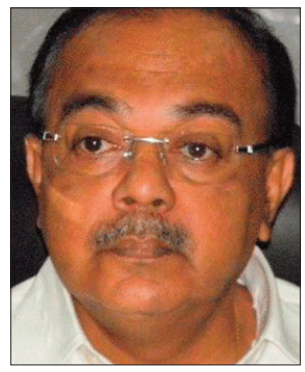

১৩ নভেম্বর শোভন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এনে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে মামলা করেন। কলকাতার আলীপুরের দায়রা আদালতে মামলাটি করেন তিনি। আগামী ১৯ ডিসেম্বর এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। যদিও এই মামলার আগে শোভন চট্টোপাধ্যায় থানায়ও আরেকটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় কলকাতার চাঞ্চল্যকর নারদ কেলেঙ্কারি মামলায় জড়িয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে পাঁচ লাখ রুপি ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ। গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লির নারদনিউজডটকম নামের একটি নিউজ পোর্টাল ফাঁস করে ১৩ জন তৃণমূল নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, এক পুলিশ কর্মকর্তা এবং কলকাতা মেয়রের গোপনে অর্থ নেওয়ার ছবি। ফাঁস হওয়ার পর মেয়রের স্ত্রী কলকাতার নিউমার্কেট থানায় গত জুনে নারদনিউজ পোর্টালের কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা করেন।

BEACON INSTITUTE presents:
UNDERSTAND QURAN AND SALAH - THE EASY WAY!
Understand what you are saying in your Salah
and transform it from Ritual to Spiritual Salah
Instructor: Ustadh Arjan Ali
Sunday 3rd December 2017 | 10 am - 6 pm
Venue: Beacon Learning Centre, London E1 5NP

Prayer is Amazing
It even more amazing when you understand
what you are saying to Allah
Don't miss the opportunity to learn Arabic, the Easy Way
REGISTER NOW!
£20*
https://beacon.ac/Understand-Quran-Salah
Join us for 1-day, Part-1 (4 lessons). You will learn:
Surah Fathiha
Easy Grammar Lessons
19% of the words of The Qur'an
After 1-day session, you will have the option of registering to complete the course (remaining 15 lessons to be delivered over 3 days – 30th 31st December & 1st January)
UNDERSTAND THE QURAN ACADEMY
0203 743 9350 | 07422 519349
admin@beaconinstitute.co.uk
* After Thu 30th Nov, fee will be £35
www.Beacon.Institute
BEACON INSTITUTE

রম্যগল্প

প্রত্যাবর্তন

আসাদ আল ইমরান

হঠাৎ একদিন মনে হলো, বাড়ির সবাই আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পরে কাঠ থেকে কয়লা হয়ে যেতে পারে। কয়লা থেকে জীবাশ্ম। জীবাশ্মের পর্যায়ে যেতে দেওয়া যায় না। কয়লার আগেই তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা দরকার। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম,

এবার তবে ফেরা যাক। রাগ করে আর কতদিন নেটওয়ার্কের বাইরে থাকা যায়!

যেই ভাবা সেই কাজ। ব্যাগপত্র গুছিয়ে রওনা দিলাম। দুই মাসের স্বেচ্ছা নির্বাসন শেষে বাড়ি ফিরছি। এই যে আমি অভিমান ভেঙে বাড়ি ফিরছি, এ বিষয়টা তো সবার জানা দরকার। এতদিন ধরে ফেসবুকেও ছিলাম না। ফেসবুকেও প্রত্যাবর্তনটা ঘটানো দরকার। ফেসবুকে ঢুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে ফেললাম, বন্ধুরা, আবার ফিরে এলাম। এতদিন নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে অনেক মিস করেছ! তোমাদের ভালোবাসার টানেই আবার ফিরে আসতে হলো। শ পাঁচেক লাইক আর এক-দেড়শ' কমেন্ট তো পড়বেই। আধা ঘণ্টা পরে ফেসবুকে ঢুকে দেখি মাত্র সাতটা লাইক। তাও নিছকই লাইক, রিঅ্যাক্টও না; কমেন্ট তো দূরে থাক। সময় যায়, গাড়ি আগায়, বাড়ি কাছে আসতে থাকে। বাড়ির কাছাকাছি এসে শেষবারের মতো ছয় ঘণ্টা পরে ঢুকে দেখি পঞ্চান্নটা লাইক আর তিনটা মাত্র কমেন্ট। ছয় ঘণ্টায় ষাটটা লাইকও পড়ল না! আর কমেন্টেরই বা কী আকাল! কমেন্ট তিনটা- ১. হরপব, ২. দারুণ পোস্ট, ৩. লাইক ব্যাক মামা। কমেন্টের এই শ্রী দেখে তো ইচ্ছে করছিল ব্লু হোয়েল খেলে মরে যাই। মারা যাওয়ার পল্ল্যান করার আগেই গাড়ি এসে থামল বাড়ির দরজায়। ফেসবুকে আমার প্রত্যাবর্তন জনসাধারণ যেভাবে প্রত্যাখ্যান করল এভাবে তো লিটন দাস বা স্যার শুভাগত হোমের প্রত্যাবর্তনও প্রত্যাখ্যান করে না। চরম পর্যায়ের এই অপমান গায়ে মেখেই বাড়িতে ঢুকলাম। সান্ত্বনা খুঁজলাম এই ভেবে, ওরা তো সব ভার্চুয়ালের লোক। ওরা আমার মূল্য বুঝবে কী! আমার মূল্য তো দেবে বাড়ির সবাই। আমার ফিরে আসায় বাড়িতে একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে। মা দেখেই কেঁদে ফেলবে। বাবা কাঁদতে না পারলেও নীরবে কিছুক্ষণ বুকে চেপে ধরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে কাঁধে। ভাইয়া অভিমানে কথা বলতে পারবে না। ছোট বোনটা তো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে মায়ের মতোই। ভাবতেই পারি না আমার এত কদর, এত মূল্য! সবাই আমাকে এত ভালোবাসে!

দরজায় কড়া নাড়তেই লিপি এসে দরজা খুলে দিল। লিপি আমার ছোট বোন, যার আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলার কথা ছিল। কিন্তু কাঁদল না। বরং এমন একটা বিরক্তি নিয়ে তাকাল যেন গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে। তারপর কোনো কথা না বলেই সোফায় গিয়ে মোবাইলটা নিয়ে বসে পড়ল। হতবাক এবং একই সঙ্গে কিছুটা হতাশ হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভেতরের ঘরে ঢুকলাম। মাঝের ঘরে বসে বাবা টিভি দেখছিলেন। আমাকে দেখে একবার আপাদমস্তক চোখ বুলালেন। তারপর একটা পরিহাসের নিঃশ্বাস ছেড়ে টিভিতে মনোযোগ দিলেন। অথচ তার কথা ছিল আমাকে বুকে টেনে নেওয়া, আমার কাঁধে ভরসার নিঃশ্বাস ছাড়া। আমিও কিছু না বলে একরাশ হতাশা নিয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ভাইয়ার রুম থেকে ভাইয়া ডাক দিল। কোমল সুরে আবেগে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে না, রীতিমতো হুঙ্কার ছেড়ে বলল, বাড়ি থেকে যেথায় যাবি যা, তাই বলে আমার টাকা নিয়ে গেলি কোন সাহসে? আমি কি টাকা জমাই আপনার পলায়নের জন্য? ভাইয়ার এমন কর্কশ ও রূঢ় ব্যবহারের সঙ্গে আমি মোটামুটি পরিচিত। কোমল ভাষাটা মূলত তার আসে না। আমার বিশ্বাস, গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গেও ও এমন কর্কশ ভাষায় কথা বলে। গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে যেভাবে কথা বলার বলুক। আমার কথা হলো, আমার প্রত্যাবর্তনের আনন্দে তার তো কথা বলারই কথা ছিল না। সেখানে সে কথা তো বললই, বরং স্বভাবসুলভ রূঢ় ভাষায়ই বলল। তাও কী নিয়ে বলল? মাত্র দুই হাজার টাকা নিয়েছি বলে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই খোঁটা দিয়ে বসল। এ অপমান গায়ে মাখার মতো না। তবুও গায়ে মেখে রান্নাঘরের দিকে আগালাম। আমি যে এসেছি ভাইয়ার চেঁচানিতেই মা বুঝে গেছে। তার কাছে যেতেই একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, বাইরে থাকার শখ মিটছে তাইলে! অকর্মণ্যের ঢেঁকি তবে ঘরে ফিরে আসলেন! তা কামাই-রোজগার কিছু করছিলেন? নাকি শহরে গিয়াও বাদাইম্যাগিরি করেছেন?

আমি এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছি মায়ের দিকে। এই আমার মা! আমাকে দেখেই যে ভদ্রমহিলার কেঁদে ফেলার কথা ছিল তিনিই ইনি! কোথাও ভুল হচ্ছে না তো! বাবা কি এর মধ্যে আরেকটা বিয়ে করে ফেলেছে! ইনি তাইলে সৎমা! লিপির সঙ্গে আলাপের পর ক্লিয়ার হলাম, না, ইনিই আমার মা। ওর সঙ্গে আলাপ না করলেও আমি এমনিতেও ক্লিয়ার যে, এই ভদ্রমহিলাই আমার জননী। লিপি আমার বোন, টিভি দেখা ভদ্রলোক আমার বাবা আর সামান্য দুই হাজার টাকা মেরে দিয়েছি বলে যে কর্কশ লোকটা চেঁচামেচি করল সে আমার ভাই। এটাই আমার পরিবার। কিন্তু বুঝতে পারছি না গরমিলটা কোথায় হচ্ছে। যেখানে আমার ফিরে আসার আনন্দে সবার ধেই ধেই করে নাচার কথা ছিল, সেখানে কারও কোনো অনুভূতিই নেই! উঃ! সেই পুরনো বিহেভ। সবার ব্যবহারটা এমন যেন, এ আর কী! বাড়িতে ভালো লাগে না বলে কই যেন গেছিল, এখন আবার ফিইরা আইছে। এই তো!

এমন লজ্জাজনক প্রত্যাবর্তনের পর দু'দিন আর ঘর থেকে বের হইনি। বুঝে গিয়েছিলাম যে, বের হয়ে বন্ধুদের মাঝে গিয়েও খুব একটা মূল্য পাব না। এখানে মানুষ প্রত্যাবর্তনের মূল্য দিতে জানে না। তাই তো যারা যায় তারা আর ফিরে আসে না।

চলুন মিতব্যয়িতা শিখি

৩১ অক্টোবর বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস। মিতব্যয়ী হওয়াটা খুবই জরুরি। সুতরাং মিতব্যয়িতা শেখাটাও জরুরি। চলুন তাহলে মিতব্যয়িতা শেখা যাক। শেখানোর চেষ্টা করছেন ইকবাল খন্দকার

ষ এক জোড়া জুতার দাম কি কম? কম তো নয়। লাখ লাখ টাকা না হলেও হাজার হাজার টাকা তো অবশ্যই। তাহলে এক জোড়া জুতা কেন কয়েক বছর টেকসই হবে না? অবশ্যই হওয়া উচিত। আর তবেই টেকসই হবে, যদি আপনি সেই চিরন্তন বদ খাসলতটা ত্যাগ করেন। কোনটা বুঝতে পারছেন তো? জি, জুতা হেঁচড়িয়ে হাঁটার বদ খাসলত। আপনি যদি এ খাসলতটা দূর করতে পারেন, তাহলে ঘন ঘন জুতা পাল্টাতে হবে না আর আপনি অটোমেটিক মিতব্যয়ী হয়ে যাবেন বলে আমাদের ঘোরতর বিশ্বাস।

ষ কাজ করতে বললে আপনার হাত-পা-মাথা কোনোটাই চলে না। কিন্তু টিভির সামনে বসলে মাথা কিংবা পা না চলুক, হাত চলতে থাকে সিরাম গতিতে। বিশেষ করে হাতের আঙুল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিসের কথা বলছি? ইয়েস, রিমোট কন্ট্রোলার টিপাটিপির কথা বলছি। এই যে রিমোট কন্ট্রোলার টিপাটিপি তথা একের পর এক চ্যানেল পা!ানোর বদ খাসলতটা, এটা যদি ত্যাগ করতে পারেন, তাতেও আপনি মিতব্যয়ী হতে পারবেন। কারণ এর ওপর যত চাপ পড়ে, তত ব্যাটারি খরচা হয়।

ষ আপনার বাসার ফ্রিজে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, গুঁড়া মাছ থাকে। কেন থাকে? কারণ ডাক্তার বলেছেন, আপনার চোখে সমস্যা আছে। জ্যোতি সংকট। তো চোখের এই জ্যোতি সংকট দূর করার জন্য আপনি যে বাসায় সব সময় গুঁড়া মাছ রাখেন তা নয়; শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদিও রাখেন। তার মানে মূল খরচের বাইরে ভালো একটা খরচই হয়। আজ থেকে কম্পিউটার কিংবা মোবাইলের স্ক্রিনে ফেসবুক দেখার কুঅভ্যাস ছাড়েন, দেখবেন চোখের সমস্যা কেটে গেছে এবং আপনার বাড়তি খরচও কমে গেছে। ষ সব খরচের চেয়ে বড় খরচ হচ্ছে শরীরের এনার্জি খরচ। এনার্জি আপনি যত খরচ করবেন, ততই মনোযোগ দিতে হবে সেই ঘাটতি পূরণের প্রতি। ভিটামিন ওষুধ খাওয়া, মাছ-মাংস খাওয়াসহ আরও কত কী! মানে খরচ আর খরচ। তো শরীরের এনার্জি খরচ রোধ করার জন্য আপনার একটা বদ খাসলত অবশ্যই দূর করতে হবে। সেটা হচ্ছে মোবাইলে জোরে কথা বলার খাসলত। আপনি এত জোরে কথা বলেন যে, পাশের লোকজন পারলে দৌড়ে পালায়। সুতরাং আস্তে কথা বলুন, এনার্জি সেভ করুন।

ষ শরীরে যদি শক্তি একটু কমও থাকে, আপনাকে কিন্তু খুব একটা বিপদে পড়তে হবে না। বাট, মাথায় যদি বুদ্ধি কম থাকে তাহলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। তাই বুদ্ধি খরচে অবশ্যই মিতব্যয়ী হতে হবে। কীভাবে? অন্যের বিরুদ্ধে গিরিঙ্গি করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ গিরিঙ্গি করলে যে বুদ্ধিটা খরচ হয়, সেটা একেবারেই ফাও খরচ। আপনি যদি সেই ফাও খরচটা বন্ধ করতে পারেন, তাহলে দেখবেন দুনিয়ায় কী পরিমাণ শান্তি বিরাজ করছে। আসলে গিরিঙ্গিবাজিটা অতীব খারাপ জিনিস কি-না!

ঝেড়ে হাসুন

■

ভিক্ষুক ও বাড়িওয়ালির মধ্যে কথোপকথন-

ভিক্ষুক : আম্মাগো ... আমারে কিছু ভিক্ষা দেন।

বাড়িওয়ালি : আজকে মাফ করুন।

ভিক্ষুক : আম্মাগো ... আমি ফিতা আনি নাই।

■

এক বখাটে ছেলে রাস্তায় একটি মেয়েকে দেখেই বলল- আরে, চন্দ্র তো জানি রাতের বেলায় আলো ছড়ায়, আজ দেখছি দিনের বেলাতেই ছড়াচ্ছে। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল- পেঁচা তো রাতের বেলাই ডাকে, আজ দেখছি দিনের বেলাতেই ডাকছে।

■

এক ভদ্রলোক বারান্দায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ছেলেকে একটা কাগজ হাতে বাইরে যেতে দেখে বাবা বললেন, 'তোর হাতে ওটা কী?'

ছেলে : এটা মার্কশিট।

বাবা : একি! ইংরেজিতে মাত্র ৩০, বাংলায় মাত্র ৩৫, অঙ্কে ২৫। কিসের পড়াশোনা করিস? জানিস, আমি এসব বিষয়ে গড়ে ৮০ নম্বর পেতাম?

ছেলেটি কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক একটানা কিছুক্ষণ বকে গেলেন।

অবশেষে ছেলেটি বলল, 'কিন্তু বাবা ওটা তো আমার মার্কশিট নয়, পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পেয়েছি। ওটা তোমার স্কুলজীবনের মার্কশিট।'

■

১ম ব্যক্তি :কী আশ্চর্য! এই দশ বছরে রাজধানীতে খুন-খারাবি দেখছি বহুগুণে বেড়ে গেছে। এই দেশটার কোনো গতি হলো না।

২য় ব্যক্তি :এই দশ বছর আপনি কোথায় ছিলেন, বিদেশে?

১ম ব্যক্তি :না মানে ... ইয়ে... জেলখানায়।

■

দুই মাতালকে ধরেছে পুলিশ।

পুলিশ :তোমার ঠিকানা বল।

১ম মাতাল : আমার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই।

পুলিশ : আর তোমার?

২য় মাতাল : আমি ওর ফ্ল্যাটের ঠিক উপরের ফ্ল্যাটে থাকি।

■

লাল্লু : ডাক্তার সাব, আমি আপনাকে আমার মগজ দান করতে চাই।

ডাক্তার : কোনো সমস্যা নেই। থাকলে অবশ্যই নিব!

■

১ম বন্ধু :কিরে ব!ু, তোর শাশুড়ি আজ এক সপ্তাহ ধরে দাঁতের ব্যথায় চিৎকার করছে আর তুই কিছুই করলি না?

২য় বন্ধু : কে বলল কিছু করিনি? উনি যেদিন থেকে চিৎকার শুরু করেছে, আমি তো সেদিন থেকেই কানে তুলা দিয়েছি!

বিমান যদি কথা বলতে পারত

উড্ডয়নের পর বাংলাদেশ বিমানের একটি চাকা খুলে ছিটকে পড়ার খবর শোনা গেছে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে। এই পরিস্থিতিতে বিমানকে যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে বিমান কী বলত? জানাচ্ছেন এমদাদ হোসেন শরীফ

ষ আমি বিমান। পাখির মতো আকাশে ওড়ার স্বাধীনতা থাকার কথা ছিল আমার। যদিও উড়তে পারার প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলাম। কিন্তু পরাধীন। পাইলটের ইচ্ছেমাফিক আমাকে উড়তে হয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে গিয়েই টুপ করে আমার একটি চাকা আকাশ থেকে মাটিতে খসে পড়ে। এটা নিয়ে পাবলিকের এত আলোচনা-সমালোচনা করার কী আছে, বুঝি না!

ষ বিমান হয়ে যেখানে গর্ব করার কথা সেখানে মাঝেমধ্যে আমাদের খুব অসহায় ও ছোট মনে হয়। বিশাল আকৃতির এক আকাশযান হয়েও আমাদের চাকাগুলো খুবই ছোট। অথচ ক্ষুদ্রাকৃতির স্থলযান বাস, ট্রাক, টেম্পোর চাকাগুলোও আমাদের চাকার চেয়ে বড়। এটা বিমানের জন্য অপমানজনক। বিমানের চাকা যাতে বাস, ট্রাক, টেম্পোর চেয়ে কয়েক গুণ বড় করা হয় তার দাবিতে ইচ্ছে করেই একটা চাকা খুলে নিচে ফেলে দিয়েছি।

ষ বিমান কোনো সাধারণ যান নয়, অতি ব্যয়বহুল ও আলোচিত যান। বিমান মানেই খবরের শিরোনাম। বাংলাদেশি বিমান হলে তো কথাই নেই! তাই চাকা খুলে একটু বিশ্বজুড়ে শিরোনাম হতে চেয়েছিলাম। এতে বিমানের নয়, দেশেরই কল্যাণ! বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের নাম উঠে আসবে।

ষ বিমান হয়ে একটা রিস্কি গেম খেলতে চেয়েছিলাম। তবে ব্লু হোয়েল না। পাইলটরা যে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায় আসলে কতটা দক্ষ ও সচেতন তারা। পাইলট বাবু কতটা বিমান চালাতে দক্ষ তা পরখ করতে মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এলে। অমনি নিজের শরীর থেকে একটা চাকা খুলে ছুড়ে ফেলে দিলাম। মাশাল্লাহ, পাইলট বাবু হেব্বি স্মার্ট। চাকা ছাড়াই সফলভাবে বিমান ল্যান্ড করতে পারলেন।

ষ আসলে এসব কিছুই না। বাংলাদেশ বিমানে যে কত অব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি নিয়ে আকাশপথে যাত্রীরা চলাচল করে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য আমার একটা চাকা খুলে পড়া জরুরি হয়ে পড়ছিল। তবুও যাতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে।

ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ স্ট্রংরুম উদ্বোধন

আর্কাইভের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন লন্ডন মেয়র সাদিক খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এই আর্কাইভ স্থাপনের মাধ্যমে আজ থেকে শত বছর আগে আমাদের পূর্ববর্তী বংশধর ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় যে অবদান রেখে গেছেন তা যুগযুগ ধরে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইস্ট এন্ডের মুসলমানদের অতীত অবদান ইসলামধর্মে বিশ্বাসী লন্ডনারদেরকে জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মেয়র সাদিক খান বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী বংশধরেরা খুব কম বেতনে চাকরি করেও মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। তাঁরা তাদের সন্তানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে তাদের খ্রিস্টান ও ইহুদী প্রতিবেশীসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে মিশতে হয়। তাদের এই অবদান আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

তিনি মসজিদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের এই উদ্যোগের জন্য ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের নেতৃবৃন্দ, ভলান্টিয়ারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সভায় গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, ফটো তুলি, চিঠি লিখি কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তা ভুলে যাই। ইস্ট লন্ডন মসজিদ সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এটা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ববহন করে। তিনি বলেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদ ইউরোপের মধ্যে একটি বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে এখানকার মানুষ পরিশ্রমী। আমি আশাবাদী, ইস্ট লন্ডন মসজিদ আর্কাইভ তাদের এই অর্জনের সাথে দেশের অন্যান্য মসজিদগুলোকেও সম্পৃক্ত করবে। এই উদ্যোগ অন্যদেরকে ভালো কিছু করা অনুপ্রেরণা যোগাবে। তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করেন।

মারিয়াম সেন্টারের তৃতীয়তলায় সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলম এর উপস্থাপনায়

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস। বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আর্কাইভস এর রিচার্স এন্ড কলেকশন ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর ড. ভেলারী জনসন, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, লর্ড এগরোমন্ড ও টিআরএস এর প্রতিষ্ঠাতা ফারুক সতরওয়ালা। ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ এন্ড ইটস

স্ট্রংরুম বিষয়ে প্রজেক্টারের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ আর্কাইভের আর্কাইভিস্ট আইলিস ম্যাকারথি। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে অনুবাদসহ তেলাওয়াত করেন আল-মিজান স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ইদ্রিস বান্না। এরপর মেয়র সাদিক খান আর্কাইভ স্ট্রংরুম প্লাকস উন্মোচন করেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস ইস্ট লন্ডন মসজিদের শত বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ স্ট্রংরুম স্থাপনকে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ইস্ট এন্ড ও এখানকার মুসলমানদের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিলো। ইস্ট লন্ডন মসজিদ এই উদ্যোগটি গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশাবাদী, এই আর্কাইভের মাধ্যমে মসজিদ ও স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির ইতিহাস-ঐতিহ্য যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত থাকবে।

ড. ভেলারী জনসন বলেন, রিলিজিয়াস আর্কাইভ ন্যাশনাল আর্কাইভকে সমৃদ্ধ করে থাকে। তাই আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্কাইভ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে থাকি। ইস্ট লন্ডন মস্ক আর্কাইভ মসজিদের শত বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটিকেও তথ্য-উপাত্তের দিক থেকে সমৃদ্ধ করবে। তিনি বলেন, অন্যান্য মসজিদের জন্য ইস্ট লন্ডন মসজিদ আর্কাইভ একটি অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এখান থেকে অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, এই আর্কাইভ স্ট্রংরুম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা ১৯১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইস্ট লন্ডন মসজিদের ১০৭ বছরের আড়াই লক্ষাধিক ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করতে পেরেছি। এসব ডকুমেন্টস আধুনিক বৃটিশ সমাজের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সোর্স হিসেবে ভুমিকা রাখবে এবং বৃটেনে মুসলমানদের অভিবাসন প্রক্রিয়া, বিশেষকরে ইস্ট এন্ডের মুসলমানদের ইতিহাস সংরক্ষণ করবে। এই স্ট্রংরুম আগামী দিনে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নতুন নতুন ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করবে।

তিনি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর হুমায়ুন আনসারী, প্রফসর জন উলফ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, টাওয়ার হ্যালেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরী এন্ড আর্কাইভস এর হ্যারিটেজ ম্যানেজার টামসিন বুকির আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

জনাব হাবিবুর রহমান ১৯১০ সালের ইস্ট লন্ডন মসজিদ ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সৈয়দ আমির আলী, ইতিহাসবিদ প্রফেসর টি ডাব্লিউ আরনোলড, স্যার আর্নেস্ট হিউস্টন, স্যার জন উডহেড, আর্ল উইন্টারটন, প্রখ্যাত কুরআন অনুবাদক আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মুহাম্মদ মারমাডুক পিকতলের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রথম তলায়। এতে বক্তব্য রাখেন বেথনাল গ্রীন ও বো আসনের এমপি রুশানারা আলী, ড. জামিল শরীফ, বিবিসি ও চ্যানেল ফোর এর রিলিজিয়াস প্রোগামের সাবেক প্রধান আকিল আহমদ ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের নবনিযুক্ত সিইও নজমুল হোসাইন।

উল্লেখ্য, আর্কাইভ স্ট্রংরুম এমন একটি নিরাপদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, যা বন্যার পানি ও আগুন থেকে সবধরনের ডকুমেন্টস রক্ষা করতে পারে।

জনসাধারণের জন্য অ্যাপোয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ডকুমেন্টস দেখার সুযোগ রয়েছে। স্কুল, কলেজ ও ইনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক কাজে আর্কাইভ পরিদর্শনকে মসজিদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

কবি আহমদ ময়েজকে নিয়ে 'অধ্যায়'-এর কাব্যসন্ধ্যা রোববার

নিরলস ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন তাদের অন্যতম সাপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক, কবি আহমদ ময়েজ। বোদ্ধা কবি ও সাহিত্যিক মহলে ইতোমধ্যে শুদ্ধতা ও শুভ্রতার কবি হিসেবে খ্যাত এই কবির কিছু নির্বাচিত কবিতা নিয়ে বৃত্ত ভেঙ্গে বিন্দু হয়ে বেরিয়ে আসার স্পর্ধায় পথচলা শুরু লণ্ডনের কবি-সাহিত্যিকদের প্লাটফরম 'অধ্যায়' এক কাব্যসন্ধ্যার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামী ৩ ডিসেম্বর, রোববার পূর্ব লণ্ডনের ব্রাডি আর্টস সেন্টারে 'কবি আহমদ ময়েজ কবি ও কবিতা: বিমূর্ত চরণে রাখি কালের ক্ষমা' শীর্ষক এই মনোজ্ঞ কাব্যসন্ধ্যার নান্দনিক মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হবে। কাব্যসন্ধ্যাটিতে কবির বাছাইকৃত কবিতা থেকে আবৃত্তি করবেন বিলেতের সক্রিয় ও সুপরিচিত আবৃত্তিকারদের অন্যতম তৌহিদ শাকীল, স্মৃতি আজাদ, মোস্তফা জামান নিপুণ, সৈয়দ রুম্মান, সুমা দাস, বর্ণালী চক্রবর্তী, সাগর রহমান ও উর্মিলা আফরোজ। এছাড়াও ছড়াগান পরিবেশন করবেন সঙ্গীতশিল্পী হিরা কাঞ্চন হিরক এবং একটি বিশেষপর্বে অংশ নেবেন আবৃত্তিশিল্পী মুনিরা পারভীন।

অনুষ্ঠানটি অধ্যায়ের ব্যানারে হলেও তা সফল করতে বিলেতের সর্বস্তরের কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। ইতোমধ্যে কবিদের অন্যতম সক্রিয় প্লাটফরম ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ 'কবিতাস্বজন' এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পুরো অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচারে সম্মত হয়েছে এলবি টুয়েন্টিফোর টিভি।

হালকা নৈশভোজের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটবে অনুষ্ঠানের। অধ্যায়ের পক্ষ থেকে সবার জন্যে উন্মুক্ত, ৩ ডিসেম্বরের উক্ত কাব্যসন্ধ্যা উপভোগ করার জন্যে বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে একটি স্মারকও প্রকাশিত হবে। ওই স্মারকগ্রন্থে আবৃত্তির জন্যে কবি আহমদ ময়েজের বাছাইকৃত কবিতার সাথে তাঁর সম্পর্কে বিলেতের সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের মূল্যায়নধর্মী লেখা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, অনেকেই এই কবিকে নিয়ে বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ লেখা পাঠিয়েছেন এবং আরো অনেকে লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু স্মারকটির আকার ছোট রাখার স্বার্থে অনুষ্ঠানে আবৃত্তির বাছাইকৃত কবিতারগুলোর সাথে ইতোমধ্যে যাদের লেখা পাওয়া গেছে তাদের লেখার অংশবিশেষ উক্ত স্মারকে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং পরবর্তীতে সব লেখা নিয়ে শীঘ্রই একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন সম্পন্ন

চৌধুরী রুহুল, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন জবরুল ইসলাম লনি। নির্বাচনে আলতাফ-রুহুল-জবরুল প্যানেল পেয়েছে ৫৫০ ভোট। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আশরাফ-এনাম-সেলিম প্যানেল পেয়েছে ৪৭৩ ভোট।

নবনির্বাচিত কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বজনাব ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইজ উদ্দিন আহমদ, হারুন মিয়া, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, নজরুল ইসলাম, ফখর উদ্দিন আহমদ ও মোঃ দেলওয়ার হোসেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, জয়েন্ট ট্রেজারার এনাম উদ্দিন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ জামিল আহমদ, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মোহাম্মদ শামীম আহমদ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি নুনু মোহাম্মদ শেখ। সদস্যবৃন্দ হলেন সর্বজনাব নাজমুল ইসলাম নুরু, ফরিদা পারভীন, সিদ্দিকুর রহমান, মনজুর আহমদ শাহনাজ, মোঃ শাহ আলম কাশেম, জয়নাল আবেদিন জয়নুল, মোঃ সাইফুল আলম।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলাবাসীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে। ট্রাস্টে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১২০২ এবং মূলধন প্রায় আড়াই কোটি টাকা। নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনে অবৈধভাবে কাজের দায়ে ১০ বাংলাদেশি আটক

হাইস্ট্রিট রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে চার বাংলাদেশিকে আটক করে ইউকেবিএ। তাদের দু'জন ২৭, একজন ৩৩ ও আরেক জন ৩৭ বছর বয়সী। ওই রেস্তোরাঁর অন্য বাংলাদেশি কর্মীরও ব্রিটেনে বসবাসের আবেদন এখনও মঞ্জুর করেনি দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ।

মেইডেনহেড অ্যাডভ্যার্টাইজারের খবর অনুযায়ী, এর আগেও অবৈধভাবে কাজ করার দায়ে হাওয়েলি নামের ওই রেস্তোরাঁ থেকে চার বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিকে ইতোমধ্যে ৯০ হাজার পাউন্ড জরিমানা গুনতে বলা হয়েছে।

নিউহ্যাম রেকর্ডার জানায়, লন্ডনের ফরেস্ট গেটের একটি বুচার শপে অভিযান চালিয়ে গত সপ্তাহে এক বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। মালডন স্ট্যান্ডার্ডের খবর, মালডনের কারি নাইটস রেস্তোরাঁ থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে ধরেছে ইউকেবিএ। দেশজুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের ধরতে অভিযান চলমান রয়েছে। এ কারণে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বসবাসকারী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

স্কুলে হিজাব কড়াকড়ি করলে মেয়েরা কোনঠাশা হয়ে পড়বে

একাকীত্ব অনুভব করবে, বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হবে। মুসলমান শিক্ষার্থীরা অবহেলিত ও বোলিংয়ের শিকারে পরিণত করবে।

২৯ নভেম্বর, বুধবার পূর্ব লন্ডনের গ্রেটোরেক্স স্ট্রিটের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন দ্যা পিপলস এলায়েন্স অব টাওয়ার হ্যামলেটস (পাথ) এর গ্রুপ লিডার, আগামী টাওয়ার হ্যামলেটস নির্বাচনে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী কাউন্সিলার রাবিনা খান। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ব্যবসায়ী আব্দুল শুকুর খালিসাদার, পাথ এর চেয়ার কাউন্সিলার আব্দুল আসাদ ও স্ট্যাণ্ড আপ টু রেসিজমের নেত্রী শিলা ম্যাকগ্রেগর।

বক্তারা অফস্টেড চীফ ইন্সপেক্টর আমাণ্ডা স্পেলম্যানের প্রাইমারি স্কুলের মুসলমান বালিকাদের হিজাব পরা নিয়ে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

কাউন্সিলার রাবিনা খান বলেন, অফস্টেডের সিদ্ধান্তের ফলে প্রাইমারি স্কুলের মুসলমান মেয়েরা অবেহলা, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তহীনতার শিকার হবে। তিনি এধরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে সর্বপ্রথম অভিভাবক, শিক্ষক, ধর্মীয়-সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় তুলে ধরেন।

অফস্টেড চীফ ইন্সপেক্টরের এমন সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্যমূলক বর্ণবাদী আচরণ কী না বা মুসলমান মেয়েদের টার্গেট করে করার উদ্দেশ্য কী-না? এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি তাদের ইনটেশন সম্পর্কে জ্ঞাত নই। তবে এধরণের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হলে মুসলমান মেয়েরা হয়রানির শিকার হবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে অফস্টেডের হিজাব সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কোনো ধরণের বাস্তবায়নের আগে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশকিছু প্রস্তাব করা হয়। এসব প্রস্তাবে মেয়রকে লিখিত আকারে অফস্টেডের এসব সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি এ ধরণের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার আহবান জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলন শেষে নেতৃবৃন্দ অফস্টেডকে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখতে একটি পিটিশনেও স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর, রোববার বিতর্কিত এ নতুন পদ্ধতির ঘোষণা দিয়ে চীফ ইন্সপেক্টর অব স্কুল আমাণ্ডা স্পেইলমেন বলেন, মেয়েদের ধর্মীয় পোষাক পরায় বাধ্য করলে স্কুলগুলো ইক্যুয়েলিটি আইন ভঙ্গের জন্য দায়ী হতে পারে। এসময় তিনি হিজাব পরার কারণ নিরুপন করতে সরাসরি ছাত্রীদের প্রশ্ন করার কথাও জানান। বিষয়টি নিয়ে মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনসহ মুসলিম বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এর পক্ষ থেকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করা হয়।

যেকোনো ধরনের ভয় অথবা চ্যালেঞ্জ ছাড়াই

হিজাব পরার অধিকার থাকা উচিৎ- মেয়র জন বিগস

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস হিজাব বিষয়ে অফস্টেডের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, এটি পরিষ্কার এবং গুরুতরভাবে উদ্বেগজনক। কারণ, যে কোনো ধরনের ভয় অথবা চ্যালেঞ্জ ছাড়াই কিশোর-কিশোরীদের হিজাব পরার অধিকার থাকা উচিৎ।

এক বিবৃতিতে মেয়র বলেন, আমি কাউন্সিল অফিসারদের কাছ থেকে জেনেছি যে, স্কুলের ইউনিফর্ম অথবা এসংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয়ভাবে কোনো আইন নেই। আশা করবো স্কুল গভর্ণররা স্কুলের ইউনিফর্ম পলিসি নির্ধারণকালে অফস্টেডের গাইড লাইন মেনে পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীদের মতামতকে প্রাধান্য দিবেন।

বিবৃতিতে মেয়র আরো বলেন, আমার পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, যে কারোই তার ইচ্ছামতো হিজাব পরার অধিকার রয়েছে এবং আনন্দিত যে, অফস্টেড এ ব্যাপারে তার গাইডলাইনে কোনো পরিবর্তন আনেনি। আর আমার জানা মতে, অফস্টেডের বক্তব্যের পর টাওয়ার হ্যামলেটসের কোনো স্কুলই তার ইউনিফর্ম পলিসিতে পরিবর্তন আনেনি।

এছাড়া, আমি টাওয়ার হ্যামলেটসের সকল স্কুলে এই মর্মে বিশেষ নোটিশ পাঠিয়ে অফস্টেডের গাইডলাইনে কোন পরিবর্তন না আসার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (সা:) যেভাবে দাওয়াত দিতেন

প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী

মানুষকে পথ দেখানো আল্লাহ পাকেরই দায়িত্ব। তিনি মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিনিধি এবং ভালোমন্দ পার্থক্য করার মতো বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তার পরও সঠিক পথের দিশা দানের লক্ষ্যে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অসংখ্য নবী-রাসূলকে হেদায়াতসহ যুগে যুগে পাঠিয়েছেন। এটা মূলত প্রথম মানুষ আদম আ:-কে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিরই অংশ। মানুষের আদি বাসস্থান জান্নাত। শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে আদম ও শয়তান উভয়কেই পরীক্ষাস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়। এটি মূলত কোনো শাস্তিভোগের জায়গা নয়, একটি পরীক্ষার স্থান এবং উত্তীর্ণ হতে পারলে আবার জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে। পৃথিবীতে চলে আসার সময় ভীত-সন্ত্রস্ত আদম আ:-কে আল্লাহ পাক অভয় বাণী শুনিয়েছিলেন– 'আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত যাবে যারা তা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই।' তাঁরই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মদ সা:।

মূলত মানুষ যখন গোমরাহির চরম সীমায় উপনীত হয় তখনই পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক নবী পাঠান। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা:-এর আগমনকালীন অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। মারামারি-হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, ধোঁকা-প্রতারণা, আমানতে খেয়ানত, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গসহ সব ধরনের অপরাধ সে সমাজে চালু ছিল। সেই সমাজে নারীজাতি ছিল চরম অবহেলিত, কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণকে তারা অপমান মনে করত এবং অনেক সময় কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। সমাজে দাসপ্রথা চালু ছিল এবং হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মতো মানুষ কেনাবেচা হতো। সারা বিশ্বের চিত্র এমনই ছিল।

সে সময়ে সুপার পাওয়ার হিসেবে বিবেচিত রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যে রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জারি ছিল। আর আরবে কোনো রাষ্ট্রীয় একক শাসন ছিল না; সেখানে নানা গোত্র ও বংশে মানুষ বিভক্ত ছিল এবং একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লড়াইয়ে সর্বণ লিপ্ত থাকত। এমন অবস্থায় মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়তম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা:-কে পাঠান। মক্কা নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করে তিনি সেই সমাজে দীর্ঘ ৪০টা বছর অতিবাহিত করেন। স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণে অন্যদের থেকে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। মানবজীবনের সব সৎ গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে তিনি আল-আমিন ও আস-সাদিক উপাধিতে ভূষিত হন। জনগণের আমানতের সংরক্ষক ও বিবাদ-বিসংবাদের তিনি ছিলেন মীমাংসাকারী। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অনাচার দূরীকরণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন এবং যুবক বয়সে হিলফুল ফুজুল গঠন করে মজলুমের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। নবী হওয়ার আগ দিয়ে তিনি ছিলেন তাঁর জাতির সবচেয়ে সম্মানীয় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। সমাজ নিয়ে তিনি ভাবতেন, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় ব্যথিত হতেন। একপর্যায়ে তিনি লোকালয় থেকে আলাদা হয়ে ধ্যানমগ্ন থাকেন। হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হয়। তিনি পথের দিশা পান। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্য ডাক আসে।

সমাজের কোনো সমস্যাকে পুঁজি করে তিনি মানুষকে ডাক দেননি। না পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকে, না ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রকে, না মনিবের বিরুদ্ধে দাসকে উসকিয়ে তাদের একত্র করেননি। বরং হাজারো সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি মানুষকে আহ্বান জানান, 'হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে।' এ দাওয়াত শুধু তিনি একা দেননি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবারই দাওয়াত অভিন্ন ছিল। এই দাওয়াত যিনি পেশ করেছেন এবং যাদের কাছে পেশ করা হয়েছে সবাই এর মর্ম বুঝত। তাই তার প্রতিক্রিয়াও ছিল তাৎক্ষণিক। প্রথমে তিনি গোপনে দাওয়াত পেশ করেন এবং পরে আল্লাহর নির্দেশ আসে নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করার জন্য। গোপন দাওয়াতে তারাই সাড়া দিয়েছেন যারা মুহাম্মদ সা:-কে খুব নিকট থেকে দেখেছেন। যেমন– হজরত খাদিজা রা:, হজরত আবু বকর রা: ও হজরত আলী রা: প্রমুখ। আল্লাহর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের লক্ষ্যে তিনি মানুষকে একটি পাহাড়ের পাদদেশে একত্র করে বলেন, 'আমি যদি তোমাদের বলি এই পাহাড়ের অপর পাশে তোমাদের আক্রমণ করার জন্য এক সেনাবাহিনী ওঁৎ পেতে আছে। তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?' সমস্বরে সবাই বলে ওঠে, 'অবশ্যই। কারণ তুমি তো আল-আমিন ও আস-সাদিক, জীবনে কখনোই মিথ্যা বলোনি।' তাহলে আমি তোমাদের এক ভয়াবহ আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা সবাই মিলে বলো– 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।' তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব (মুহাম্মদ সা:-এর জন্মের খবর যে দাসী তাকে দিয়েছিল সে খুশি হয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল) বলে ওঠে– 'হে মুহাম্মদ, তোমার সর্বনাশ হোক! সাত-সকালে এই কথা শোনানোর জন্য আমাদের ডেকে এনেছ।'

> অতীতকালেও যারা আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছিল তাদের কাউকে করাতে দ্বিখণ্ডিত ও কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে গোশত পৃথক করা হয়েছিল। তার পরও তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হননি। সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন সানআ থেকে হাজরা মাউত এক ষোড়শী স্বর্ণালঙ্কারসহ একাকী হেঁটে যাবে তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না।

এরপর তাঁর দাওয়াত দানের পরিধি বাড়তে থাকে এবং সাথে সাথে বাড়তে থাকে তাঁর ও তাঁর সাথীদের প্রতি জুলুম নির্যাতন। তিনি তাঁর জাতির সাথে কখনোই গাদ্দারি করেননি বা তাঁর চরিত্রে ছিল না সামান্যতম কোনো কালিমা। প্রশ্ন জাগে, এত ভালো এই মানুষটির সাথে শত্রুতার কারণ কী? জাতির একজন কল্যাণকামী হিসেবেই তো তিনি সবার কাছে পরিচিত এবং তিনি কেবল আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) এবং রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তো সুদ-ঘুষ-জিনা-ব্যভিচার বা অন্য কোনো আচরণের বিরুদ্ধে বা কোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও আহ্বান জানাননি। সব নবীর যে আহ্বান ছিল তিনিও একই আহ্বান তাঁর জাতির কাছে পেশ করেছেন। আসলে যাদের কাছে এই আহ্বান জানানো হয়েছে তারা বুঝেছে যে, এটা সাধারণ কোনো ধর্মীয় বাক্য নয়, এটা একটি বিপ্লবাত্মক স্লোগান, যার মধ্যে রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান। তাই প্রথমেই বাধাটা আসে শাসক ও শোষকগোষ্ঠী থেকে এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ধর্মীয় ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। রাসূল সা:-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি তাদের ধর্ম মানেন না এবং তাদের দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠানকে মন্দ বলেন (আমাদের ভাষায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা) এবং পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাই-এ বিভেদ সৃষ্টি করছেন। সে সময়ে সব বাধাবিপত্তি ও সমালোচনা-নিন্দাবাদ উপো করে তিনি শুধু ইতিবাচক কাজ করেন এবং সব নিপীড়ন-নির্যাতন নীরবে সহ্য করে গেছেন, কোনো একটির পা!া জবাব দেননি। এত প্রতিকূল অবস্থার মাঝে আল্লাহর কিছু বান্দাহ তাঁর ডাকে সাড়া দেন। তিনি আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁর সাথীদের পরিশুদ্ধ করেন, অর্থাৎ মৌলিক মানবীয় গুণে সজ্জিত করেন।

আমরা যদি মক্কী যুগের সূরাগুলো খেয়াল করি তাহলে দেখব, নানাভাবে সেখানে মানুষের মধ্যে তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের সাথে নেক আমলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সূরা আছরে বলা হয়েছে, সবাই ধ্বংস ও তির মধ্যে নিমজ্জিত; তারা ছাড়া যারা ঈমান, নেক আমল ও অপরকে হকের পথে উদ্বুদ্ধ ও ধৈর্যধারণের তাগিদ দিয়েছে। উপরের আলোচনায় আমরা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে রাসূল সা: স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষের কাছে তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং যারা সাড়া দিয়েছেন তাদের পরিশুদ্ধ করে তাদেরও দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করেছেন। এই দাওয়াতের মধ্য দিয়ে যথার্থ পরিশুদ্ধির কাজটি সম্পন্ন হয়। তাঁদের কথা ও কাজে পুরোপুরি মিল ছিল এবং তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থবান। কথা ও কাজে গরমিল আল্লাহর বড়ই অপছন্দনীয়। তাঁর জিজ্ঞাসা– 'এমন কথা কেন বলো যা নিজেরা করো না? এটা আল্লাহর বড়ই ক্রোধ উদ্রেগকারী বিষয় যে, তোমরা যা বলো তা নিজেরা করো না।' সব আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের সাথীদের চরিত্র এমনই ছিল। সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে– 'আনুগত্য করো সেই লোকদের যারা নিজেরা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও কোনো বিনিময় আশা করেন না।' দাওয়াত শুধু মৌখিক নয়, আমলি দাওয়াত হতে হবে। একজন দ্বায়ী ইলাল্লাহকে তার আচার-আচরণ, লেনদেন, কথাবার্তা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি সব ক্ষেত্রে নিজেকে ইসলামের মূর্ত প্রতীক হিসেবে পেশ করতে হবে।

ইসলাম আমাদের কাছে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গভাবে রয়েছে। মানুষের কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে নিজেদের জীবনে এর অনুসরণ এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানাতে হবে। ইসলামকে সহজভাবে মানুষের কাছে পেশ করতে হবে। মানুষের যোগ্যতানুসারে আল্লাহর আদালতে বিচার হবে। সাধারণ মানুষের অবস্থানটা ইসলামের পক্ষে (অর্থাৎ ইসলামই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা এবং এর মধ্যেই মানবজাতির কল্যাণ এতটুকু বিশ্বাস) এবং মৌলিক ইবাদতে অভ্যস্ত হলেই তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা আশা করা যায়। রাসূল সা:-এর কাছে একজন বেদুইন এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ঈমানের সাথে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ (ফরজ হলে) পালনের কথা বললে তিনি বলেন, 'আমি এর বেশিও করব না, কমও করব না।' লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল সা: বলেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে সে জান্নাতি। কোনো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দু'টি শর্ত অপরিহার্য। একদল যোগ্য নেতাকর্মী যারা ঈমানের বলে বলিয়ান ও নেক আমলে সমৃদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয়ত অনুকূল পরিবেশ অর্থাৎ জনগণ সক্রিয় বিরোধী না হয়ে ইসলামের পক্ষে হবে। মক্কায় প্রথম শর্ত পূরণ হলেও দ্বিতীয় শর্তটি না থাকায় একজন নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ সা:-এর পক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পাশ্তরে দু'টি শর্তই পূরণ হওয়ায় মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। মুহাম্মদ সা: তাঁর জাতিকে শুনিয়েছিলেন, তোমরা যদি এ দ্বীন গ্রহণ করো, তাহলে আরবের নেতৃত্ব তোমাদের হাতে চলে আসবে এবং সমগ্র দুনিয়া তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। দ্বীন গ্রহণের ফলে সাহাবায়ে কেরাম রা:-এর জীবন বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমানদের জীবন আরো কঠিন হয়ে পড়েছিল। রাস্তাঘাটে মারপিট, মন্দ কথা শোনা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে একদিন তাঁরা খানায়ে কাবায় বিশ্রামরত রাসূল সা:-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা:! আমরা তো আর সহ্য করতে পারি না। আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। জবাবে রাসূল সা: বলেন, অতীতকালেও যারা আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছিল তাদের কাউকে করাতে দ্বিখণ্ডিত ও কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে গোশত পৃথক করা হয়েছিল। তার পরও তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হননি। সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন সানআ থেকে হাজরা মাউত এক ষোড়শী স্বর্ণালঙ্কারসহ একাকী হেঁটে যাবে তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। রাসূল সা: তাঁর সাথীদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তাঁরা পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আল্লাহও মুমিনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ঈমান ও নেক আমলে সমৃদ্ধ হলে জমিনে তিনি তাদের খেলাফত দান করবেন ও ভয়ভীতি দূর করে দেবেন (সূরা নূর ৫৫)। আর গোনাহসমূহ মা করে জান্নাতের ওয়াদা তো রয়েছেই। যারা জমিনে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের অবশ্যই রাসূল সা: প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ মানুষের কাছে হেকমতের সাথে দ্বীনের দাওয়াত (আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি) পৌঁছাতে হবে এবং যারা সাড়া দেবে তাদের পরিশুদ্ধ করতে হবে (মৌলিক মানবীয় গুণের অধিকারী হতে হবে)। ঈমান ও মৌলিক মানবীয় গুণে (নেক আমল) সমৃদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী কোনো জনপদে থাকলে সহজেই তারা সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পারে এবং এটা সম্ভব হলে আল্লাহ পাকও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে এগিয়ে আসবেন।

লেখক : শিক্ষাবিদ

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
০১ ডিসেম্বর	শুক্রবার	৫:৫৯	০৭:৪১	১২:২৫	২:০৯	৩:৫৮	০৫:৩৫
০২ ডিসেম্বর	শনিবার	৬:০০	০৭:৪২	১২:২৫	২:০৮	৩:৫৭	০৫:৩৪
০৩ ডিসেম্বর	রবিবার	৬:০২	০৭:৪৪	১২:২৫	২:০৮	৩:৫৭	০৫:৩৪
০৪ ডিসেম্বর	সোমবার	৬:০৩	০৭:৪৫	১২:২৫	২:০৭	৩:৫৬	০৫:৩৩
০৫ ডিসেম্বর	মঙ্গলবার	৬:০৪	০৭:৪৬	১২:২৫	২:০৭	৩:৫৬	০৫:৩৩
০৬ ডিসেম্বর	বুধবার	৬:০৫	০৭:৪৭	১২:২৫	২:০৭	৩:৫৬	০৫:৩৩
০৭ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার	৬:০৭	০৭:৪৯	১২:২৫	২:০৬	৩:৫৫	০৫:৩২

ইংলিশ ক্রিকেটারদের জন্য ‘কারফিউ’!

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : শেষ পর্যন্ত ‘কারফিউ’ই জারি করে দেওয়া হলো ইংলিশ ক্রিকেটারদের ওপর। অস্ট্রেলীয় ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফট আর ইংলিশ উইকেটরক্ষক জনি বেয়ারস্টোর মধ্যে ঢুস-কাণ্ডের জেরে দলীয় শৃঙ্খলা রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। কারফিউ বলতে মধ্যরাতের পর কোনো ইংলিশ ক্রিকেটার হোটেলের বাইরে থাকতে পারবেন না। সিদ্ধান্তটা এসেছে টিম ডিরেক্টর ও সাবেক অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রসের কাছে।

ব্রিস্টলে বেন স্টোকসকে দিয়ে শুরু। অ্যাশেজে খেলতে অস্ট্রেলিয়াতে এসেই আরেক কাণ্ড। পার্থের এক পানশালায় ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে ‘ঢুস’ মেরে বসলেন জনি বেয়ারস্টো। ব্যাপারটা যে তেমন বড় কিছু নয়, সেটা তো ব্যানক্রফটই জানিয়েছেন। মজা করেই ‘ঢুস’টা দিয়েছিলেন বেয়ারস্টো। কিন্তু বিতর্ক বলে কথা! তবে স্ট্রাউস স্টোকস-বেয়ারস্টোর দুটি ঘটনাকেই ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ হিসেবে দেখতে চান, ‘ইংলিশ দলের এই ক্রিকেটাররা কেউ গুন্ডা বা মাস্তান নয়। বরং সকলেই সৎ ও পরিশ্রমী। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে এদের ত্যাগের শেষ নেই। জীবনের সুখ-আনন্দ-উচ্ছলতার অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়েছে তারা। আমরা দলের প্রকৃত চিত্রটাই সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমার মনে হয়, খেলোয়াড়দের মধ্যে সারল্যের ব্যাপারটা প্রবল। ওদের আরও চালাক হতে হবে।’

লম্বা সিরিজে এমনিতেই খেলোয়াড়দের মধ্যে বিরক্তি দানা বাঁধে। সে হিসেবে ‘কারফিউ’-জাতীয় কিছু বড় ধাক্কাই তাঁদের জন্য। তবে ব্রিসবেনে প্রথম টেস্টে হারের পর এসব নিয়ে আর কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না ইংলিশ ম্যানেজমেন্ট।

ঢুস-কাণ্ডের পেছনে হিংসাত্মক কোনো কারণ দেখেননি নাটকের আরেক চরিত্র ব্যানক্রফট। তিনি এটাকে ‘অদ্ভুত’ বললেও এর পেছনে ঘৃণা বা আঘাত করার কোনো চেষ্টা দেখেননি। তাই বলে ব্যাপারটি কিন্তু ঠিকই মাথায় রেখেছে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটাররা। স্বাগতিকদের আরেক ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার, যিনি স্লেজিংয়ে সিদ্ধহস্ত, খেলার মাঠেই এ নিয়ে বেয়ারস্টোকে উত্ত্যক্ত করেছেন। সে কারণে হোক বা না হোক, ব্রিসবেন টেস্টে কিন্তু সফল হতে পারেননি বেয়ারস্টো। সেদিক থেকে স্লেজিং কৌশলে ওয়ার্নারদের সফলই বলতে হচ্ছে।

ইংলিশদের কোচ ট্রেভর বেইলিস এসব ঘটনায় জড়িত খেলোয়াড়দের ‘মাথামোটা’ বলেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর খেলোয়াড়েরা অস্ট্রেলীয়দের হাতে ‘অস্ত্র’ তুলে দিয়েছে বলেও ধারণা তাঁর। তবে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার জেসন গিলেস্পির মতে, এটি স্মিথদের বড় মনস্তাত্ত্বিক জয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানে নিজের ব্লগে তিনি লিখেছেন, ‘মাত্রা ছাড়ানো উচিত নয়। কিন্তু আপনি যদি এর (স্লেজিং) মাধ্যমে টেস্টে একজন ব্যাটসম্যানের শতভাগ মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন, তবে সেটা জয়ের সমান। কারণ, টেস্টে তাঁর প্রধান কাজ মনোযোগী হয়ে ব্যাটিং করা।’

বিপিএলের সেরা তিন জুটিতেই নাফীস

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : এক যুগ আগে জাতীয় ক্রিকেট দলে শাহরিয়ার নাফীসের আবির্ভাবটাই ছিল আলোড়ন তুলে। ২০০৫ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ইংল্যান্ড সফরে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন ভবিষ্যতের সম্পদ হিসেবে। ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন। সে সময়ের মহাপরাক্রমশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ফতুল্লা টেস্টে ১৩৮ রানের ইনিংস খেলে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য উচ্চতায়। কিন্তু শুরুর মতো দুর্দান্ত হয়নি তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। একটা সময় দল থেকে বাদ পড়লেন; ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করলেও জাতীয় দলে ফেরার সংগ্রাম করেই কাটছে তাঁর দিন। দেশের হয়ে ২৪টি টেস্ট আর ৭৫টি ওয়ানডে খেললেও নাফীস আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র একটি! সেটি অবশ্য এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই খেলা। ২০০৬ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তিনি খেলেছিলেন অধিনায়ক হিসেবেই।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি মাত্র একটি খেললেও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) রেকর্ড বই তাঁকে চেনাচ্ছে অন্যভাবেই। এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিপিএলের পাঁচটি আসরে সেরা জুটির রেকর্ডগুলোয় নাফীসের আধিপত্য। সেরা তিনটি জুটির অংশ হয়ে আছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

মেসির দুর্ভাগ্য থেকেই লা লিগায় গোলপ্রযুক্তি

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর : মেসির বাতিল হওয়া গোলটি ভালোই আলোড়ন তুলেছে। রেফারির ভুলে মেসি কেবল গোল থেকেই বঞ্চিত হননি, বার্সেলোনাও ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে হারিয়েছে মহামূল্যবান পয়েন্ট। এ নিয়ে সমালোচনা-বিতর্ক যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই লা লিগ সভাপতি হাভিয়ের তেবাস জানিয়ে দিলেন, এমন ভুল এড়াতে আগামী মৌসুম থেকেই চালু হচ্ছে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) পদ্ধতি।

রোববার লা লিগায় মুখোমুখি হয়েছিল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল বার্সেলোনা ও ভ্যালেন্সিয়া। ম্যাচে লিওনেল মেসির শট ভ্যালেন্সিয়া গোলরক্ষক নেতোর হাত ফসকে গোললাইন অতিক্রম করে। পড়িমরি করে বল বের করে আনেন নেতো। বার্সেলোনা খেলোয়াড়েরা গোলের দাবি জানালেও খেলা চালিয়ে যান রেফারি। লাইনসম্যান গোলের সংকেতই দেননি। খেলা শেষে জর্ডি আলবা রেফারিংকে ‘জঘন্য’ বলেছিলেন।

ভবিষ্যতে যেন কোনো দলকে এমন দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে যেতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে পরের মৌসুম থেকেই প্রযুক্তির সাহায্য নেবে লা লিগা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও জার্মান বুন্দেসলিগায় ইতিমধ্যেই ভিএআর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে বল গোললাইন অতিক্রম করল কি না, তা নিশ্চিত করতে ভিডিও রিপ্লে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা সাফল্যের মুখ দেখেছে।

আগেও লা লিগায় ভিএআরপ্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা হয়েছে। কাতালান গণভোটের আগের দিন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লিগ কর্তৃপক্ষ। লা লিগা প্রেসিডেন্ট আশা করছেন, আগামী মৌসুম থেকে প্রযুক্তির ব্যবহারে এমন ভুলের সংখ্যা কমে আসবে। মেসির নেওয়া সেই শট গোল হয়েছিল বলেও রায় দিয়েছেন তিনি, ‘স্পেনসহ সারা বিশ্ব গোলটি দেখেছে। আমি যদি বলি এটা গোল ছিল না, তবে আপনারা বলবেন আমি অন্ধ। নিশ্চিতভাবেই এটা গোল ছিল। আমরা আশা করছি, আগামী মৌসুম থেকে ভিএআর প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এমন সমস্যার সমাধান করতে পারব।’

ম্যাচে ভালো খেলেও জয় নিয়ে ফিরতে পারেনি বার্সা। ন্যায্য ফলবঞ্চিত হওয়ায় রেফারিংয়ের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। তবে কবে নাগাদ এই প্রযুক্তি আসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই জানাননি লা লিগা প্রেসিডেন্ট। শেষে তিনি যোগ করেছেন, ‘আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি, যাতে আগামী মৌসুম থেকেই ভিএআর প্রযুক্তি চালু করা যায়।’ সূত্র: গোল ডটকম।

‘বিরাট’ উচ্চতায় কোহলি

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন নিজের নামকরণের স্বার্থকতা প্রমাণ করে চলেছেন বিরাট কোহলি। একের পর এক ‘বিরাট’ মাইলফলক তার পদতলে লুটিয়ে পড়ছে। সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার নাগপুরে পৌঁছে গেলেন আরেকটি মাইলফলকে।

সিঞ্চুরির ফিফটি করেছেন এক সপ্তাহও পেরোয়নি। তাকে নিয়ে কোলাহল মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আবারো জাগিয়ে তুললেন বিরাট কোহলি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলকাতার পর নাগপুরে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকালেন ভারতীয় অধিনায়ক। শুধু সেঞ্চুরি নয়, পেয়েছেন ডাবল সেঞ্চুরি। দুই ছক্কা আর ১৭ চারে থেমেছেন ২১৩ রানে গিয়ে। আগের দিন শেষে ৫৪ রানে অপরাজিত থাকা কোহলি শতক পেয়েছেন তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেই। টেস্টে ভারত অধিনায়কের পাশে শতক সংখ্যা এখন ১৯টি। ভারতের হয়ে সাদা পোশাকে সর্বোচ্চ শতক হাঁকানো ব্যাটসম্যানদের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে আছেন তিনি। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ শতক হাঁকানো ব্যাটসম্যানদের তালিকায় আটে। সপ্তম স্থানে থাকা ক্যারিবীয় গ্রেট ব্রায়ান লারা এখন কোহলি থেকে এগিয়ে আছেন মাত্র দুই শতকে।

ব্রায়ান লারাকে অবশ্য একদিক থেকে বিরাট ছুঁয়ে ফেলেছেন। পাঁচ ডাবল সেঞ্চুরির সবক’টিই কোহলি করলেন অধিনায়ক হিসেবে। ছুঁয়েছেন অধিনায়ক হিসেবে ব্রায়ান লারার ৫ ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড। ডন ব্র্যাডম্যান, মাইকেল ক্লার্ক ও গ্রায়েম স্মিথ অধিনায়ক হিসেবে দুইশ ছুঁয়েছেন ৪ বার করে।

এর আগে কলকাতায় কোহলি তার ৫০তম টেস্ট শতক ছুঁয়েছিলেন ৩৪৮টি আন্তর্জাতিক ইনিংসে। তার সমান ইনিংস লেগেছিল হাশিম আমলারও। প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির সংখ্যা ৫৪টি।

আর ভারতের অধিনায়ক হিসেবে ১২টি টেস্ট শতক ছোঁয়া কোহলি পেছনে ফেলেছেন সুনিল গাভাস্কারকে (১১ সেঞ্চুরি)। অধিনায়ক হিসেবে আরেক সাবেক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের সেঞ্চুরি আছে ৯টি।

কেবল ভারত অধিনায়ক হিসেবেই নয়, টেস্ট খেলুড়ে সব দেশের অধিনায়কদের মধ্যে একবছরে সর্বোচ্চ ১০টি সেঞ্চুরির রেকর্ডও এখন কোহলির। যার ৬টি ওয়ানডেতে, ৪টি টেস্টে। পেছনে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং ও দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রায়েম স্মিথের ২০০৫ সালে করা নয় সেঞ্চুরিকে। ২০০৬ সালেও পন্টিং নয়টি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

‘আউট অব দ্য বক্স’ মাশরাফি

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : টেস্ট ক্রিকেটে একবার নাইটওয়াচম্যান হিসেবে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন।

তার ব্যাটিং নিয়ে সব সময়ই একটা আফসোস থেকে গেছে। তিনিও মাঝে মাঝে সেই আফসোসটা বাড়িয়ে দেন ঝড়ো সব ইনিংস খেলে। এ যেমন শনিবার রাতে ১৭ বলে ৪২ রানের আরেকটা ইনিংস খেললেন রংপুরের জয়ের পথে। এ ইনিংসটা অবশ্য আরেকটু তাৎপর্য আছে, এ প্রথম স্বীকৃত কোনো ক্রিকেটে তিন নম্বরে ব্যাট করলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা।

ম্যাচ শেষে বলছিলেন, স্রেফ স্লগ করে রান বাড়িয়ে নেওয়াটাই তার তিন নম্বরে উঠে আসার কারণ ছিল, ‘তিনে আসার কারণ– আসলে স্লগ করার জন্য। রানটাও তখন হচ্ছিল না। আগের দুই ম্যাচেও আসার চিন্তা ছিল। কোনো কারণে হয়নি। আজকে শিশির ছিল, স্পিনাররা টার্ন না পেলে ভালো খেলা সম্ভব। ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি। কাজে লেগে গেছে। আসলে কিছু সিদ্ধান্ত ‘আউট অব দা বক্স’ না নিলে এ ধরনের ম্যাচ জেতা কঠিন।’

যখন নেমেছিলেন, দল তখন দারুণ চাপে। কিন্তু কোনো চাপ নেননি রংপুর অধিনায়ক। নেমেছিলেন যখন দলের রান ৫.২ ওভারে ১ উইকেটে ৩১। যখন আউট হলেন, তখন ৯.৪ ওভারে রংপুরের রান ৯১ হয়ে গেছে। এই কাজটা করার পেছনে মাশরাফি বলছেন, চাপমুক্ত ব্যাটিং একটা ভূমিকা রেখেছে, ‘চাপ না। আমি আসলে যখন ব্যাটিংয়ে নামি, সবাই জানে যে আমার উইকেটের কোনো মূল্য নেই। আমি সেই সুবিধা নিতে চাই। চেষ্টা করি দ্রুত কিছু রান করতে। এটিই উদ্দেশ্য থাকে। ব্যাটসম্যান হয়ে ওঠার কোনো ইচ্ছা নিয়ে আমি নামি না। নিজের প্রতি বা দলেরও ওরকম আশা রাখি না যে আমি গিয়ে রান করব। রান করতে পারলে ভালো।’

ব্যাটিংটা তার জন্য নতুন নয়। এবারই এক ম্যাচে পাঁচে নেমেছেন। আগেও মিডল অর্ডারে নেমে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন টি-টোয়েন্টিতে। খেললেন এবারো। আবারো কি দেখা যেতে পারে তিনে? মাশরাফি সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন না, ‘ইউ নেভার নো! পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। যেটা বললাম, কোনো আশা নিয়ে নামি না। সামনে করলে হয়ত আমার বিপক্ষে যেতে পারে কোনো দিন। আজকেও যেতে পারত। শট খেলতে গিয়ে আউট হতে পারতাম। আবার ভালোও করতে পারি।’

ভালো করতে পারলে তার পাশে তো গেইলকেও প্লান দেখা যায়। এ প্রসঙ্গটা উঠলে অবশ্য একটু লজ্জাই পেলেন মাশরাফি, ‘গেইলের রেকর্ড দারুণ। সাড়ে ১০ হাজার রান করেছে এ সংস্করণে। সে এ সংস্করণের রাজাদের একজন। ওর আশপাশে আসলে কেউ নেই।’

এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত অবশ্য ঠিক রাজার মতো খেলতে পারেননি গেইল। রান করেছেন। দুটি ফিফটি করেছেন, দুটিতেই ম্যাচ সেরা হয়েছেন। তবে ইনিংস বড় করতে পারেননি। নিজের সেরা বিধ্বংসী চেহারাতেও নেই। আরেক বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন ম্যাককালাম তো আরো বিবর্ণ। ৫ ম্যাচে রান করেছেন মোট ৬৯, সর্বোচ্চ ৩৩।

তবে এ দুজনের পাশেই দাঁড়ালেন মাশরাফি। শোনালেন বাংলাদেশের উইকেটের বাস্তবতা। আর বুক বাঁধলেন আশায়, ‘ওরা চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে যেটা হয়, এ উইকেটে রান করা খুবই কঠিন। আমার কাছে মনে হয়, সবচেয়ে কঠিন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের একটি বাংলাদেশে। কারণ বাংলাদেশে রান করা এত সহজ নয়। উইকেট হঠাৎ করে অসমান হয়ে যায়, হুট করে ধীরগতির হয়। আবার খুব ভালো করলে রান করা সহজ। ওদের জন্য কাজটা কঠিন। ওরা চেষ্টা করছে। নিজেরাও ভাবছে এটা নিয়ে। আশা করব, সামনে বড় বড় ম্যাচে ওরা জ্বলে উঠলে আমরা শেষ চারে থাকব।’– বিডি নিউজ

সেই রোনালদোই রিয়ালের ত্রাতা

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর : মধ্য অক্টোবর থেকে লা লিগায় কোনো গোল নেই। সব মিলিয়ে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন মাত্র একবার। পরিমাণ প্রতিযোগিতায় বার্সেলোনার চেয়ে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে পড়া রিয়াল মাদ্রিদ। মালাগার বিপক্ষে ড্র করলে শিরোপা আশা যতটুকু জ্বলে ছিল, তাও নিভে যেতে পারত। সেটা হতে দিলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৭৬ মিনিটে গোল করে দলকে ৩-২ ব্যবধানে জিতিয়ে শিরোপাধারীদের পূর্ণ তিন পয়েন্ট এনে দেন পর্তুগীজ তারকা।

শনিবার রাতে নয় মিনিটে মার্সেলোর ক্রসে রোনালদোর হেড ক্রসবারে লাগার পর ফিরতি বল বিনা বাধায় হেডে জালে পাঠান করিম বেনজেমা। চলতি মৌসুমে লিগে এটা ফরাসি স্ট্রাইকারের দ্বিতীয় গোল। ১৮ মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল খেয়ে বসে রিয়াল। নিজেদের ডি-বক্সের বাইরে থেকে ব্যাকপাস করেন টনি ক্রুস। কিন্তু বল ধরার মতো সেখানে কেউ ছিল না। ছুটে গিয়ে বল ধরে কেকোর বাড়ানো ক্রস থেকে গোল করে মালাগাকে সমতা এনে দেন দিয়েগো রোলান।

কুশল সংবাদ

শীতে শিশুর সুস্থতায়

মো. শরিফুল ইসলাম

দিনে গরম, সন্ধ্যা ও রাতে শীতের আমেজ। এই মৌসুমের মিশ্র আবহাওয়ায় বড়দের খাপ খাওয়াতে সমস্যায় পড়তে হয়। সেখানে ছোটদের আরও বেশি সমস্যা। স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে প্রথমে চলে আসে সাধারণ জ্বর, ঠান্ডাজনিত সর্দি-কাশির কথা বা কমন কো! । বিশেষত শীতের শুরুতে তাপমাত্রা যখন কমতে থাকে, তখনই এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এটা মূলত শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশের রোগ। চিকিৎসা করলেও ৭ দিন লাগে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাশি কয়েক সপ্তাহ থাকতে। আর শীতে শিশুরা একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দুশ্চিন্তা না করে এ সময়টাতে শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা নিলে শীতেও আপনার সোনামণি থাকবে সুস্থ।

শীতের সময়টা শিশুর বিশেষ যত্ন সম্পর্কে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আল আমিন মৃধা বলেন, শীতে শিশুরা সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, জ্বর, নিউমোনিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। শীতে আবহাওয়া শুষ্ক ও ধুলাবালু থাকার কারণে মূলত শিশুরা এসব রোগে আক্রান্ত হয়। এ সময়টা অভিভাবকদের কিছুটা সচেতন থাকতে হবে। শিশুদের ঠান্ডা বাতাস এবং ধুলাবালু থেকে দূরে রাখতে হবে। যেহেতু শীতে এ রোগগুলো সংক্রামিত হয়, তাই যতটা সম্ভব শিশুদের জনসমাগমপূর্ণ জায়গায় কম নেওয়া ভালো। শিশুদের গামছা, রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি আলাদা হওয়া উচিত। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির সময় শিশুদের দূরে রাখা উচিত।

দিনে গরম, শেষ রাতে ঠান্ডা?

এই সময়টা খুব খারাপ। দেখা যায় যে শোয়ার সময় ফ্যান জোরে দিয়ে ঘুমিয়েছেন কিন্তু শেষ রাতে খুব ঠান্ডা লেগে গেছে। তাই শোয়ার সময় কাঁথা বা লেপ বা গরম কাপড় পাশে নিয়ে ঘুমান। ফ্যান একেবারে জোরে না দিয়ে আস্তে চালিয়ে দিন। রাতের বেলায় শিশুদের ক্ষেত্রে একটু বাড়তি নজর দিন।

১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর যত্ন

শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ রাখুন। ঠান্ডা

পরিবেশে রাখা যাবে না। স্যাঁতসেঁতে ঘরেও তাকে রাখা ঠিক হবে না।

বাচ্চাকে বুকের দুধ নিয়মিত খাওয়ান। ফিডারে খাওয়ালে অল্প গরম দুধ দিন। ঘুমের মধ্যে ঠান্ডা দুধ দেবেন না।

ছয় মাসের বেশি হলে বাচ্চাকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দিন। খিচুড়িতে ডিমের সাদা অংশ, লাল শাক, পালং শাক অল্প করে দিতে পারেন। লেবুর রস দেবেন, কমলার রস খাওয়াবেন। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে।

যেসব বাচ্চা হামাগুড়ি দেয়, দেখবেন তারা যেন ঠান্ডা মেঝেতে হামাগুড়ি না দেয়। কার্পেট ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ কার্পেটের রোয়া বা ধুলা থেকে অ্যালার্জি হয়। তাই মাদুর বা ম্যাট ব্যবহার করা ভালো।

ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ১ দিন অন্তর গোসল করান। গোসলের পর বেবি লোশন লাগাবেন। তেলজাতীয় কিছু লাগাবেন না। অনেকে নবজাতককে নিয়মিত গোসল করান না। ফলে বাচ্চার গায়ে ফুসকুড়ি ওঠে এবং এর মধ্যে পুঁজ জমে যায়।

এ সময় খুব গরম কাপড় পরানোর দরকার নেই। মোটা সুতি কাপড় পরানো যেতে পারে। আঁটসাঁট বা উলের কাপড় পরালে শিশুর শরীর ঘেমে ঘামাচি উঠতে পারে।

বাচ্চাকে নরম কাপড়ের জুতা পরানোর অভ্যাস করুন। শোয়ানোর সময় মোজা পরিয়ে শোয়ান। উলের মোজা পরানোর প্রয়োজন নেই।

এ বয়সী বাচ্চার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে। সর্দি, কাশি সহজেই লেগে যায়। বাচ্চাকে খুব জনবহুল জায়গায় (মেলা, পিকনিক) না নিয়ে যাওয়াই ভালো।

১ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুর যত্ন

এই বয়সে শিশুরা অনেক খেলাধুলা ও দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। তাই খুব বেশি গরম ও ভারী কাপড় পরার প্রয়োজন হয় না। তবে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় ও বিকেলে খেলতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত উষ্ণতা নিশ্চিত করুন।

স্কুলে পরস্পরের মাধ্যমে শীতকালে কিছু ছোঁয়াচে চর্মরোগ হতে পারে। বাচ্চার ত্বকের প্রতি খেয়াল রাখুন। নিয়মিত লোশন লাগান, যেন ত্বক শুষ্ক হয়ে না যায়।

গোসলের আগে সরিষার তেল ব্যবহার না করে জলপাই তেল ব্যবহার করা ভালো। গোসলের পর বেবি লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন সাবান এবং এক দিন শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে।

শীতকালীন শাকসবজি ও ফল-কমলা, বরই বেশি করে খেতে দিন।

ত্বকের যত্নে শিশুর গায়ে বেবি ওয়েল বা ভ্যাসলিন ব্যবহার করুন।

সতর্কতা

শীতের শুরুতে এবং রোদ উঠলে মাঝে মাঝেই শিশুর লেপ, তোশক, কম্বল, চাদর ইত্যাদি রোদে দিতে হবে। রোদ থেকে তোলার পর তা ঝেড়ে ঘরে রাখতে হবে। আর ধুলাবালু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসবের ওপর কাপড়ের কভার ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো।

যা করবেন না

অযথা শিশুকে অতিরিক্ত সোয়েটার পরিয়ে রাখবেন না। এতে ঘাম জমে সেই ঘাম শীতকালীন ঠান্ডা বাতাসে শুকিয়ে শিশুর সমস্যা তৈরি করতে পারে।

শীতকালে নবজাতকের মাথা ন্যাড়া না করা ভালো।

শিশুর নাক বা মুখের ওপর কাপড়, লেপ, কম্বল ইত্যাদি দেবেন না।

জ্বর হলে শিশুকে অতিরিক্ত জামাকাপড় পরাবেন না। এতে শরীরের তাপ আরও বেড়ে যায়।

লেখক: চিকিৎসক

জেনে নিন

পরচুলার যত্ন

ফারিয়া এজাজ

ফ্যাশনে পরচুলা বা উইগের চল নতুন নয়। নানা রকম স্টাইলিস্ট উইগ মাঝেমধ্যে অনেকেই পরেন। উইগ! শব্দটা শুনলে প্রথমেই মাথায় আসে–এটা মানানসই কি না। পুরো সাজসজ্জা বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরচুলা খাপ খাচ্ছে কি না, সেটাই আসল কথা।

পরচুলা আছে নানা রকমের। আর এর যত্নও নিতে হয় ঠিকমতো। সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্র পারসোনার পরিচালক নুজহাত খান বললেন, 'কৃত্রিম চুল বা উইগ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে, প্রাকৃতিক চুলে তৈরি উইগ এবং কৃত্রিম উইগ। এ ছাড়া প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম চুলের মিশেলে তৈরি উইগও পাওয়া যায়। এটা ব্যবহারের জন্য ভালো। এ ধরনের উইগ অতিরিক্ত গরমে গলে যায় না আর রক্ষণাবেক্ষণও সহজ।' পরচুলা ব্যবহারে চেহারায় চলে আসে ভিন্নতা । মডেল: আইরিন, সাজ: পারসোনা। ছবি: নকশাপরচুলা

ভালো রাখতে বাজারে যে বিশেষ ধরনের শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করা দরকার। কারণ সাধারণ শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারে থাকা রাসায়নিক উপাদান উইগের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো উইগে থাকা চুলের টেচার নষ্ট করে দেয়। ফলে জট বেঁধে যায়।

পরচুলা পরিষ্কার করার সময় সতর্কতা জরুরি। এ ছাড়া পরচুলা খুব বেশি ঘষামাজা করা ঠিক নয়। পানিতে একটু শ্যাম্পু গুলিয়ে, তাতে উইগ ডুবিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণের জন্য। এরপর চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আরও ভালো হয় যদি প্রথমে উষ্ণ পানিতে ধুয়ে আবার ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেওয়া যায়। এরপর শুকিয়ে নিতে হবে। পরচুলা আঁচড়ানোর জন্য আলাদা চিরুনি ব্যবহার করা ভালো।

খেয়াল রাখুন

×পরচুলায় হেয়ার স্প্রে কিংবা শাইন স্প্রে ব্যবহার করা একদম ঠিক নয়। এগুলো চুলকে আঠালো করে তোলে। তবে প্রাকৃতিক চুলে তৈরি পরচুলায় এসব ব্যবহার করা যাবে। কার্লিং আয়রন, স্ট্রেটনার কিংবা হেয়ার ড্রায়ারের মতো স্টাইলার ও সিনথেটিক পরচুলায় ব্যবহার করা যাবে না। এতে পরচুলা গলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

× গোসল করার সময় তো বটেই, সুইমিংপুলে নামার আগে বা বৃষ্টিতে ভেজার আশঙ্কা থাকলে পরচুলা খুলে রাখা উচিত। ঘুমানোর সময় পরচুলা মাথায় না রাখাই ভালো।

×পরচুলা ব্যবহার না করলে হুকে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। ধুলাবালু থেকে মুক্ত রাখার জন্য ঢেকে রাখতে হবে।

× উইগ পরলেও আসল চুলের যত্ন নিতে ভুলে গেলে চলবে না। চুল সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। আর উইগ পরার আগে চুল টান টান করে বেণিতে বেঁধে নিয়ে উইগ ক্যাপ পরে নেওয়া ভালো।

ভিন্ন ধারায় মুগ্ধতা

পোশাকে, সাজে নতুন নতুন ধারার যোগ ফ্যাশনপ্রেমীদের প্রতিনিয়তই মুগ্ধ করে। এমন অনেক কিছুই আছে, ফ্যাশনে এসেছে, আবার চুপিসারে বিয়োগ হয়েও গেছে। আলোড়ন তুলতে পারেনি ক্রেতাদের মনে। আবার এমন অনেক কাটছাঁট এসেছে ভিন্ন ধারার–কিন্তু ক্রেতারা সেগুলো গ্রহণ করেছেন ইতিবাচকভাবে। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পোশাকগুলো তাঁরা বহন করতে পেরেছেন। দেশের ফ্যাশনে চলেছে, এখনো চলছে–ভিন্ন ধারার এমন কিছু সাজপোশাক, অনুষঙ্গের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। সব পোশাকের সঙ্গে পায়ে স্নিকারস, নিয়ে এসেছে ভিন্নতা। মডেল: জাকিয়া উর্মি, পোশাক: বিবি প্রোডাকশনস, সাজ: অরা বিউটি লাউঞ্জ, ছবি: সুমন ইউসুফ, স্থান কৃতজ্ঞতা: লা মেরিডিয়ান ঢাকাঠিক এই মুহূর্তে ফ্যাশনে নির্দিষ্ট কোনো ধারা নেই। একসঙ্গে অনেক ধরনের কাটছাঁট চলছে বলে মনে করেন ডিজাইনার লিপি খন্দকার। পোশাকে লেয়ার, উঁচু-নিচু কাট, কুঁচি, প্লিট, ফ্রিল, কলি ব্যবহার করা হচ্ছে। পোশাকের লম্বা কখনো মাটি ছোঁয়ানো আবার কখনো হাঁটু পর্যন্ত। স্কার্টের সঙ্গে শুধু টপ নয়, কামিজও পরা হচ্ছে। ধুতি সালোয়ার, পালাজ্জো, টিউলিপ প্যান্ট চলছে। এই স্টাইলগুলোর কিছু নতুন আবার কিছু দু-এক বছরের পুরোনো। খুব সাধারণভাবে আর পোশাকে স্টাইল করা হচ্ছে না। বরং পোশাকের ওপর পোশাক পরার মাধ্যমে লেয়ার করা হচ্ছে, এতে নতুনত্ব আসছে লুকে।

সুতির শাড়িতে স্টাইলিস্ট

সুতির শাড়ি পরেও বিয়েবাড়ি বা জমকালো দাওয়াতে যাওয়া যায়। যদি বহন করতে পারেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, তাহলে আপনিই হয়ে উঠবেন সেখানকার মধ্যমণি। ডিজাইনার ইসরাত জাহান সব সময় শাড়ি পরেন। সেটা বিয়ের দাওয়াত হোক কিংবা কোনো ছোট-বড় পার্টি। তিনি জানান, সুতির শাড়ি সব সময় পরা যায়–ঘরে-বাইরে, দাওয়াতে, রাতের বেলায়। তবে পরতে হবে জায়গা অনুযায়ী। দিনের বেলা যখন সুতির শাড়ি পরবেন, গলায় গয়না থাকতেও পারে, থাকলেও হালকা নকশার। রাতের বেলা যদি একই শাড়িতে দাওয়াতে যেতে চান, বদলে নিতে হবে সাজ-গয়না-চুলের স্টাইল।

এক রঙের প্রাধান্য আছে, এমন শাড়িগুলো পরলেই ভালো।

দাওয়াতের সময় ব্লাউজের কাট বদলে যাবে। সাধারণ হাতকাটা ব্লাউজও পরতে পারেন। গলায় মালাকে তুলে ধরবেন, নাকি খোঁপার ফুলের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবেন, সেটার ওপর নির্ভর করেই দাওয়াতের পুরো সাজসজ্জা ঠিক করে নিতে পারবেন।কুর্তার ওপর লম্বা জ্যাকেট। পোশাক: ড্রেসিডেল

সালোয়ারে কাটছাঁট

ভিন্ন কিছু আসলেই যে জনপ্রিয় হবে, এমনটি নয়। তবে কিছু পোশাক বেশ কিছু বছর ধরে টিকে আছে ভালোভাবেই। পালাজ্জো তেমনই একটি। গত কয়েক বছরে পালাজ্জোয় একবার ঘের বেড়েছে, তো আরেকবার কমে গেছে। হেমলাইন কখনো ছিল নকশাবিহীন, কখনো আবার সেখানে যোগ হয়েছে লেস বা হাতের কাজ। এখন আবার ঘের কিছুটা কমের দিকেই।পোশাকে উঁচুনিচু কাট বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, এখনো চলছে এ ধারা। পোশাক: ড্রেসিডেল

উঁচু-নিচু কাট

প্রথম দিকে পোশাকে উঁচু-নিচু কাট অনেকেই পছন্দ করতেন না। তবে এটা এখন এতই জনপ্রিয় যে প্রায় প্রতিটি পোশাকেই এই কাট দেখা যাচ্ছে। কামিজ, ফতুয়া, গাউন ইত্যাদি পোশাকে উঁচু-নিচু কাটছাঁট এখন প্রচলিত। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিকভাবে হেমলাইনে উঁচু-নিচু কাট এসেছিল। ডিজাইনার মারিয়া সুলতানা বলেন, '২০১৩ সালে আমাদের দেশে এই ছাঁট এলেও ক্রেতারা প্রথমে খুব একটা গ্রহণ করেননি। ২০১৪ সালে অনেকে এই কাটের পোশাক পরা শুরু করেন। বাকিটা ইতিহাস। সামনে ছোট, পেছনে বড়, পাশে উঁচু-নিচু কাট আরও চার-পাঁচ বছর চলবে।'হাতায় একটু কাটা, এটাই কো! শো!ার। মডেল: লিওনা, পোশাক: লা রিভ

জ্যাকেট

লম্বায় ছোট-বড় জ্যাকেটের চল এবারের শীতে আবার আসবে। তবে মজার বিষয় হলো, গরমের সময়ও এই জ্যাকেট বেশ জনপ্রিয় ছিল। পাতলা কাপড়ের তৈরি জ্যাকেটগুলো অন্য পোশাকের ওপর একটু ভিন্নতা আনতে পরা হয়। শুধু কামিজ, কুর্তা, ফ্রক, স্কার্টের সঙ্গেই নয়, শাড়ির সঙ্গেও জ্যাকেটের প্রচলন বেশ নজর কেড়েছে।

হাতায় ভিন্নতা

হাতার কাটছাঁটে বেশ ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। ঢোলা হাতা, কুঁচি দেওয়া, ফ্রিল ব্যবহার করা, কো! শো!ার, ঘটি হাতা ইত্যাদি হাতার প্রাধান্য দেখা গেছে।

লম্বা পোশাকের চল

ম্যাক্সি ড্রেস কিংবা গাউনের প্রচলন প্রথম দিকে কিছুটা বিস্ময়ের জন্মই দিয়েছিল। ২০১২ সালে ডিজাইনার মারিয়া সুলতানা গাউন তৈরি করেছিলেন। ২০১৩ সালে গাউনের প্রতি আগ্রহ দেখানো শুরু করেন ক্রেতারা। ঘের, প্রিন্সেস কাট, কোমর থেকে কুঁচি দেওয়া কাট, হেমলাইনে উঁচু-নিচু কাট ইত্যাদি নকশার গাউন, ম্যাক্সি ড্রেস, লম্বা ছাঁটের পোশাক জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশ ভালোভাবেই। এখনো চলছে পুরোদমে।

স্নিকারস

স্নিকারস পরতে হবে প্যান্ট ও টপের সঙ্গেই। নিয়মটা এ রকমই ছিল চলতি বছরে। এই প্রচলন ভেঙেছে কিছুটা। পালাজ্জো, স্কার্ট, ফ্রক–সবকিছুর সঙ্গেই এখন স্নিকারস, কেডস পরা হচ্ছে।বিভিন্ন কাটের লম্বা পোশাক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

পোশাক:

গাঢ় লিপস্টিক, ছোট চুল

সাজের ক্ষেত্রে প্রতিবছরই আমরা কিছু না কিছু পরিবর্তন দেখে থাকি। ভিন্ন অনেক কিছুই অনেকে গ্রহণ করছেন। চুলে রং করা তেমনই একটি বিষয়। পাঁচ-ছয় বছর ধরে চুলে ইচ্ছেমতো রং করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ, সবুজ, গোলাপি ইত্যাদি রং ফ্যাশনপ্রেমীরা বেছে নিচ্ছেন চুল রাঙানোর জন্য। জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ কানিজ আলমাস খান।

গাঢ় রঙের লিপস্টিকের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়েছে তিনি বলেন, 'চুল কাটার বিষয়ে আগ্রহ বেড়েছে। লম্বা চুল রাখতে হবে অথবা চুলের লম্বা ঠিক রেখেই চুল কাটতে হবে, এই ধারণা বদলে গেছে। চুল কাটালেই হলো, এই ধারণা থেকেও বের হয়ে আসছেন সবাই। স্টাইল করে কাটা পছন্দ করছেন এখন।' হাইলাইট, স্ট্রিকসের পাশাপাশি পুরো চুলে রং করছেন অনেকেই।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্কার্ট পরার চল এখন দেখা যাচ্ছে। পোশাক: বিবিয়ানালিপস্টিকে উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল সব ধরনের রংই ব্যবহার করা হয়ে এসেছে। তবে গাঢ় থেকে গাঢ় রংগুলো গত বছর থেকে বেশ চোখে পড়ছে। ভিন্নতা আনতে অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন কালো, গাঢ় প্লাম, লাল, কালচে মেরুন, হলুদ, কমলা, গোলাপি, বারগেন্ডির মতো রংগুলো ব্যবহার করে। শুধু ভিন্ন রঙের একটি লিপস্টিক ব্যবহার পুরো সাজে নিয়ে আসা সম্ভব ভিন্নতা।

আব্দুর রাজ্জাক ঃ একজন কিংবদন্তির গল্প এবং পরজীবী রাজনীতির অপ্রকাশিত কথা (এক)

ছরওয়ার আহমদ

মানুষ মরণশীল। কিন্তু কিছু মানুষ তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করে। সিলেট এর বিয়ানীবাজারের কৃতী সন্তান, দানশীল, পরোপকারী সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুর রাজ্জাক তেমনি এক ব্যক্তিত্ব; যিনি ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে তাঁর সারাটি জীবন মানুষের কল্যাণে উজাড় করে দিয়েছেন। বিয়ানীবাজারের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে জনাব আব্দুর রাজ্জাক এক অসাধারণ ব্যক্তি, যিনি জনসেবাকে রাজনীতির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভালো কাজে দলমত নির্বিশেষে মানুষের উপকার করাই ছিলো তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ। তার মহৎ গুনাবলীকে যারা হিংসার চোখে দেখেছেন কিংবা তার কাছের রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচারণকারীরাও স্বীকার করবেন যে, তিনি মানুষের দুর্দিনে, মানুষের পাশে স্বার্থহীনভাবে পাশে থাকতেন, তাদের সাধ্যাতীত সহযোগিতা করতেন হাসি মুখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দুটোই অর্জন করেছেন। বিয়ানীবাজারের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে জনাব আব্দুর রাজ্জাক একজন কিংবদন্তী। বর্তমানে বার্ধক্যজনিত কারণে পারিবার নিয়েই তাঁর সময় কাটছে। সবার মতো, কালের যাত্রাপথে একদিন ধরনী ত্যাগ করলেও তিনি গণমানুষের মাঝে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকবেন। তাঁর মতো মহৎপ্রাণ,আদর্শিক ব্যক্তিত্ব সমাজের নিয়ন আলো।

অনেকদিন থেকে বিয়ানীবাজারের কয়েকজন কিংবদন্তী আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের মহান সংগঠককে নিয়ে কিছু লিখবো বলে ভাবছি। ব্যস্ততার কারণে সময় হয়ে ওঠেনি। গত ১৬ই অক্টোবর ২০১৭ইং স্যোসাল মিডিয়া ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাবেক ছাত্রলীগনেতা ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বিয়ানীবাজার উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি অনুজ ছরওয়ার হোসেন দীর্ঘদিন পর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা মহান ব্যক্তি আব্দুর রাজ্জাক; যাকে আমি 'চাচা' বলে সম্বোধন করি, তাঁর কর্ম ও দানের প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতাবোধ জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে বাসকরা প্রবাসী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে স্ট্যাটাসটি সমাদৃত হয়েছে। যা রাজ্জাক চাচার প্রতি মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বলে প্রমাণিত।

এছাড়া কয়েকদিন পূর্বে বিয়ানীবাজারের সাপ্তাহিক 'আগামী প্রজন্ম'ও অসুস্থ আব্দুর রাজ্জাক চাচাকে নিয়ে একটি চমৎকার রিপোর্ট করেছে, যা অনেকের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্নেহের ছরওয়ার হোসেন ও সাপ্তাহিক আগামী প্রজন্মকে। লক্ষ্য করেছি, অনেকে মুক্ত ও উদার মনে রাজ্জাক চাচার অবদানকে স্বীকার করে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। এসকল মানবিক বোধের মানুষদের কৃতজ্ঞতাবোধকে আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা মনুষ্যত্বের স্বরুপ ও জাগরণ হিসাবেই আমি দেখি। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের সাথে আমিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মূলতঃ একজন উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত মানুষের এই উদার জাগরণ আজ নিবেদিত রাজনীতিবিদ,সমাজসেবি আব্দুর রাজ্জাককে নিয়ে লিখতে আমাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে।

জনাব আব্দুর রাজ্জাকের রাজনৈতিক জীবনকে আমি দুভাগে দেখতে পাই। প্রথমত; তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং দ্বিতীয়ত; ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাঁকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করা। এই দুটি বিষয়কেই আমি পর্যবেক্ষণ করেছি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও রাজনৈতিক সামাজিক কাজের পর্যবেক্ষণ হিসাবে। কেউ লেখা পড়ে মনঃক্ষুন্ন হলে আমি বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

এক.

বিয়ানীবাজার আওয়ামী পরিবারে রাজ্জাক চাচার অবদান অপরিসীম। জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১৯৬৮সালে বিয়ানীবাজারে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে এই জনপদে ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (যদিও তিনি তখন সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র ছিলেন), যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৭৪), বিয়ানীবাজার উপজেলা কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পরবর্তীতে সিলেট জেলা কৃষকলীগের সভাপতি হওয়াসহ বিয়ানীবাজারে আওয়ামী লীগের একজন শক্তিমান, সৎ ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য এবং কিংবদন্তি নেতা শহীদ শেখ ফজলুল হক মনির ঘনিষ্টজন। এছাড়াও তিনি ঢাকাস্থ বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ সমিতি ও জালালাবাদ সোসাইটির অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দানশীল ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। ফলে বিয়ানীবাজারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলাসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড সমান্তরালভাবে তাঁর দান ও সহযোগিতায় পরিপূষ্ট হয়েছে। একজন ট্রাভেলস বা ওভারসীজ ব্যবসায়ী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁর সাহায্য সহায়তা লাভে কৃতার্থ হয়েছেন। আপাদমস্তক তিনি ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি।

জনাব আব্দুর রাজ্জাক-এর কাছে বিয়ানীবাজারের অনেকের মতো আমিও ঋণী। পূর্বে আমাদের প্রবাসী অধ্যুষিত এই এলাকার লোকজন ইউরোপ বা আমেরিকায় যারা কন্ট্রাকের মাধ্যমে যেতেন, তাদের সকলকে ৮/১০ লক্ষ টাকা মধ্যস্থ হিসাবে কারো কাছে জমা রাখতে হতো। ঢাকায় বলা যায় শতভাগ বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের এলাকার একমাত্র আমানতদার ছিলেন এই রাজ্জাক চাচা। বৃহত্তর সিলেটের শত শত মানুষের তিনি আমানত রেখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, তিনি কোনোদিন কারো আমানত খেয়ানত করেছেন, তা ঘুর্ণাক্ষরেও শুনিনি। অসুস্থতার কারণে রাজ্জাক চাচা দীর্ঘদিন থেকে ঘরবন্দী। কিন্তু আজও এই আস্থার জায়গা কেউ পূরণ করতে পারেনি।

আমি নিজে একবার আমেরিকা ও একবার কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। দু'বারই চাচাকে আমানতদার হিসেবে মধ্যখানে রেখেছি। কিন্তু কোনোবারই উনার কাছে টাকা জমা রেখে যাইনি। কারণ, তখন ঢাকায় টাকা আনা নেওয়া ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। চাচা আমাকে এই ঝুঁকিতে যেতে বারণ করতেন। আমার ও আমার পরিবারের প্রতি এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাসে এতগুলো টাকার দায়িত্ব নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয় ! চাচার এই মহত্বের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

রাজ্জাক চাচা ঢাকায় শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য ছিলেন না। তিনি অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি ঢাকায় এলাকার অসহায় মানুষের অনেক কল্যাণ সাধন করেছেন। ২০০০ সালের একটি কথা মনে পড়ছে। আমরা বিয়ানীবাজারের সামাজিক সংগঠন কণ্ঠকলি সংসদ কর্তৃক পরিচালিত অন্তরা সংগীত বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকায় যাবো বাংলাদেশ টেলিভিশনে ত্রিশ মিনিটের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রেকর্ডের জন্য। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, তখনকার বাংলাদেশে মূলতঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন ছিলো একমাত্র স্যাটেলাইট চ্যানেল, যদিও তখন 'এটিএন বাংলা' ছিলো, তবে তা শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে ডিশ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেখা যেতো। তাই বিটিভি'ই ছিলো মানুষের শেষ ভরসাস্থল। আমাদের টাকার উৎস ছিল সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সংগঠকদের উপর অর্পিত চাঁদা। টিভির রেকর্ডিংয়ের দু'দিন পূর্ব পর্যন্ত আমরা ঢাকায় যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার প্রয়োজনীয় টাকা তুলতে ব্যর্থ হই ।

এমতাবস্থায় প্রথমে আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়। তিনি সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

পরে, আমাদের গ্রুপের সবাই বললেন, রাজ্জাক সাহেবকে বলে দেখার জন্য, উনি কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না। আমি চাচাকে ফোন করলাম এবং সমস্যার কথা বললাম। চাচা প্রশ্ন করলেন 'তোমাদের টিমে লোকসংখ্যা কত জন"? আমি বললাম, প্রায় ৫০ জন হবে। তিনি বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই, তোমরা ঢাকায় চলে আসো, আমি তোমাদের থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করবো'। চাচা আমাদের জন্য তাঁর ধানমন্ডির বাসায় থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করলেন। বর্তমানে তিনি যে বাসায় থাকেন, সেসময় এই বাসার পাঁচতলা পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এই বাসার গ্রাউন্ড ফ্লোরে উনার পরিবার থাকতেন এবং অন্যান্য ফ্লোরও খালি ছিলো। আমাদের জন্য উপরের ফ্লোরগুলোতে থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং খাবারের জন্য বাবুর্চি রাখলেন। এখানে উল্লেখ করতে হয়, আমাদের এই ৫০জনের গ্রুপে বর্তমান বিয়ানীবাজার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অধ্যক্ষ দ্বারকেশ চন্দ্র নাথও ছিলেন। এছাড়াও পিএইচজি হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রী বিরাজ কান্তি দেব (যাঁর কাছে আমি প্রাইভেট পড়েছি), কণ্ঠকলি সংসদের পরিচালক মীর হোসেন আল মোহাম্মদী খোকন ভাইসহ অনেকেই ছিলেন।

> "প্রথমে আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর কাছে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়। তিনি সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে, আমাদের গ্রুপের সবাই বললেন, রাজ্জাক সাহেবকে বলে দেখার জন্য, উনি কোনো সাহায্য করতে পারেন কি-না। আমি চাচাকে ফোন করলাম এবং সমস্যার কথা বললাম। চাচা প্রশ্ন করলেন 'তোমাদের টিমে লোকসংখ্যা কতজন'? আমি বললাম, প্রায় ৫০ জন হবে। তিনি বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই, তোমরা ঢাকায় চলে আসো, আমি তোমাদের থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করবো'।

প্রসঙ্গত কণ্ঠকলি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মীর হোসেন আল মোহাম্মদী খোকন দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠায় বিয়ানীবাজারকে জাতীয়ভাবে প্রকাশের এই আলোকিত উদ্যোগটি নেন। আমাদের সবার প্রিয় 'খোকনভাই' বিয়ানীবাজারে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে ৮০র দশকে অন্যতম একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যিনি নিজের পয়সা খরচ করে বিয়ানীবাজারে সংস্কৃতিবান্ধব বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শিশুদের বিনামূল্যে সঙ্গীত শিক্ষাদান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে এদতঅঞ্চলে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন।

বিটিভিতে আমাদের অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'নিবেদন'। অনুষ্ঠানের কাজে রাজধানীতে, আমরা রাজ্জাক চাচার বাসায় তিন দিন ছিলাম। সেই সময়ের চোখে পড়েছে তার মানবিক হৃদ্যতার চিত্র। এই সময়েই তাঁর বাসায় আসেন বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনাব কুতুব উদ্দিন ও তাঁর দুজন আত্মীয়। বাসাভর্তী আমরা পঞ্চাশজন, থাকা ও খাবার দাবার ইত্যাদিতে আমরা এমনিতেই বড় ঝামেলায় ফেলেছি তাঁকে। তিনি বাসায় এতো ঝামেলার মধ্যেও আমাদের সাথে জনাব কুতুব উদ্দিন সাহেবদেরকেও হাসিমুখে থাকতে দিয়েছিলেন। সেদিন আমরা অনেকে তাঁর এ মহানুভবতায় অসম্ভব মুগ্ধ হয়েছিলাম। নিজ অঞ্চলের মানুষের প্রতি অপার ভালোলাগা দেখে বলা যায় আমরা বাকরুদ্ধ ছিলাম। সেই সময়ের স্মৃতিগুলো আজও মনে স্বচ্ছ ভাবেই ভেসে ওঠে। সর্বোপরি আমরা বিয়ানীবাজার অন্তরা সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও পরিচালকগণ রাজ্জাক চাচা ও তাঁর পরিবারের আত্মীয়তায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের পক্ষে তিনি ও তাঁর পরিবারের অশেষ ঋণ পরিশোধ হবার নয় ।

এতো আনন্দের মাঝে ঘটে একটি দুঃখজনক ঘটনা। বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনায় বিয়ানীবাজারের পরিচিতি নিয়ে শুরুতেই পাঁচ মিনিটের একটি বক্তব্য ছিল। আমরা বিয়ানীবাজারে বসেই কর্মকর্তাবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলাম, এই বক্তব্যটি রাজ্জাক চাচার কণ্ঠে রেকর্ড হবে এবং আমাদের রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানের সূচনাতেই পাঁচ মিনিট এই বক্তব্যটি প্রচার হবে। আমরা ঢাকায় যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বিষয়ে রাজ্জাক চাচাকে কিছু বলিনি। ঢাকায় যাওয়ার পরদিন সকালবেলা আমরা তিন/চারজন প্রথমে বৈঠক করি এবং পরে রাজ্জাক চাচার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিয়ানীবাজার অঞ্চল বিষয়ে বলতে অনুরোধ করি। প্রস্তাবটি তাঁর মনোপূত হয় এবং তিনি সানন্দে রাজি হন। আমরা আমাদের লেখা বক্তব্যের স্ক্রিপ্ট তাঁকে দিলাম। তিনি স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী যথারীতি বক্তব্য রাখলেন এবং ১৮ জুলাই ২০০০ সালে তা রেকর্ডও হলো।

ওই সময়ে আমাদের প্রতি রাজ্জাক চাচার মহানুভবতা ছিলো নিখাঁদ ও অনেক বড়। আমরা সবাই ভাবলাম, তিনি যেহেতু জনবান্ধব রাজনীতি করেন এবং আমাদের প্রতি বিশাল আন্তরিকতা প্রকাশ করে অনেক কিছু করছেন সেহেতু তাঁর প্রতি এই সামান্য মূল্যায়নে হয়তো তিনি আমাদের প্রতি একটু খুশি হবেন। বস্তুত, তাঁকে দিয়ে বক্তব্যটি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরাও খুব আনন্দিত ছিলাম। অবশেষে রাজ্জাক চাচার সহযোগিতায় আমাদের অনুষ্ঠান সফলভাবে রেকর্ড করে বাড়িতে চলে আসি এবং টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে প্রচারের দিনক্ষণ জানিয়ে দেন। (চলবে..)

লেখক : সাবেক ভিপি, ছাত্র সংসদ (১৯৯৫-৯৬), বিয়ানীবাজার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিয়ানীবাজার, সিলেট । বর্তমানে যুক্তরাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা।

‘ঘুরে এলাম এক স্বপ্নপুরী’

আহমদ ইকবাল চৌধুরী

শিরোনাম দেখে মনে হবে উন্নত বিশ্বের কোন পর্যটন নগরীর কথা লিখছি। আসলে আমি যে স্বপ্নপুরীর কথা লিখছি- সে আমার দেশ, সে আমার জন্মভূমি। আজকে বাংলাদেশ ভ্রমনের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করব।

এবারের সফরটা হঠাৎ, তাই এমিরেটস টিকেট করলাম, নিজের শহরে সরাসরি যেতে পারছি না বিধায় মনটা কিছুটা খারাপ ছিল। কিন্তু ঐ দিন বিমানের ফ্লাইট সিডিউল বিপর্যয়ের কথা শুনে মনে হল সিদ্ধান্ত নেওয়া খারাপ হয়নি। দুবাই এয়ারপোর্টে তিন ঘন্টার যাত্রা বিরতি, অনেকেরই জানা এ যেন এক অনিন্দ্য সুন্দর এয়ারপোর্ট। সেখানে লন্ডন প্রবাসী ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতা মাইনুল ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো। খুব কম সময়ে একান্ত আপন করে নিলেন। চেক ইন এ গিয়ে দেখি লম্বা লাইনে দুবাই থেকে আমাদের বাংলাদেশী ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের কারো হাতে ১৫-২০ কেজি ওজনের হাত বেগ, কারো হতে আবার একের অধিক, কেউবা ওজন কমানোর জন্য স্পাইস-চকলেটের পেকেট কোমরে বাঁধছেন, কেউবা আবার একের অধিক জামা-কাপড়, চাদর নিজের শরীরে লাগাচ্ছেন। মাইনুল ভাই এক ভদ্র লোককে জিজ্ঞেস করলেন- আপনারা কেন এসব করছেন? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন- দেশে আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজনের জন্য সবকিছু ভাই। কথা হল তাদের কাজকর্ম ও অর্থ উপার্জন নিয়ে। শুনে রীতিমত বিস্মিত হলাম। যাদের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে, জিডিপি বৃদ্ধির মূলে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নেই। তারা বিনিময়ে সিআইপি বা ভিআইপি হবার স্বপ্ন দেখেন না, নেই তাদের বিশেষ কোন চাওয়া-পাওয়া। একদিকে মালিকের (কফিল) অমানবিক আর্থিক ও মানসিক নির্যাতন, অন্যদিকে আইনী সহায়তার জন্য কনসুলেট অফিসে গেলে অসহযোগিতা, দীর্ঘসুত্রিত ও হয়রানি তাদের প্রবাস জীবনকে অতিষ্ট করে তুলছে। তবুও জীবন যুদ্ধে তাঁরা থেমে নেই। গ্রামীণ অর্থনীতি বা শহরের অর্থনীতিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা শুধু শিল্পায়ন এবং শিল্পপতিদের অবদানের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলি। কিন্তু মাইক্রো অর্থনীতিতে প্রবাসীদের বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের প্রবাসীদের অবদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আমরা পারতপক্ষে স্বীকার বা মুল্যায়ন করি না। তাদেরকে যথাযোগ্য মুল্যায়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করল। অনেক বছর পর দেশে যাওয়া, তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ দেখবার জন্য মনটা ব্যাকুল ছিল। হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের অবস্থা দেখে মনে হল সত্যিই আমাদের মাঝে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। লাগেজ কালেকশন পয়েন্টে আগেকার মত টানাটানি নেই। পাউন্ড নেওয়ার জন্য বাটপার, পকেটমার বা সিন্ডিকেট চক্র নেই। নিরাশার বুকে আশার জয়োল্লাস। সন্ধ্যা প্রায় ৭:১৫ মিনিট। ঢাকায় অসম্ভব যানজট। পার্কিং থেকে মেইন রোডে আসতে প্রায় ৪০ মিনিটের অধিক সময় লেগে গেল। যানজট থেকে মুক্তি পাবার আশায় আমাদের ড্রাইভার ময়মনসিংহ হয়ে সিলেটের দিকে রওয়ানা হলেন। শুরু হল সেই চিরচেনা বাংলাদেশের স্ব- রুপে আবির্ভাব। রাত প্রায় ৯টা ৫০ মিনিটে ঢাকার অদূরে কয়েকজন তরুণ আমাদের গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে কি যেন বলল। ড্রাইভার দু’শ টাকা তাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারা আমাদের গাড়িটি ছেড়ে দিল। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম- ভাই সামনে কি কোনো ব্রিজ, যার জন্য আপনি কি টোল দিলেন? মৃদু হেসে উত্তর-জ্বি-না, ওদের সাথে প্যাঁচাল করে লাভ নেই তাই দিয়ে দিলাম। তখনই সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে মনের ভিতর নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিছুদূর যেতে না যেতেই আবার আরও কয়েকজন তরুণ একটি ট্রাককে ধাওয়া করছে। সাথে আরও কয়েকটি প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্যিস- আমাদেরকে ছেড়ে দিল। প্রশ্ন হল- আসলে এই এলাকা কি ডিজিটালের আওতামুক্ত? নতুবা এরা ডিজিটাল চাঁদাবাজ। প্রশাসনের যোগসাজশে এরা কোটি কোটি টাকা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে হাতিয়ে নিচ্ছে। আমাদের সোনার ছেলেরা ধরাছোঁয়ার বাইরে, সুতরাং পুলিশ, র‍্যাব চোখ থাকতে অন্ধ। দিনে-দুপুরে এরা নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে। এ যেন এক মগের মুল্লুক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘ইংরেজরা সভ্য জাতি, আর তাদের সভ্যতার যাতাকলে পৃষ্ট গোটা ভারতবর্ষ’। আর আমি বলব ‘বাংলাদেশীরা সভ্য জাতি, আর তাদের সভ্যতার যাতাকলে পৃষ্ট তাদের নিজ জাতি।’

জরুরি প্রয়োজনে একদিন কুলাউড়ায় গেলাম, ফিরতি পথে টোল দিতে হল। কোন আপত্তি নেই, দেশের উন্নয়নে টোল দিতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়, কিন্তু ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক বিনা টোলে জামাই আদরে আমার দেশের উপর দিয়ে বীর দর্পে যাচ্ছে, অথচ তাদের টোল দিতে হয় না। একে বলে সভ্যতা! এক মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন ‘ভারতের কাছ থেকে টোল আদায় করা অসভ্যতা।’ ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু, কিন্তু বিনিময়ে আমরা বন্ধুর কাছ থেকে কী পেলাম?

একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব হতে হবে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে ভারত তাদের সহযোগিতার হিসাব কষেছে খুব ভাল করেই এবং তারা তাদের লভ্যাংশ তখনই তুলে নিয়েছে। আর্থিক বৈদেশিক সাহায্যের ৯০ শতাংশ ভারতের কাছে গিয়েছিল, আরও একটি বড় লাভ ভারতের-যেটি টাকার অংকে নিরূপন করা সম্ভব নয়, আর সেটি হল পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করা, দিস ইজ দ্যা ফ্যাক্ট। এটা দেখে হয়ত অনেকে আমাকে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা বলবেন। আজকে মিয়ানমার বিষয়ে ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের জন্য একটি সতর্ক বার্তা, আর এ বার্তা যদি আমরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করি, এর খেসারত হাজার বছর দিয়েও শেষ হবে না। সারা বিশ্ব যখন মিয়ানমারের জাতিগত নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্ছার, তখন ভারতসহ গুটি কয়েক দেশ তাদের নিজেদের স্বার্থে মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা একেবারে ‘বন্ধু বেঈমান’ সিনেমার মতো। এটাকে যদি আমি পজিটিভলি চিন্তা করি তবে তা হল মোদির আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতা, কারণ ভারত এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাদের হারাবার কিছু নেই। ভারত আমাদের প্রতিবশী বন্ধু রাষ্ট্র, ৭১ সালে ভারতের সহযোগিতার জন্য জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারতের সামরাজ্যবাদী আগ্রাসী ভূমিকা আমাদের জন্য যে হুমকি, আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। এই সেই ভারত যারা আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে রণকৌশল প্রশিক্ষণ দিতে চায় এবং সমরাস্ত্র বিক্রি করতে চায়। তারা প্রতিনিয়ত সিমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা করেই চলছে। জনৈক মন্ত্রীর ন্যায় অন্ধভাবে কাউকে বন্ধু ভেবে নিজের ভিটে মাটি দিয়ে দেওয়া বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার জন্য কাউকে সমূলে নির্মূল করা বা শত্রু ভেবে আজীবন বিরোধিতা করা সমীচীন নয়।

> “এয়ারপোর্ট হল দেশের আয়না, যেখানে পা রেখেই একটি দেশ সম্পর্কে নব্বই ভাগ ধারনা পাওয়া যায়। এখানকার মানুষগুলোর মানসিকতা যদি বিশ্ব ডিজিটালাইজেশনের সাথে তাল মিলিয়ে না চলে, তাহলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এবার ফেরার পালা। সিলেট ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ফ্লাইট সকাল ৬ টা ২০ মিনিটে, তাই ৪টা ৩০ মিনিটে ঘর থেকে বের হলাম। ভোর বেলা মালনীছড়া চা বাগানের উঁচু পাহাড় ও আঁকাবাঁকা পথ, এ যেন এক ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে গেল কৈশোরে। স্মৃতিপটে চলে আসে পড়ন্ত বিকেলের লাক্কাতুরা গলফক্লাবে আড্ডা, আজকে যেখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সেখানে কখনও ফুটবল আবার কখনও ক্রিকেট খেলতাম। চারদিকে পাহাড় আর সবুজের সমারোহ। সত্যিই ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।’

আমার ছিল বিমানের সাথে সিলেট-ঢাকা কানেকটিং ফ্লাইট। কিন্তু সিলেট থেকে বিমানের সাথে প্রথমেই শুরু হয়ে গেল ডিজিটাল দুর্ভোগ। চেক ইন কাউন্টারে আমাকে বলা হল যে, আপনাকে সম্পূর্ণ লাগেজ এর ভাড়া দিতে হবে। আমি বললাম কেন? আমার টিকিট কি দেখেছেন? উত্তর হ্যা! তারপরও বলে ভাড়া দিতে হবে। অনেক তর্ক হল দু’জন অফিসারের সাথে। মনে হল এরা এখনও ডিজিটাল হয়নি। নিজের বাড়িতে বিধায় একটু হাস্যরস করে বললাম আপনারা ডিজিটাল না এনালগ? দেশ ডিজিটাল হয়েছে শুনলাম কিন্তু আপনারা হতে পারলেন না, আরেকজন এসে বলল, স্যার মাল একটু বেশি, ‘মরার উপর খরাড় ঘা।’ তখন বলে অতিরিক্ত মালের ভাড়া দিতে হবে। দিনটি শুরু হল সমস্যা দিয়ে। অনেক্ষণ পর বলল- আচ্ছা আপনি যান। পরে লাগেজের ট্যাগে দেখি ২৯ কেজি। আমার লাগেজ এলাউন্স ছিল ৩০ কেজি। বিমান নামক ঐ যন্ত্রটিতে একের পর এক সমস্যা। সিলেট থেকে একই সময়ে দু’টি ফ্লাইট ছিল। একটি ফ্লাইট বাতিল করে সবাইকে একসাথে দিয়ে দিল। শুরু হল এলাহী কান্ড, ছোটবেলা দেখেছি বড় পুরানো বাস সালুটিকর বা জকিগঞ্জ যেত, যাকে আমরা সিলেটী ভাষায় ‘মুরিরটিন’ বলতাম। সৌভাগ্যবশত আমার ফ্লাইট বাতিল হয়নি তাই নিজের সিটে বসে পড়লাম, কিন্তু যাদের ফ্লাইট বাতিল হল তাদের বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। অব্যবস্থাপনা কাকে বলে তা এত স্বল্প পরিসরে বলা অসম্ভব ।

যেহেতু আমি এমিরেটস এর কানেক্টিং ফ্লাইটের যাত্রী সেহেতু ঢাকায় এসে অভ্যন্তরীণ আগমন দিয়ে আমার লাগেজ কালেকশন করার কথা, প্রায় দু ঘন্টা অপেক্ষার পরও লাগেজের কোন হদিস মেলেনি। এয়ারপোর্টে কিছু লোক অনেক খোজাখুঁজির পরও কোন হদিস পায়নি। তাই নিজের বিবেককে কাজে লাগিয়ে সময়মত বর্ডিং পাস নিয়ে নিলাম। এমিরেটস এর কাউন্টারের ভদ্রলোক পুরো ব্যাপারটি শুনে লাগেজ না দেখেই আমাকে লাগেজের জন্য ট্যাগ দিয়ে দিলেন এবং লাগেজ পাওয়ার পর বেলটে না দিয়ে সরাসরি ভেতরে যেতে বলেন। তিনি আমাকে ফ্লাইট ছাড়ার ৪৫ মিনিট আগে আসতে বলেন। যেহতু কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে সেহতু তিনি আমার জন্য ভিতরে অপেক্ষা করবেন। তার সার্ভিসে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। দেশী (বিমান) এবং বিদেশী (এমিরেটস) কোম্পানীতে চাকরিরত কর্মকর্তার যাত্রী সেবার পার্থক্য অনুভব করলাম। আমি লাগেজের খোঁজে আবারো চলে গেলাম অভ্যন্তরীণ আগমন কাউন্টারে, সবাই আশান্বিত করে কিন্তু খোজাখুঁজির গতি এতো স্লু যে দু-তিন দিনেও পাওয়া মুশকিল। কেউ আবার বলে ভাই আপনারা কেন বিমানে আসেন। আমি শেষ পর্যন্ত লাগেজের আশা ছেড়ে দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল বহির্গমন কাউন্টারে এলাম।

নির্ধারিত সময়ের একটু পরে অর্থাৎ ৭মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল। ইমিগ্রেশন অফিসার প্রথমেই বলেন আপনি এ ফ্লাইটে যেতে পারবেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম- কেন? বললেন, বাইরে নোটিস দেখেন নাই। আমার দেরী হওয়ার কারণ বুঝিয়ে বললাম। তখন বললেন, এমিরেটস কাউন্টার বন্ধ আপনি যেতে পারবেন না। আমি আমার বর্ডিং পাস দেখালাম, গেইটের কর্মকর্তার বললেন, স্যার বলেছেন আপনি যেতে পারবেন না। অনেক অনুরোধ করলাম। মেদ ভুঁড়িওয়ালা স্যার এলেন। তিনিও আমার উপর চড়াও, আমি যেতে পারব না। কিন্তু ঐ ফ্লাইটের মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রীরা তখনও লম্বা লাইনে ফাইনাল চেক ইন এ দাঁড়িয়ে আছেন। আমার অপরাধ আমি ৭ মিনিট দেরিতে এসেছি। ব্যারিস্টার রিজওয়ানের উপর নির্যাতনের কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত রাখলাম। মনে হল দেশটি আমাদের না। প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেলাম। এদের প্রফেশনালিজম, ইন্টিগ্রিটিও হিউমানিটি নিয়ে ভাবার বা দেখভাল করার কারো অবকাশ নেই। সার্ভিস বেইস ডিপার্টমেন্টগুলোকে যদি মানবীয় না করে দানবীয় করা হয়, তাহলে মেশিন সর্বস্ব ডিজিটালাইজেশন জনজীবনে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। জনগণের টাকায় এরাই দেশ-বিদেশে অনেক ট্রেনিং নিয়ে জনগণের প্রতি দানবীয় হয়ে উঠে এবং জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। প্রতিনিয়ত তারা কর্মক্ষেত্রে গ্রস-মিসকন্ডাক্ট করে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট হল দেশের আয়না, যেখানে পা রেখেই একটি দেশ সম্পর্কে নব্বই ভাগ ধারনা পাওয়া যায়। এখানকার মানুষগুলোর মানসিকতা যদি বিশ্ব ডিজিটালাইজেশনের সাথে তাল মিলিয়ে না চলে, তাহলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কর্মক্ষেত্রে শুধু নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে না থেকে মানুষের প্রয়োজনে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে এগিয়ে আসতে হবে, ইংরেজীতে একটি কথা আছে ‘গোইং এক্সট্রা মাইল’(জিইএম)।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যাংকার

সিলেট : ডিসি যায় ডিসি আসে রেখে যায় স্মৃতি

নজরুল ইসলাম বাসন

সিলেটকে এক সময় বলা হত কাঞ্চনকন্যা, সুন্দরী শ্রীভুমি সিলেটে পদার্পন করেছিলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল, আরো কত কত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ। তাদের মধ্যে সিলেটের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য নাড়া দিয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য, কিন্তু সিলেটের এখন সে রূপ আর নেই। শহর সিলেট এখন এক ইট সিমেন্টের বস্তি। ঘর থেকে পা বাড়ালেই দোকান পাট আর মার্কেট এ যেন মার্কেটের নগর, পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে সিলেটের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার হাসান চৌধুরী গোবিন্দ পার্কে নির্মাণ করেন হাসান মার্কেট। তারপর এই ধারা এখনও চলছে। হাসান সাহেব চলে গেলেও তার দেখানো পথ অনুসরণ করছেন নব্য পুজিপতিরা ও ডিসি সাহেবরা। এক ডিসি সাহেব দোকান পাট ও নির্মাণ করেছেন এই লেখায় আমি পরবর্তীতে উল্লেখ করেছি। সত্তর দশকের শেষ দিকে আরেক (প্রয়াত) ডিসি ফয়েজ উল্লা, তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। সিলেট শহরের রাস্তাঘাট বড় করার জন্যে উদ্যেগ নেন। ওভারসিজ সেন্টার তার উদ্যেগেই নির্মাণ করা হয় (এই লেখকের পারিবারিক ৩টি দোকানও নেয়া হয়েছিল, নেভার মাই)। পলিটিক্যাল চাপে বিদায় না নিলে ডিসি ফয়েজ উল্লা আরো অনেক কাজ করতে পারতেন। তারমত কেউ থাকলে সিলেটে এখন এনআরবি সেন্টারও করা যেত।

ডিসি ফয়েজ উল্লার পরে আরো অনেক ডিসি এসেছেন গেছেন কিন্তু নগরবাসির স্মৃতিতে তারা স্থান করে নিতে পারেননি। রাজা যায় রাজা আসে, ডিসি আসেন, ডিসি যান, কিন্তু নগর সিলেটের রাস্তা আর বড় হয় না। নগর সিলেটের বিনোদনের জন্যে দৃষ্টিনন্দন কিছু কোনো ডিসি করেননি। তবে এক্ষেত্রে সিলেটের বর্তমান ডেপুটি কমিশনার জনাব রাহাত আনোয়ার বোধহয় একটু ব্যতিক্রম। তিনি তার কার্যালয়ের চত্বর সাজিয়েছেন মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তার একটি সৃজনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য পরিচালিত সিলেট আর্ট এন্ড অটিস্টিক স্কুলের দুই শিক্ষক চিত্রশিল্পী ইসমাইল গনি হিমন ও আলী দেলওয়ারের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম এক শৈল্পিক উদ্যান। এতে রয়েছে 'সৌরভ' 'গৌরব' আর প্রকৃতি কন্যা। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা নিয়ে হৃদয়ে ৭১, সিলেটের নাগরি লিপির উপর মুর‍্যাল। জেলা প্রশাসনের তোরন দিয়ে প্রবেশ করলেই ডানে যে ৩০ শতক জায়গা ছিল সেখানেই গড়ে তোলা হয়েছে ছোট্ট সিলেটকে। চা বাগানের ছোট ছোট টিলা,

আলী আমজদের ঘড়ির পাশে ঐতিহ্যবাহি কীনব্রীজ। শিল্পীরা ড্রাইওয়াল পেইন্টিং এর মাধ্যমে চা বাগান আর টিলার চিত্র অংকন করেছেন। পর্যটন নগরীর চিন্তা মাথায় রেখে থিম পার্কের আদলে এই শৈল্পিক উদ্যানটি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার কলেক্টরেট লাইব্রেরিকেও সমৃদ্ধ করার উদ্যেগ নিয়েছেন। তরুণ প্রজন্ম যাতে পড়তে আগ্রহী হয় সেদিকেই তার নজর। তিনি নাগরি লিপির প্রতিও দেখিয়েছেন যথেষ্ট আগ্রহ তার কার্যালয়ের নিচ তলায় রয়েছে নাগরী লিপির ম্যুরাল। ফয়েজ উল্লা সাহেব এর যাওয়ার প্রায় ৪ দশক পরে রাহাত আনোয়ার সাহেব সিলেটের ডিসি হয়ে এসেছেন এই রুচিশীল মানুষটি সিলেটের অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ট্যুরিজমের জন্যে সিলেটকে ব্রান্ডিং করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তার এই চিন্তা ভাবনা যদি নীতি নির্ধারকদের চোখে পড়ত তাহলে তিনি অনেক কাজ করে দেখিয়ে যেতে পারতেন।

সিলেট নগরবাসির দুর্ভাগ্য যে, উন্নয়ন বলতে তারা বোঝেন শুধু রাস্তাঘাট আর ব্রীজ, চিত্ত বিনোদনের জন্যে যে কিছু করতে হবে এটা তাদের মাথায় নেই। চিত্ত বিনোদনের জন্যে যে বিত্তের প্রয়োজন সেটা বিত্তশালিদের থাকলেও তারা বিনোদনের জন্যে বিনিয়োগ করবেন না, নেই নগরপিতাদেরও । যদি নান্দনিক মানসিকতা থাকতো তাহলে তাদের নান্দনিক মনের পরিচয় পেতাম ডিসি সাহেবের মত। শুনেছি ৫০ বা ষাটের দশকে সিলেট টকিজ বা দিলশাদ ছিল, ছিল রংমহল। এখন সিলেটে সিনেপ্লেক্স থাকা উচিত ছিল, কিন্তু নেই। সিলেটে বিনোদনের কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই বল্লেই চলে, যেখানে সেখানে গড়ে উঠেছে খাবারের দোকান।

এখানে একটা কথা বলতে হচ্ছে, আমাদের নগর পিতারা কি ভুলে গেছেন কোর্ট প্রাঙ্গনের ৬ খুটির ঘর, রাস্তার দুই ধারে বকুল ফুলের গাছ। আমরা যে সিলেট শহরে বড় হয়েছি সেখানে বড় বড় দিঘী ছিল। তালতলারদিঘী ভর্তি করে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়েছে। গোবিন্দ পার্কের উপর মার্কেট আর জেলা পরিষদ অফিস হয়েছে। কোর্ট পয়েন্টে তথাকথিত দৃষ্টিকটু লোহার জঞ্জালযুক্ত ওভারব্রীজ। খুব দরকার ছিল কি এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনকে নস্ট করার। ডিসি অফিসের জায়গায় দোকানপাট নির্মাণকে হালাল করার জন্যে বানানো হয়েছে দোকানপাট। এই দোকানগুলোর সালামী কাদের পকেটে গেছে তা ভাবতেও লজ্জা লাগে। এই ফাঁকে বলে নেই আমার জন্ম সিলেটের ছড়ারপারে মাতুলালয়ে, যেখানে সাবেক মেয়র কামরান সাহেবের বসত বাড়ি। লেখাপড়া করেছি সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে।তাই সিলেট শহর আমার জন্ম ও প্রাণের শহর। চাকরি জীবন শুরু হয়েছিল জাফলং চা বাগানে। সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখতে হাই কমিশনারসহ অনেক বিদেশী যেতেন। আমি লন্ডন থেকেও অনেক অতিথিদের নিয়ে গেছি সিলেটে। এর মধ্যে সাবেক মন্ত্রী কিথ ভাজ ও সাবেক এমপি ফ্রাংক ডবসনও রয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে আরো দেশি বিদেশী অতিথিদের নিয়ে সিলেট গিয়েছি। সবাই সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করলেও অপরিকল্পিত নগরীর মন্দ দিকটাও তাদের নজর এড়ায়নি বলে আমাকে জানিয়েছেন।

এবার আসি অন্য প্রসংগে। সিলেট নগরীতে এক সময় প্রচুর দিঘী ছিল। এখন আর দিঘী বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গন নেই। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনগুলোতে হয়েছে ভবন আর ভবন। আর জলাশয়গুলোতে হয়েছে উপশহর আর হাউজিং এস্টেট, প্রাইভেটর প্রপার্টিতো গড়ে উঠেছে যত্রতত্র। তাই সিলেটকে গালভরা নাম পর্যটন নগরী দিলেও এই সিলেট নগরীকে সত্যিকার অর্থে পর্যটন হিসেবে নগরী গড়ে তুলতে হলে রাতারগুল, বিছনাকান্দি, জাফলং, মাধবকুন্ড এবং চা বাগানগুলোকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করতে হবে। এগুলোকে প্রাকৃতিক প্রাণীদের জন্যে অভয়ারন্য হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্যে খুব বড় কিছু করার দরকার হবে না। সিলেটের মাননীয় জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার সাহেব যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন এটাই যথেষ্ট। এই ধরনের আরো অনেক সৃজনশীল মডেল নিয়ে অনেকে সিলেট সাজাতে পারবেন, যেসব ফরেনার সিলেটে আসেন তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন প্রকৃতি-কন্যা সিলেটের রূপের দিকে। প্রতিবছর ইউরোপ আমেরিকা থেকে যে সংখ্যক বাংলাদেশি সিলেটে বেড়াতে যান এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের দিয়েই সিলেট পর্যটন নগরী হিসাবে সফল হয়ে উঠতে পারে। শুধু সরকারের মুখের দিকে চেয়ে থাকলে কিছুই হবে না, তবে সরকারের কর্মকর্তারা চাইলে অনেক কিছুই হতে পারে আর এই জন্যে চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

নজরুল ইসলাম বাসন : সাবেক কমিউনিকেশন্স এ্যাডভাইজার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

ছাত্রানং রাজনীতি তপঃ

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বঙ্গীয় শিক্ষাব্যবস্থায় চৌদ্দ আনা সাফল্য অর্জিত হয়ে গেছে। বাকি ছিল দুআনা। এবার ষোলোকলা পূর্ণ হতে যাচ্ছে। অধিপতি দলের ছাত্রসংগঠন মাধ্যমিক স্কুলে কমিটি গঠন করার জন্য তার সব সাংগঠনিক ইউনিটকে ফরমান জারি করেছে। ২১ নভেম্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এই ফরমান জারি করে। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত ফরমানে বলা হয়েছে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে' মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হলো। কমিটি গঠন-সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংগঠনের একজন সম্পাদককে।

সুস্পষ্ট নির্দেশ, তবে আপাতত স্বস্তির কথা এই যে প্লে গ্রুপ বা কেজি ওয়ান থেকে নয়, বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক শ্রেণি থেকেও নয়, ছাত্রসংগঠনের কমিটি গঠিত হবে মাধ্যমিক স্কুলে। মাধ্যমিক স্কুল ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। এই পাঁচটি শ্রেণিতে নাবালক-নাবালিকা এবং সাবালক-সাবালিকা দুই ধরনের ছাত্রছাত্রীই লেখাপড়া করে। নাবালক অবস্থা থেকেই যদি কেউ দলীয় রাজনীতির মধুর স্বাদ পায়, পরবর্তী জীবনে তার আর কোনো ব্যাপারে কোনো রকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সিভির একেবারে শুরুতেই থাকবে: উজ্জ্বলুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক ভিপি/জিএস, পাঁঠাপুর তরমুজ আলী উচ্চবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ। এই পদবির পরে চাকরি-বাকরিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তার পরীক্ষার ফলাফল বা যোগ্যতার ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এমন বুকের পাটা কার?

ছাত্রসংগঠনটির স্কুল কমিটি গঠিত হবে কী প্রক্রিয়ায়? কেন্দ্রীয় কমিটি ও কলেজগুলোর কমিটি যেভাবে গঠিত হয়, সম্ভবত সেভাবেই। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রার্থী জনা দশেক। অবধারিতভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হওয়ার কথা এলাকার প্রভাবশালী নেতার অমেধাবী ছেলে বা মেয়েটির। কোনো কারণে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে তা না হয়ে যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে আগ্রহী যারা হতে পারেনি তারা বলে বেড়াবে, 'ওর বাপ তো ছিল রাজাকার'। যদিও একাত্তরে ওর বাবার বয়স ছিল সাড়ে তিন মাস।

কমিটি গঠিত হওয়ার পর তার অভিষেক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের জন্য টাকার দরকার। উত্তম উপায় চাঁদা তোলা। চাঁদাবাজিতে হাতেখড়ি একেবারে শৈশবেই। কমিটির নেতারা আশপাশের বাজারে দোকানদারদের কাছে যাবে। কিসমত আলীর মুদি দোকানে বেচাকেনা খুবই কম। তার কাছে যে চাঁদা দাবি করা হবে, সারা মাসে তার বিক্রিও অত টাকা নয়। কেষ্ট ঘোষের মিষ্টির দোকান কোনো রকমে চলে। চাঁদা চাইতে গিয়ে প্রথমে দলবল নিয়ে নেতারা তার দোকানে গিয়ে দাঁড়ায়। সভাপতি ভাঙা চেয়ারটায় বসে। একজন বলে, 'কাকা, আপনের দোকানের মিষ্টি নাকি খুব খারাপ হইয়া গেছে?' কেষ্ট ঘোষ বলেন, 'কেডা কয়? খাইয়া দ্যাখো না।' ওই দিনের সব মিষ্টি তখনই সাবাড়।

অভিষেক অনুষ্ঠানের সভাপতি কোনো মাননীয় মন্ত্রী। এলাকার এমপি তাতে গোস্?সা। দলের অন্য নেতাও আছেন। মঞ্চে প্রধান অতিথির দুই পাশে কে বসবেন তা নিয়ে বচসায় হাতাহাতিতে হাত ভাঙবে একজনের। অনুষ্ঠানের দিন প্রথম সারিতে বসা নিয়ে যে ব্যাপার ঘটবে তাতে প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো বসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে না। স্বল্পপাল্লার মিসাইলের মতো সভাকক্ষে ছোড়াছুড়ি হবে। তাতে কতজন রক্তাক্ত হবে তা বলা মুশকিল। ছেলের অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের মায়ের একটি চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে পেয়েছে ৭ এবং ইংরেজিতে ১১ নম্বর। সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় পরীক্ষা ভালো হয়নি। অঙ্কের শিক্ষক ননী বাবুর বাজারে একটি ছোট হোমিওপ্যাথ দোকানও আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল সে দোকান তছনছ। ওষুধের শিশিবোতল সব রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ইংরেজির শিক্ষক মীর উম্মত আলীর বিরুদ্ধে স্কুলের দেয়ালে কুৎসিত পোস্টার। নেতাকে ক্লাস নাইনে প্রমোশন না দিলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি থাকে না। নেতার বাবা স্কুলে গিয়ে হেড স্যারকে বললেন, ও তো এসএসসিতে জিপিএ-ফাইভ পাবেই। ইংরেজি পরীক্ষার দিন পেট খারাপ হইছিল।

এক দলের ছাত্রসংগঠন স্কুলে কমিটি গঠন করলে অন্য দলের সংগঠন বসে থাকবে না। তারাও কমিটি গঠন করবে। বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের দ্বারা ভরে যাবে স্কুল প্রাঙ্গণ। পরশউল্লা মুন্সী উচ্চবিদ্যালয়ের পাশেই গোলবানু গার্লস হাইস্কুল। সেখানেও কমিটির সভাপতি আছে, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদক আছে। কর্মকাণ্ড যার যার বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র এলাকায়। পরশউল্লার অফিস সহকারীর ছাগল গোলবানুর দপ্তরির ঢ্যাঁড়সের গাছ খেয়ে ফেলেছে। অবোধ প্রাণী বোঝেনি কী হতে পারে তার পরিণতি। সে মিটিয়েছে ক্ষুধার জ্বালা। পরিণামে দুই স্কুলের ছাত্রনেতারা মেটাবে ক্রোধের জ্বালা। পরশউল্লার উঠতি পুরুষদের বাহুতে জোর বেশি। সুতরাং ভাঙচুরটা গোলবানুতেই বেশি হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষরো বলে গেছেন: ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ–ছাত্রদের পড়ালেখাই তপস্যা। এ যুগের আপ্তবাক্য: ছাত্রানং রাজনীতি তপঃ। তাদের দেওয়া হচ্ছে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে হিংসার রাজনীতিচর্চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না তিন দশক, ছাত্রসংগঠনের কমিটি গঠনের উদ্যোগ উচ্চবিদ্যালয়ে। বঙ্গজননীর সন্তানেরা সবকিছু বাদ দিয়ে মেতে থাকবে নষ্ট রাজনীতি নিয়ে।

শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের যা শেখানো দরকার তা হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। তারা যেন অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতে শেখে। যুক্তি দিয়ে কথা বলা এবং অন্যের যুক্তি মেনে নেওয়ার মানসিকতা। জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের আশাবাদী করে তুললেই ভবিষ্যতে তৈরি হবে ভালো নেতৃত্ব–স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে। ছাত্রসংগঠনের কমিটি গঠন করে তা হবে না।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।

মুগাবের পতন কি গণতন্ত্রের উত্থান?

মীযানুল করীম

জিম্বাবুয়ে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। আর কিছুর জন্য না হোক, অন্তত একজন একনায়কের তিন যুগব্যাপী কুশাসনের কারণে দেশটি বিশ্বে বহুলপরিচিত। রবার্ট মুগাবে নামের এই একনায়ক দেশটির মুক্তিসংগ্রামে ছিলেন বিখ্যাত নায়ক, আর স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন হয়ে পরিণত হলেন কুখ্যাত খলনায়কে। পরাধীন দেশে বিদেশী শাসন-শোষণের হাত থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দিয়ে জননন্দিত হয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে নিন্দিত স্বৈরাচারী হিসেবে তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে এবার দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছে। তবে শুরুতেই প্রশ্ন উঠেছে। মুগাবের পতন মানেই কি গণতন্ত্রের বিজয়? নাকি নতুন চেহারায় পুরনো চরিত্র নিয়ে স্বৈরশাসনের পুনরাবির্ভাব ঘটবে? মুগাবের তিন যুগের কুশাসনের পর তারই শিষ্য নানগাগোয়ার নেতৃত্বে 'নতুন যুগ' সূচিত হয়েছে। এ যুগ যাতে গণতন্ত্র, সুশাসন, ন্যায়নীতির যুগ হয় সে জন্য সবার সতর্কতা ও সক্রিয়তা দরকার। তা না হলে উত্তরসূরি নানগাগোয়ার যুগ পূর্বসূরি মুগাবের সময়ের মতো মহাদুর্যোগ ডেকে আনতে পারে। নানগাগোয়া ছিলেন মুগাবে সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট। অভ্যন্তরীণ বিরোধে মুগাবে তাকে কয়েক দিন আগে সরকার ও স্বদল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সরকারের ক্ষমতার উৎস সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ নানগাগোয়ার ওপর থাকায় উ.া মুগাবেই বহিষ্কৃত হলেন সরকার এবং নিজের দল থেকে। এখন হয়তো তাকে সপরিবারে বহিষ্কার করা হবে দেশ থেকে।

জিম্বাবুয়ের নাম আগে ছিল দক্ষিণ রোডেশিয়া। আর বর্তমান জাম্বিয়ার নাম ছিল উত্তর রোডেশিয়া। আফ্রিকার দক্ষিণাংশে স্থলবন্দী দেশ, জিম্বাবুয়েতে ষাটের দশকে বর্ণবাদী কুশাসন চালিয়েছিলেন সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর ইয়ান স্মিথ। তখন রাজধানীর নাম ছিল স্যালিসবেরি। এখন রাজধানী হারারে, যা দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ক্রিকেট ম্যাচের সুবাদে হারারের সাথে বুলাওয়ে শহরও সুপরিচিত, যা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। উত্তর রোডেশিয়া বা জাম্বিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা কেনেথ ডেভিড কাউন্ডা বিশ্বে বহুলপরিচিত। তিনি দক্ষিণ রোডেশিয়া বা জিম্বাবুয়ের কৃষ্ণাঙ্গ নেতা রবার্ট মুগাবের (৯৪) মতো কুখ্যাতি কুড়াননি। জিম্বাবুয়ের ভূখণ্ডের পরিমাণ তিন লাখ ৯১ হাজার বর্গকিলোমিটার (বাংলাদেশের প্রায় আড়াই গুণ বড়) আর জনসংখ্যা এক কোটি ৬২ লাখ। তাদের ৮০ শতাংশই খ্রিষ্টান। মাত্র ১ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। জিম্বাবুয়ের উত্তরে জাম্বিয়া ও মোজাম্বিক, দক্ষিণে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্বে মোজাম্বিক আর পশ্চিমে বতসোয়ানা। জিম্বাবুয়ের বড় সাফল্য হলো– দেশটিতে সাক্ষরতা ৮০ শতাংশ। পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশরা ১৯০ বছর শাসন করেও স্থায়ী বাসিন্দা হয়নি, বরং এখানকার সম্পদ শোষণ করে স্বদেশে পাচার করেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মতো জিম্বাবুয়ের শ্বেতাঙ্গরা বর্ণবাদী শাসন সত্ত্বেও দেশটিকে আপন করে সেখানে থেকে গেছে। জিম্বাবুয়ের শিল্পবাণিজ্য থেকে ক্রিকেট টিমের দিকে তাকালে এটা বোঝা যায় সহজেই। জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশপ আবেল মুজারেবা এবং জোশুয়া নকোমোর অবদান থাকলেও মুগাবের সর্বপ্লাবী শাসনের তাণ্ডবে এ দুই নেতা প্রায় বিস্মৃত।

কালো আফ্রিকার জিম্বাবুয়ে দীর্ঘ দিন সাদা উপনিবেশবাদী ব্রিটিশদের পদানত ছিল আমাদের এই উপমহাদেশের মতো। আমরা যখন স্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ি, সেই ষাটের দশকে রেডিও ছিল ঘরে ঘরে; টিভি ছিল অনেকটা অপরিচিত। তখন রেডিওতে আন্তর্জাতিক খবরের একটা প্রধান আইটেম ছিল জিম্বাবুয়ে বা দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বর্ণবিদ্বেষী ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কালো মানুষের অব্যাহত সংগ্রাম। এটি রাজপথের নিরস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি গেরিলাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের পর্যায়েও উন্নীত হয়েছিল। এই মুক্তিসংগ্রামের নেতা ছিলেন রবার্ট গাব্রিয়েল মুগাবে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এক দশককাল কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল তাকে। দখলদার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদান এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নির্যাতন ভোগের প্রেক্ষাপটে মুগাবে অনেকটা 'জাতির পিতা'র মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তবে ১৯৮০ সালে জিম্বাবুয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ক্ষমতা হাতে নিয়ে তিনি যেন বিদায়ী বিদেশী শাসকের স্বদেশী প্রেতাত্মারূপে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিলেন। পরাধীন আমলে যেমন, স্বাধীন হওয়ার পরও ক্ষমতার মালিক আর জনগণ হতে পারেনি। এর বাগডোর রয়ে গেল ব্যক্তিবিশেষের হাতে, যিনি একটি গোষ্ঠীর সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব কায়েমের জন্য জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করেননি। মুগাবের মতো ক্ষমতালিপ্সার নজির বিশ্বে বিরল। স্বাধীনতার পর তার নেতৃত্বে তার দল 'জানু' সরকার গঠন করে। এই দলই স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। যা হোক, মুগাবে স্বাধীনতার পর প্রথম সাত বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু এতে তার ক্ষমতার লোভ পূরণ হচ্ছিল না। তাই নিজের ক্ষমতা স্থায়ী করার মতলবে তিনি জন-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে, পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা বাতিল করে প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম চালু করেন। নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়ে অনির্দিষ্টকাল গদি আঁকড়ে থাকার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংবিধান ইচ্ছামতো বদলিয়ে ফেলেন। গণতন্ত্রের প্রবক্তা এভাবে হয়ে গেলেন স্বৈরতন্ত্রের প্রতিভূ। ১৯৮৭ থেকে এবার অবমাননার সাথে প্রস্থান পর্যন্ত মুগাবে একনাগাড়ে ৩০ বছর ছিলেন সর্বময় ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি। কোনো সামরিক শাসকের পরিচয়ে নয়, সবচেয়ে বড় দলের নেতা হিসেবে এবং অভ্যুত্থান নয়, কথিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি দেশের একচ্ছত্র মোড়ল ও কর্তা সেজেছিলেন। এ জন্য তিনি ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছেন তার নেতৃত্বাধীন দল জিম্বাবুয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন বা 'জানু'কে। গণতন্ত্রের লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতা আসে যে দলের নেতৃত্বে, সেটিই ব্যবহৃত হলো স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার কারসাজিতে।

মুগাবে তার রাজনৈতিক খায়েশ পূরণ করতে গিয়ে জিম্বাবুয়ের অর্থনীতির সর্বনাশ করেছেন। গত শুক্রবার রয়টার্স জানায়, একসময় দেশটি ছিল অর্থনীতির দিক দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাধিক সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র। কিন্তু গত কয়েক দশকে মুগাবের কর্মকাণ্ডে অর্থনীতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে গেছে। মুগাবে তার 'বিপ্লবী জোশে' শ্বেতাঙ্গ মালিকদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো বলপ্রয়োগ করে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করেছেন। মুদ্রার নোট ছাপিয়ে উচ্চমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দিয়েছেন। তার সরকার যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করেছে। জিম্বাবুয়ে ১৯৯৯ সাল থেকেই ঋণখেলাপি হওয়ায় আন্তর্জাতিক কোনো উৎস থেকে মুগাবে আর ঋণ আনতে পারেননি। দেশটির বৈদেশিক দেনা দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৭৫ শত কোটি র্যান্ডে। জিম্বাবুয়ের পালাবদলে জনগণের আশা কতটা পূরণ হবে? মুগাবের বিদায়ের আগেই এ নিয়ে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হলেন, তিনি একই দলের একই মানসিকতার আরেক নেতা। তিনি গণতন্ত্র আর সুশাসনে জিম্বাবুয়েকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা দূরের কথা, গণতন্ত্রের পথে যে বেশখানিকটা এগিয়ে দেবেন সে আশাও করা কঠিন। বরং মনে করা যায়– তিনি দীর্ঘায়ু পেলে মুগাবের মতোই দীর্ঘ দিন একচ্ছত্র শাসনদণ্ড ঘোরাবেন জনগণের ওপর। স্বেচ্ছাচারিতা আর গণবিরোধী শাসনের দিক দিয়ে তিনি হয়তো হবেন 'পুরনো বোতলে নতুন মদ'। এ আশঙ্কা সত্য না হলে তা হবে জিম্বাবুয়ের সৌভাগ্য।

জিম্বাবুয়ের লেখক-গবেষক ড. ইনোক সি. মাদজিমিরি অনেকটা সে কথাই বললেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের সানডে টাইমস পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, 'জনগণের ধারণা হলো– মুগাবেবিরোধী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উদার ও গণতন্ত্রী রাজনীতির নতুন যুগের সূচনা হবে। তবে ক্ষমতার এই পালাবদল আসলে ক্ষমতাসীন জানু-পিএফ দলের অভ্যন্তরীণ উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছু নয়।'

জিম্বাবুয়ের সেনাবাহিনী কি দেশ-জাতির স্বার্থে এত দিনের 'প্রভু' মুগাবের পতন নিশ্চিত করেছে, নাকি নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থে 'নতুন প্রভু' নানগাগোয়ার জন্য পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছে? এটা অচিরেই স্পষ্ট হবে নানগাগোয়ার ভূমিকা এবং সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া থেকে। পর্যবেক্ষকদের যা অভিমত, তাতে জিম্বাবুয়ের আকাশ থেকে স্বৈরশাসনের কালো মেঘ সরে গিয়ে গণতন্ত্রের সুবাতাস শিগগিরই বইবে বলে বেশি আশাবাদী হওয়া যায় না। জানা গেছে, রবার্ট মুগাবে নিজের স্বার্থে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। ফলে সেনাপতিরা দেখলেন, তার জায়গায় 'সেকেন্ড ম্যান' নানগাগোয়াকে না বসালে তাদের এত দিনের প্রভাব হারাতে হবে। তাই জনগণের ক্ষোভ, ক্ষমতাসীন দলের কোন্দল, আন্তর্জাতিক মহলের অসন্তোষ মিলে অনুকূল পরিস্থিতির 'সদ্ব্যবহার' করে মুগাবের বিদায় ঘটানো হলো।

স্বৈরাচারীদের পতন যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন তার পাশে কেউ থাকে না– না নিজের স্তাবকচক্র, না এযাবৎ অনুগত এবং যথেচ্ছ ব্যবহৃত বিভিন্ন বাহিনী। এমনকি নিজের গড়া বিরাট দলের অসংখ্য নেতাকর্মীও কাজে লাগে না; বরং তাদের একটা বড় অংশই তার প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

সেনাবাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠতাকে নিজের ক্ষমতা সংহত করার কাজে লাগিয়েছিলেন মুগাবে। এখন হয়তো একই পথে যাচ্ছেন মুগাবের শীর্ষস্থানীয় শিষ্য নানগাগোয়া। তিনি নিষ্ঠার সাথে মুগাবের অপশাসনের যথাসাধ্য সহায়তা করে মুগাবের আস্থা অর্জন করে ভাইস প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হয়েছেন। সম্প্রতি মুগাবে স্ত্রীকে উত্তরাধিকারী করার উদ্দেশ্যে নানগাগোয়াকে সরিয়ে দেন। এতে দলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং নানগাগোয়া 'জাতির ত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু মুগাবের মতো একই মানসিকতার অধিকারী হয়ে তিনি কি জাতির প্রত্যাশা পূরণ করবেন অথবা তা চাইবেন? নানগাগোয়া ক্ষমতা হাতে নিয়েই বলেছেন 'গণতন্ত্রকে সুসংহত করা'র কথা। এর বদলে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করতে চাইলে তা হবে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি 'নতুন ধারার গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। এটা শুনে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হতে হয় অতীত অভিজ্ঞতায়। কারণ দেশে দেশে ডান-বাম স্বৈরাচারী শাসকেরা ক্ষমতায় গিয়ে নানা টাইপের 'গণতন্ত্র' উদ্ভাবন ও প্রচলন করেছেন। জনগণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র, নয়াগণতন্ত্র, দেশীয় গণতন্ত্র প্রভৃতির কথা বলে প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে জাতিকে বঞ্চিত করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আগামী বছর জুলাই মাসে জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন। এ জন্য জনগণের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশামাফিক, সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফি! থাকা জরুরি। নানগাগোয়া এ দায়িত্ব পালনের বদলে মুগাবের মতো একদলীয় শাসনের মাধ্যমে একনায়ক হওয়ার স্বপ্নে নির্বাচনী প্রহসনের প্রস্তুতি নিলে দেশটির ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্টকাল অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে যাবে।

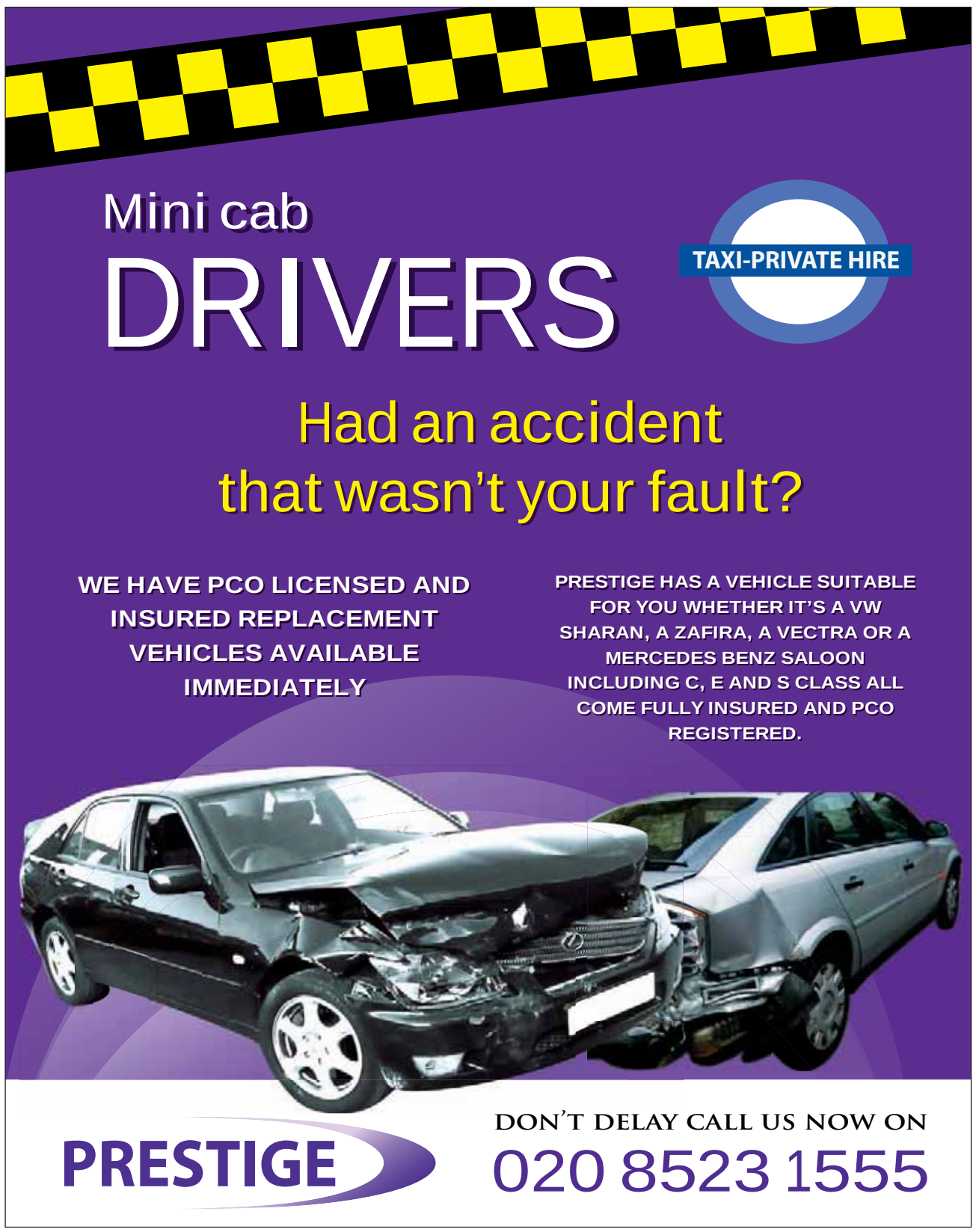

Weekly Desh

- Britain's largest circulation Bengali newspaper
- Out every Friday • Free • 50p where sold

By not saying 'Rohingya', Pope Francis was just protecting his own

Hadiya's fight to marry the man of her choice

Donald Trump retweets far-right group's videos

The first tweet from Jayda Fransen, the deputy leader of Britain First, claims to show a Muslim migrant attacking a man on crutches.

This was followed by two more videos of people Ms Fransen claims to be Muslim.

Britain First was founded in 2011 by former members of the far-right British National Party (BNP).

The group has grabbed attention on social media with controversial posts about what they deem "the Islamification of the UK".

It has put up members to run in European elections and by-elections on anti-immigration and anti-abortion policies, but has yet to secure any seats.

It also contested the most recent London mayoral election, receiving 1.2% of the vote.

The original video was shared by US conservative commentator Ann Coulter who Mr Trump follows.

Ms Fransen has more than 52,000 followers on Twitter.

Twitter

She responded enthusiastically to Mr Trump sharing her tweets. She posted on her account: "Donald Trump himself has retweeted these videos and has around 44 million followers!"

"God bless you Trump! God bless America!" she added. The message was also shared on Britain First's Twitter account.

Donald Trump has retweeted three inflammatory videos from a British far-right group.

Donald Trump is once again using Twitter to weigh in on contentious religious-tinged political issues in the UK.

In the past, he's attacked London Mayor Sadiq Khan for mishandling a militant attack just hours after it occurred. He misattributed a rise in crime in England and Wales to the "spread of radical Islamic terror". Now, he has retweeted a series of unverified videos posted by a far-right British nationalist group.

For the president, directing attention toward the UK seems to serve a domestic political purpose.

He cites events and opinions there as a warning to Americans of what could happen in the US if they do not heed his policy prescriptions on immigration and border security. The Muslim ban, the US-Mexico wall, increased deportations, the sharp reductions on refugee resettlement - it's all part of the president's "national security" package.

While most Americans probably haven't heard of Britain First and are unfamiliar with European radical nationalist movements, there are white supremacist groups in the US that follow the actions of these overseas operations quite closely. The president on Wednesday signalled that he watches them too.

Earlier this month, Ms Fransen was charged with using "threatening, abusive or insulting words or behaviour" during speeches she made in Belfast.

She will appear at Belfast Magistrates' Court on Thursday 14 December.

Mr Trump's decision to retweet the videos met dismay on social media.

Brendan Cox, whose wife, British MP Jo Cox, was murdered by a right-wing extremist who shouted "Britain First" before committing the act, has condemned the action.

TV presenter and journalist Piers Morgan, who has called himself a "friend" of the president, tweeted: "What the hell are you doing?"

"Please STOP this madness & undo your retweets," he said.

The Council on American-Islamic Relations, a US-based civil rights group, said: "These are actions one would expect to see on virulent anti-Muslim hate sites, not on the Twitter feed of the president of the United States."

"Trump's posts amount to incitement to violence against American Muslims," they added.

The Muslim Council for Britain called on the UK government to "distance" itself from the comments.

"This is the clearest endorsement yet from the US president of the far-right and their vile anti-Muslim propaganda," a spokeswoman said.

Leader of the UK's opposition Labour Party Jeremy Corbyn said Mr Trump's actions posed "a threat to our society".

The issue was raised in the UK parliament, and Labour MP Yvette Cooper called on the government to condemn the actions of Mr Trump.

But House of Commons Speaker John Bercow said it would be wrong to expect the government to immediately respond.

Record increase in 'money mule' cases among UK young people

Record numbers of young people are letting their bank accounts be used by criminals engaged in terrorism and other serious offences, it has been claimed.

The past year saw a 105% increase in cases of "money muling" for those aged 21 years or under, to 6,484 cases, where seemingly innocent bank accounts are used to launder criminal proceeds.

Simon Dukes, chief executive of Cifas, the UK's fraud prevention service, said: "The criminals behind money mules often use the cash to fund major crime, like terrorism and people-trafficking. We want to educate young people about how serious this fraud is in the hope that they will think twice before getting involved."

Cifas says there were 8,652 cases of bank accounts belonging to 18- to 24-year-olds being misused in the first nine months of this year, a 75% increase in the last 12 months. That is double the number in 2013 when there were 4,315 cases. Experts say one fraud asks people to reply to job adverts or social media posts that promise big sums of money way in excess of the work that will be needed.

Katy Worobec, head of fraud and financial crime prevention, at UK finance, which represents banking and financial companies, said: "Money muling is money laundering and criminals are using young people as mules in increasing numbers. We know that students are particularly vulnerable as they are often short of cash.

"When you're caught, your bank account will be closed, making it difficult to access cash and credit. You could even face up to 14 years in jail. We're urging people not to give their bank account details to anyone unless they know and trust them. If an offer of easy money sounds too good to be true, it probably is."

Ofsted accused of racism over hijab questioning in primary schools

Letter signed by 1,000 teachers and faith leaders says watchdog's recommendation for inspectors reinforces Islamophobia

Ofsted's recommendation for inspectors to question Muslim primary school girls if they are wearing a hijab has been condemned as "kneejerk, discriminatory and institutionally racist" by more than 1,000 teachers, academics and faith leaders.

The schools inspectorate announced this month that the policy was designed to tackle situations in which wearing a hijab "could be interpreted as sexualisation" of girls as young as four or five, when most Islamic teaching requires headdress for girls only at the onset of puberty.

But the move has been criticised as a "dangerous" decision that risked "reinforcing an anti-Muslim political culture in which Islamophobia or anti-Muslim racism has been institutionalised in schools and across the public sector".

A letter signed by 1,136 teachers, academics and faith leaders said: "It is a kneejerk, discriminatory and institutionally racist response that will violate civil liberties and create a climate of fear and mistrust in schools, and must be retracted immediately."

Ofsted's announcement in the form of a recommendation to inspectors rather than an update to the inspectorate's official handbook was the latest of a string of requirements issued after the "Trojan horse" affair in Birmingham in 2014, which provoked controversy over fears of Islamist influence in state schools.

Amanda Spielman, the head of Ofsted and chief inspector of schools, said she respected parents' choice to bring up their children according to their cultural norms, but wanted to tackle situations "where primary school children are expected to wear the hijab [that] could be interpreted as sexualisation of young girls".

The announcement followed a meeting this month between Spielman and campaigners against the hijab in schools, including Amina Lone, a co-director of the Social Action and Research Foundation.

The letter, written by Nadine El-Enany, a senior law lecturer at Birkbeck Law School, University of London, Waqas Tufail, a senior lecturer in criminology at Leeds Beckett University, and Shereen Fernandez, a PhD candidate at Queen Mary University of London, said: "We, the undersigned, ask that Ofsted immediately retract its instruction to inspectors to question primary school children wearing the hijab.

"We find the decision to single out Muslim children for questioning unacceptable, and insist that no school children be targeted for action on the basis of their race, religion or background.

"While a wider conversation about the sexualisation of girls in Britain's culture and economy is welcome, the singling out of Muslim children for investigation is unacceptable.

"The message the Ofsted decision sends to Muslim women is that the way they choose to dress and the decisions they make in raising their children are subject to a level of scrutiny different to that applied to non-Muslim parents.

"Further, the Ofsted decision reduces the hijab to a symbol of sexualisation and ignores other interpretations ranging from a display of faith to a symbol of empowerment and resistance. Constructing women and children who wear the hijab as being either sexualised or repressed is both reductive and racist in its reproduction of colonial and Orientalist tropes about them."

News

Scarlet fever cases hit 50-year high in England

Scarlet fever hit its highest level in England for 50 years, with more than 17,000 cases reported in 2016 - research in the Lancet shows.

The disease has been on the rise since 2014, but experts have so far failed to find a reason for the recent increase.

Doctors are urging the public to be aware of symptoms, which include a rosy rash, and seek help from their GP.

Data for 2017 suggests the rate may be falling, but experts remain cautious, saying it is "too early to tell".

The bacterial disease, though highly contagious, is not usually serious and can be treated with antibiotics.

It is most common among children under 10.

A joint investigation by public health authorities from across England and Wales found that the incidence of scarlet fever tripled between 2013 and 2014, rising from 4,700 cases to 15,637 cases.

In 2016, there were 19,206 reported cases, the highest level since 1967.

The majority of the outbreaks were in England.

"We are concerned - it's quite a dramatic rise," said Dr Theresa Lamagni, head of streptococcal surveillance at Public Health England, who led the study.

"We've always seen cases of scarlet fever - it's just the scale in the past has been much lower than the last few years."

'Like sandpaper'

Scarlet fever is caused by bacteria known as group A streptococcus, and it is spread through close

contact with people carrying the organism - often in the throat - or through contact with objects and surfaces contaminated with the bacterium.

Symptoms include a sore throat, headache and fever, accompanied by a red rash that is rough to the touch (sometimes described as 'like sandpaper').

Scarlet fever was a common cause of death in the Victorian era, but had largely been in decline since the introduction of antibiotics.

However, prompt treatment remains essential to prevent both the spread of the disease and the risk of further complications such as pneumonia and liver damage.

Anyone diagnosed with scarlet fever is advised to stay at home until at least 24 hours after the start of treatment to avoid passing on the infection.

There is no vaccine against the disease and all cases must be reported by doctors to the local health authority.

Dr Lamagni described the soaring number of cases of scarlet fever as "baffling", adding that no underlying causes had been identified.

Molecular genetic testing has ruled out a newly emerged strain of the infection, nor was there any suggestion that the disease had become resistant to the penicillin normally used to treat it.

She stressed that cases of the disease are "not any more serious than previously - it's just a question of scale".

'Slight decrease'

Several countries in East Asia have also reported an escalation over the past five years, including Vietnam, China, South Korea, and Hong Kong - but there appears to be "no clear connection" between them and England.

Typically, natural cyclical patterns of scarlet fever incidence occur every four to six years - the dip in 2017 suggests the cycle may have peaked in 2016.

Dr Lamagni said the "slight decrease" in the number of cases in England this year might suggest we have "turned a corner", but she said the number of cases "remained high".

A total of 620 outbreaks of the illness were reported in 2016, mostly in schools and nurseries.

About one in 40 cases is admitted to hospital, although just over half are discharged the same day.

"We encourage parents to be aware of the symptoms of scarlet fever and to contact their GP if they think their child might have it," said Dr Lamagni.

In Scotland, scarlet fever is more difficult to track because doctors are no longer obliged to notify their local health authority of any outbreak.

"We use upper respiratory tract group A streptococcal laboratory detections, the bacteria that causes scarlet fever, as an indicator of the level of scarlet fever in the community," an NHS Scotland spokesman said.

"These bacteria are currently slightly higher than expected levels for this time of year in Scotland."

Rabbis petition against Israel in support of Rohingya

Amid a brutal campaign against Muslim-majority Rohingya in Myanmar, Rabbi Dov Peretz Elkins did something he had never done before, signing a petition against the Israeli government to end arms supplies to the Myanmar military.

"Rabbis have a moral obligation to make their voice heard in such moral situations," Elkins, who holds Israeli and American citizenship, told Al Jazeera from Jerusalem.

More than 620,000 Rohingya have fled Myanmar's western Rakhine State in recent months amid a crackdown by the Myanmar military, in a campaign of what the United States and United Nations have called "ethnic cleansing".

The petition from T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, a Jewish human rights organisation, calls on the Israeli and US governments to stop supplying arms to Myanmar's government. Israel is among the top weapons suppliers to Myanmar.

"As American citizens and as Jews, we refuse to accept any involvement by the US or Israel in training or arming a military that is carrying out a brutal ethnic cleansing against a minority population," the petition reads.

Hundreds of rabbis have signed.

"A lot of us feel powerless to do something in the face of what is happening," Rabbi Rachel Kahn-Trosterso, a director at T'ruah, told Al Jazeera. "So the opportunity to be part of this coalition and following a rabbinic moral voice to speak out was very important to us."

Pushing for change

A number of groups have recently formed to advocate for the Rohingya, including the Jewish Alliance of Concern Over Burma (JACOB), founded jointly by Rabbi Simkha Weintraub and Adem Carroll, who is Muslim. Their work involves raising awareness and pushing for policy changes.

"Because the Rohingya have so few members in the US, they really need to have their voice be heard here," Carroll told Al Jazeera.

Maha Elgenaidi, the founder of the Islamic Networks Group, a US non-profit focused on interfaith engagement, said it was "heartening" to see members of the Jewish community stand up for the Rohingya. She has worked on improving Jewish-Muslim relations for the past 15 years, and noted that the solidarity between the two communities has been gradually building and strengthened further after the last US election.

"Both communities suddenly became very vulnerable," Elgenaidi told Al Jazeera. "And there's been an awareness of our shared heritage, our shared beliefs, our similar practices, as well as awareness of shared vulnerabilities as two of the largest religious minorities in the country."

Both Carroll and Weintraub say they have not faced any resistance from either community for the work they have been doing in support of the Rohingya.

"We've let Rwanda happen, and we've let Cambodia happen, we've let Armenia - and who knows how many horrible things - happen. But now, we're in a different place in terms of consciousness, communication and awareness," Weintraub said.

"There is no pope - no one leader either in the Muslim world or in the Jewish world who says what is the order of things, so we're all finding our own way."

Grenfell fire: Probe launched into police helicopters

An investigation is to be carried out into whether the use of police helicopters during the Grenfell Tower fire led to more people dying.

Nabil Choucair, who lost relatives in the blaze, complained the presence of helicopters led to some people remaining inside the tower as they thought they would be rescued.

The Independent Police Complaints Commission (IPCC) said it would manage an inquiry, led by the Met.

Seventy-one people died in the fire.

As part of his official complaint, Mr Choucair said he also believed the downdraft from the helicopters fanned the flames, worsening the fire.

Sarah Green, deputy chair of the IPCC, said there was "no indication that any police officer may have committed misconduct or a criminal offence" but she had decided an investigation was "appropriate".

She said it would be carried out by Met officers under the direction of the IPCC to "avoid duplication of work during the wider police investigation".

The use of police helicopters is co-ordinated by the National Police Air Service (NPAS).

Ch Supt Tyron Joyce, of the NPAS, said it was "entirely right that the circumstances leading up to it and during the operation to bring the fire under control are thoroughly examined".

By not saying 'Rohingya', Pope Francis was just protecting his own

Joanna Moorhead

White is the colour of peace, and no one on the world stage wears it bigger than the pope. Francis is never seen in anything else: his cassock, skull-cap, cape all dove-coloured.

It underlines his role in the global spotlight, so it's understandable that many people in the world today are disappointed that he failed, in his keynote address in Myanmar, to use the politically and emotionally charged word "Rohingya" to stress his criticism of the crackdown on the Muslim community of the country. In the past, Francis has used the term, denouncing "the persecution of our Rohingya brothers", who he said were being "tortured and killed, simply because they uphold their Muslim faith".

This visit would never have been organised if the powers-that-be at the Vatican had known then what they know now. The trip was conceived back in June, when the then-untarnished Aung San Suu Kyi had a cordial visit to Rome, and diplomatic relations between the Vatican and Myanmar were re-established. But in August, the current wave of violence against the Rohingya began; and although it became increasingly clear that Francis was wading into a political and diplomatic minefield by going to visit the country, the planning went ahead.

The men who run the Vatican aren't on the whole risk-takers, which is both why the current pope is a breath of fresh air, and also why he has so many enemies within his own kingdom. But nor are they back-downers: so although the political situation has made the trip more and more dodgy, they ploughed on with it; and the uncomfortable result is that, in the week Oxford announces it is withdrawing the freedom of the city from the Myanmar leader, one of its most prominent alumni, in protest at what is happening to the Rohingya, pictures are beamed around the world of her meeting the pope – and, worse, he has bowed to pressure not to refer to them by name.

The Guardian view on Pope Francis and the Itall seems a bit of an embarrassing muddle for the Argentine pope; but the fact is, his role as he crosses the globe, frequently heading into war zones and other difficult situations, is always a bit of a muddle. Because what exactly is he doing in the countries he visits? Is he there as a pastoral leader, head of the Catholic community in that place; or world leader – and in that case, from where does his authority derive?

The truth is, and this visit has made this abundantly clear, the primary role of the pope is as the leader of the Roman Catholic community. The first people he must protect are his own; which is not unreasonable for any leader. So when his representative in Myanmar, Cardinal Charles Maung Bo, warned him that if he used the word "Rohingya" he might compromise the situation of the country's tiny Catholic minority, Francis felt he had no option but to back down.

The Catholic church has many strengths, including in its humanitarian work – after all, it has representatives across the planet, and for all the bad apples we've become increasingly aware of, there are many good men and women working tirelessly to improve the living conditions of people who live in challenged situations. But it has weaknesses too, including the fact that its leader, while he might look like a world peacemaker, must look out first and foremost for his own people. And that, it seems, is what has had to happen here.

The rise and rise of 'halal' business

When Kerim Ture placed his first order for a batch of long-sleeved tunics that could be worn by Muslim women, the manufacturers producing them demanded payment upfront, apparently convinced the venture would fail and Ture would be left unable to pay them.

The Turkish entrepreneur quickly proved that their scepticism was unfounded, and he was back shortly afterwards to place a new order, having sold the first.

Today the website Ture established to sell his products, Modanisa, attracts 100 million visitors annually, has customers in 120 countries, and has no shortage of manufacturers willing to work with it.

"Modanisa now has 300 suppliers and 30 designers, it's become a platform for hundreds of suppliers from all over the world who want to sell products on our site," a spokesperson for the company told Al Jazeera.

However, Ture's story is not simply about one company's success and his own financial achievements.

In establishing Modanisa in 2011, Ture wanted to offer Muslim women who chose to adopt "modest" Islamic dress codes, more options than were then available and give them an outlet they had lacked.

"Just because they (Muslim women) wanted to cover a little more, the world ignored them and they had to suffer with the same old boring clothes," Ture told the audience at a TEDx talk in Bulgaria in May, adding: "We thought it was unfair.

"Clothing is more than a fabric you put on your body, it's more than that, it's part of your expression and part of your identity, it's unfair."

Modanisa is one small part of the diverse and expanding 'halal' sector, which according to research by the Thomson Reuters foundation is estimated to be worth $3.7 trillion by 2019.

As 'halal' simply means 'permissible' in the Arabic language, the term can be applied to any product or service, which does not violate Islamic laws and social norms.

What separates halal industries from others, which do not necessarily fall foul of Islamic injunctions, is a conscious effort to accommodate the requirements of Muslim consumers.

The industries involved are as varied as banks offering services that avoid the accrual of interest and nail varnish that allows a user to perform ablution before prayer.

Other major industries include the halal food sector, clothing, and tourism.

The trend is particularly noticeable among Muslim communities in western countries,

such as the UK, where international brands such as KFC and Subway offer halal menus, clothes shops such as H&M and Marks and Spencer sell clothing lines geared towards Muslim women, supermarkets have halal food sections, and mainstream banks offer Islamic finance products.

Cardiff University's Dr Jamal Ahmed explained that consumption of 'halal' products was driven just as much by issues of identity as commitment to Islamic rules.

"Academic studies have consistently reported that ethnic minorities in general but Muslims in particular, feel more strongly about their identities than people back home (their countries of origin)," Ahmed said.

"Accordingly, Muslims seek identity anchors when they construct their notions of self and make a statement about who they are.

"Consuming halal, be it food, clothing, travel or Islamic finance, gives them a sense of identity but also a sense of stability and freedom from anxieties."

However, where an individual consumer sees the fulfilment of a religious obligation or act affirming their identity, governments see fiscal growth potential.

Recent exhibitions of halal businesses in Japan and Turkey drew backing from the governments of those countries.

In 2013, former British Prime Minister David Cameron declared his intent to make London "one of the great capitals of Islamic finance", and announced the issue of the UK's first government bond compliant with Islamic law, becoming the first non-Muslim state to do so.

It's not just in the financial industry that countries that are not majority-Muslim are taking a lead role in the growth of the halal sector.

Brazil's Muslims make up a tiny part of its population of 207 million people, at just over 200,000, yet the country is a leading exporter of halal beef, with the industry valued at close to $6bn in 2015.

Similarly, New Zealand is also a leading exporter of halal meat despite its relatively small Muslim population, with sales of $576m.

Abdul Azim Ahmed, a researcher in Contemporary Religion, told Al Jazeera that while the growth in the halal sector gave accessible alternatives to the Muslim population, there was also a danger of "simply reducing Muslim ethics down to consumer choice".

Feature

You might be surprised Trump retweeted Britain First – but as a Muslim who grew up in Luton, I'm not

Shock, horror, disbelief: those are the words being used across social media to describe the fact that Donald Trump has been retweeting the far-right deputy leader of Britain First, Jayda Fransen. Specifically, he retweeted three anti-Muslim videos which had been previously shared by Fransen, who has been sharing news stories about the American President's sudden interest in her all day.

How could it be that the President could associate himself a person who has been convicted of religiously aggravated harassment after "hurling abuse at a Muslim woman wearing a hijab" and who has a track record of spreading hatred and fear?

The answer is because these are very similar to the values that Donald Trump himself embodies, in spite of all those who have sought to normalise what he says and play down his far-right beliefs.

When you've witnessed Britain First march through your hometown – as I have in Luton – shouting abuse at Muslim communities, telling them that they don't belong, and intimidating and surrounding women with headscarves, then it doesn't at all come as a surprise that the current occupant of the White House would sympathise with such a group.

For me, Trump's rhetoric is merely an extension of what far-right groups had been saying years earlier. As far as I'm concerned, he and the far right are one and the same. A group with such an ideology has in Trump an ally with his finger on the nuclear button.

When Trump began targeting Muslim communities with his Muslim ban policy, some of us who had to live through the constant street marches of the EDL and Britain First had heard it all before. That's why it was so difficult for people like myself to differentiate between what Trump's policies towards Muslims were – surrounded as he was by people like Steve Bannon, whose worldview included an impending end-of-times battle between the West and Islam – and what far right groups like Britain First believe.

Treat Muslim communities as the "other", deny that they belong, seek to smear an entire community and claim that all are guilty by association: these are the same tactics that Trump and Britain First employ.

Watching Trump's campaign to be President was like watching the same groups who had held intimidating marches through our town run for the most powerful office in the world; Trump, therefore, is their natural bedfellow. The main difference between Trump and Britain First, of course, is that people associated with Britain First – most notably Fransen herself – have been arrested and convicted of hate crimes. That's why it sends out such a powerful message when the current resident of the White House seemingly endorses Fransen on Twitter.

Both Trump and Britain First also share a penchant for "fake news"; President Trump, of course, claims to rally against it, even when the objective facts prove that he is wrong. At least one of the videos that Trump has retweeted from Jayda Fransen which purportedly shows a "Muslim migrant beating up a Dutch boy on crutches" has proven to be fake. Authorities tracked down the "Muslim migrant" only to find that he is neither Muslim nor a migrant.

Those who sought to deny then Trump was anything like the far right, or those who claimed he would amend his views and behaviour and be influenced by the more moderate forces around him in the Republican Party, have been proven wrong once again. How long will we placate ourselves with these evidently false narrative before we take serious action against such a hateful president?

I was saddened to see Trump retweet a far-right group which relies on fake news stories to spread hatred and fear of migrant and Muslim communities, but I wasn't surprised. Given that the President of the United States has aped their very rhetoric and tactics to propel him into the White House, how on earth could I be?

Hadiya's fight to marry the man of her choice

Hadiya pictured with her husband

New Delhi, India - From the confines of her parents' home to the regulation of a hostel; from the "custody" of her parents to the "guardianship" of the college dean: freedom is arriving in instalments for 24-year-old Hadiya.

India's top court on Monday finally heard Hadiya, a woman from a Hindu family whose marriage to a Muslim man had been annulled by a lower court earlier this year. She has been under the custody of her father since then.

"I want my freedom. I have been in unlawful custody for 11 months. I want to be a good citizen, a good doctor but I want to live true to my faith," the 24-year-old medical student told a three-judge bench at the Supreme Court in New Delhi.

Hadiya, who was previously known by her Hindu name Akhila Asokan, converted to Islam last January and married a Muslim man later that year despite opposition from her family.

! Hadiya's husband, Safin Jahan, approached the Supreme Court to challenge the lower court's order. Last month the Supreme Court said that consent of an adult for marriage is prime.

The top court in its earlier hearing in August had reserved its judgement and instead ordered an investigation by the country's anti-terror agency into whether the marriage was, in fact, a "Love Jihad".

Rights activists and feminists have accused state institutions of perpetuating a "patriarchal and Islamophobic" narrative pushed by far-right Hindu groups.

'Shameful show' by the court

In recent years, far-right Hindu groups have stepped up a campaign against "Love Jihad" - a term for what they consider to be an alleged Islamist conspiracy to convert Hindu women through seduction, marriage and money.

Hadiya's father KM Ashokan has alleged that his daughter converted to Islam as part of a plan to send her to Syria to join the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS).

In its latest orders, the apex court sent Hadiya to a college in the southern state of Tamil Nadu to pursue her studies. The state police forces will be responsible for her security for the next 11 months until she completes them.

This takes her out of her parents' "custody", which Hadiya on Monday described as illegal. On her way to New Delhi from her home in Kottayam, she had said that she wanted to stay with her husband.

Kapil Sibbal, senior counsel for Shafin, told Al Jazeera that the court order today spells freedom for Hadiya and that "no impediments have been placed on her".

But Kavita Krishnan, secretary of the All India Progressive Women's Association, says Monday was "a weak and shameful show" by the court.

"It's a limited measure of liberty she has got. The Supreme Court has failed to do its duty which is to protect her constitutional liberty. What I would have expected the Supreme Court to tell her is that - 'You are completely free'. Why is the court saying that 'you must study here, and you must live in a hostel'? How is this the court's business?" Krishnan told Al Jazeera.

"This day will be remembered for Hadiya's bravery. Her courageous voice shames the Supreme Court. Hadiya's insistence on being heard and her courage ensured she has got some measure of liberty."

Hadiya's father's counsel argued that the court must first examine the probe report submitted by the National Investigation Agency (NIA).

India's chief justice had summoned Hadiya to New Delhi to testify on whether she was converted forcefully.

Religious conversion is legal in India provided it is not done under coercion.

Challenge to patriarchy

Hadiya's battle has posed a challenge to the patriarchy in India, say activists.

Men and women are still murdered across the villages of northern India for marrying outside their caste and religion. Cases of illegal abortions of female foetuses and immolation of young brides by their in-laws for not fulfilling dowry demands are also rampant.

Activist Krishnan says "Love Jihad" is a right-wing concept which has "zero respect for women's choice and consent".

"In recent months, I have seen big TV channels try to manufacture traction for this myth. What's new in the Hadiya case is that the Kerala High Court endorsed and perpetuated this regressive, patriarchal and Islamophobic formulation," Krishnan told Al Jazeera.

"They see women as the property of communities."

Critics of the Narendra Modi-led government say the bogey of "Love Jihad" was created by affiliated groups to further their majoritarian Hindu agenda.

The term "Love Jihad" was popularised by Hindu supremacist groups such as the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its affiliate groups such as Bajrang Dal and Vishva Hindu Parishad.

"Girls of the coming generation should be told the meaning of 'Love Jihad' and the ways to save themselves from their traps," RSS chief Mohan Bhagwat said in 2014.

Hindu far-right groups allied with the ruling Bharatiya Janata Party have run a campaign against Hindu women marrying Muslim men.

'Demonisation of Muslims'

This is "part of a systematic attempt to drive a deeper rift, a deeper wedge between the two communities", said activist and former civil servant Harsh Mander.

"Hatred between communities is always built around a set of myths. The idea of 'Love Jihad', that Muslim men were being used to lure Hindu women, is particularly strange and fanciful. It would be a comical idea if it were not so dangerous," he told Al Jazeera.

"The fact that the federal terror investigative agency of the country, and the High Court and the former Chief Justice are actually taking this type of an argument seriously - I find that intensely worrying."

The NIA in its report to the Supreme Court referred to alleged cases in Kerala where Hindu women were "lured" into converting to Islam, allegedly to recruit them to "terror" causes.

The term "Love Jihad" should be treated with scepticism, said human rights campaigner Shabnam Hashmi.

"The phrase is being used to demonise India's Muslims. This new regime has used this trope very effectively just like the narrative around the holy cow and campaign for the temple for the Hindu God Ram. These are various tools of polarising Indians," she told Al Jazeera.

News

Bosnian Croat war criminal dies after drinking poison in UN courtroom

A former Bosnian Croat general has died after drinking a phial of poison at a UN tribunal in The Hague, where his war crimes sentence of 20 years was upheld on Wednesday, a court spokesman has confirmed.

Seconds after his sentence was upheld at the international criminal tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Slobodan Praljak, shouted out angrily: "Praljak is not a criminal. I reject your verdict."

The 72-year-old then raised a small brown bottle to his lips, and drank it in full view of the cameras filming the hearing. "I just drank poison," he said. "I am not a war criminal. I oppose this conviction."

The official statement from the ICTY said: "Mr Slobodan Praljak, one of six defence appellants in the Prlić et al. case, passed away today in HMC Hospital in The Hague.

"During the public pronouncement of the appeal judgement the appeals chamber confirmed his conviction and affirmed Mr Praljak's sentence of 20 years of imprisonment. Immediately thereafter, Mr Praljak drank a liquid while in court, and quickly fell ill.

"Mr Praljak was immediately assisted by the ICTY medical staff. Simultaneously an ambulance was summoned. Mr Praljak was transported to a nearby hospital to receive further medical assistance where he passed.

"In accordance with standard procedures, at the request of the ICTY, the Dutch authorities have initiated an independent investigation which is currently ongoing. The tribunal has extended its condolences to the next of kin."

The Croatian prime minister, Andrej Plenković, had earlier confirmed his death after it was initially reported on Croatian state TV, and offered his condolences to the family.

Plenkovic added: "His act, which we regrettably saw today, mostly speaks about a deep moral injustice towards six Croats from Bosnia and the Croatian people ... We voice dissatisfaction and regret about the verdict."

Dutch police have declared the courtroom a crime scene.

The unprecedented scenes came as judges were handing down judgment in the appeals case of six former Bosnian Croat political and military leaders. They are the court's final verdict for war crimes committed during the bloody 1990s break-up of Yugoslavia.

As court officials surrounded the white-haired and bearded Praljak, the presiding judge, Carmel Agius, immediately ordered the proceedings suspended. The curtains screening the courtroom were abruptly closed to the public.

Within minutes, an ambulance arrived while a helicopter hovered overhead.

Several emergency workers rushed into the building carrying equipment in backpacks. A court guard appealed for calm, saying Praljak was "receiving all necessary medical attention".

Praljak was charged with ordering the destruction of Mostar's 16th-century bridge in November 1993, which judges in the first trial had said "caused disproportionate damage to the Muslim civilian population".

A symbol of Bosnia's devastation in the war, the Ottoman-era bridge was later rebuilt. The city experienced some of the worst of the Croat-Muslim clashes, with nearly 80% of its eastern area destroyed in the fighting.

In their ruling, the judges allowed part of Praljak's appeal, saying the bridge had been a legitimate military target during the conflict. They also overturned some of his convictions, but refused to reduce his overall sentence.

The case has been keenly watched in Zagreb, and the appeal judges said that all six men, who had been found guilty of taking part in a scheme to remove Bosnian Muslims, "remained convicted of numerous and very serious crimes".

Praljak had already completed a significant proportion of his sentence. Before the Bosnian conflict, he had been a writer and film director.

An investigation is likely to be launched into who supplied him with the poison and how he could have smuggled the bottle into court through what should have been strict security at the longest-running war crimes tribunal in The Hague.

One lawyer who has defended suspects at the ICTY said it would be easy to bring poison into the court. Toma Fila, a Serbian

A lawyer who has frequently defended suspects at the UN war crimes court in the Netherlands says it would be easy to bring poison into the court. Toma Fila, a Serbian lawyer, said that security for lawyers and other court staff "is just like at an airport."

He added: "They inspect metal objects, like belts, metal money, shoes, and take away mobile phones" but "pills and small quantities of liquids" would not be registered.

Earlier in the proceedings, the judges had upheld a 25-year prison term against Jadranko Prlić, the former prime minister of a breakaway Bosnian Croat statelet, and a 20-year term for its former defence minister Bruno Stojić.

The bloody 1992-95 war in Bosnia, in which 100,000 people died and 2.2 million were displaced, mainly pitted Bosnian Muslims against Bosnian Serbs, but also saw brutal fighting between Bosnian Muslims and Bosnian Croats after an initial alliance fell apart.

Wednesday's proceeding came a week after the judges imposed a life sentence on the former Bosnian Serb commander Ratko Mladić, whose ruthlessness in the conflict earned him the title of "Butcher of Bosnia".

The Bosnian-Croat statelet, backed by the government of the Croatian nationalist leader Franjo Tudjman, was formally dismantled in 1996 as part of the peace deal that ended the war. The "president" of Herceg-Bosna, Mate Boban, died in 1997 and Tudjman in 1999, leaving Prlic the highest-ranking Bosnian Croat official to face prosecution for the crimes.

Commenting on Praljak's actions, Tudjman's son, Miroslav, said it was a "consequence of his moral position not to accept the verdict that has nothing to do with justice or reality".

Nick Kaufman, a former prosecutor at the ICTY, said: "When deprived of authority over the masses and the attention which formerly fuelled their ego and charisma, such defendants can often be extremely resourceful with the little power they retain."

The ICTY charged Praljack and his co-defendants in 2004. The six surrendered with Croatia under pressure to comply with the court in return for joining the European Union.

The ICTY closes its doors on 31 December, having indicted and dealt with 161 people.

Rising homelessness is a direct result of toxic government cuts

Polly Neate

Imagine living with your partner in a cramped space, a mere 12 foot by seven foot, with just enough room for the door to open. Add to this a baby, two primary school aged children and two teenagers.

There are two double beds, used for sleeping and storing possessions. On dry nights, the 18-year-old son sleeps outside on a nearby flat roof to give the other family members more space.

This vision might seem extreme but it is the stark reality of just one of the families who have spoken to Shelter about their experience of homelessness. It is not unusual for families who come through our doors every day to face scenarios similar to this.

Shelter's new research shows that 307,000 people in Britain are homeless today. It's worth pausing a second and putting that into perspective - that number is more than the population of Newcastle.

For some people, this means shivering on a cold street as the Christmas period begins, contrast against twinkling lights as others go about gift shopping. For others it means spending weeks in a cramped hostel room with their children.

And the situation is getting worse. Our research today shows there has been an increase of 13,000 people in the last year alone. These numbers might be bad, but they could be even worse, as they do not include homeless people who are hidden from official counts, such as sofa surfers.

Consecutive governments have failed dismally to build nearly enough homes that people on middle and low incomes can genuinely afford.

And at the same time, benefit cuts have left poorer tenants unable to pay the rent. In particular, the four-year freeze on housing benefit in the private rented sector, called local housing allowance, is pushing people into homelessness.

This toxic mix means more and more people are coming to Shelter for help. Our frontline services are working tirelessly to ensure people avoid the homelessness trap. But hard as it is to believe, there are some silver linings here: we know what the causes are, so we can get on with the solutions too.

We believe the government should use the forthcoming budget to end this benefit freeze, as well as overhauling our broken housebuilding system, to ensure we start building many more of the affordable homes we urgently need.

স্বল্পমেয়াদি ভিসা চালু করে রেস্টুরেন্ট কর্মী আনার প্রস্তাব

তাঁরা নিঃসন্দেহে দেশ সেরা রাঁধিয়ে।

এ আয়োজন কেবল জৌলুশ ছড়ানোর জন্য নয়। বাংলাদেশিদের দাবিদাওয়া তুলে ধরার জন্যও এ আয়োজন একটি বড় সুযোগ। ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডসের প্রতিষ্ঠাতা এনাম আলী এমবিই তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ থেকে ব্রিটিশ ভিসা অফিস দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বাংলাদেশিদের উপেক্ষা করার সুযোগ আর নেই। ব্রিটিশ ভিসা-নীতির কারণে কারি-শিল্পের কর্মী-সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে জানিয়ে এনাম আলী বলেন, ব্রিটেনের অর্থনীতির স্বার্থে কারি-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে জন্য রেস্টুরেন্ট কর্মী আনার সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। কারি-শিল্পের চলমান সংকট নিরসনে ১০০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের নেতা ভিন্স ক্যাবল বলেন, ব্রেক্সিট (ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ) গণভোটের আগে বেশ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ইইউর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এশিয়া থেকে রেস্টুরেন্টকর্মী আনার পথ সুগম হবে। কিন্তু এখন প্রতিশ্রুতিদাতাদের ভাব দেখে মনে হয়, তাঁরা ওই ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতিই দেননি। ভিন্স ক্যাবল জানান, তিনি স্বল্পমেয়াদি ভিসা চালু করে রেস্টুরেন্ট কর্মী আনার পক্ষে। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মিলে কাজ করবেন।

অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের সেরা রেস্টুরেন্ট ও শেফদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন অতিথিরা। এ ছাড়া ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পশ্চিমা ঘরানার দুর্দান্ত পরিবেশনা তো ছিলই, ছিল বাউলসম্রাট আবদুল করিমের গানের পরিবেশনা। পাশাপাশি ছিল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপরে তৈরি ভিডিও চিত্রের প্রদর্শনী।

অনিয়মের আখড়া সোনালী ব্যাংক লন্ডন

মূলধন যোগান দেয় সরকার, সেখানেও ঘটেছে তছরূপ। আর এনিয়ে ভাবনার কথা উঠে এলো প্রতিমন্ত্রীর কণ্ঠেও।

অনিয়মের জেরে যুক্তরাজ্যে ব্যাংকটিকে গুণতে হয়েছে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার জরিমানা। আর বহুমুখি জালিয়াতিতেই কেবল বছরেই ১০০ কোটি টাকা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সোনালী ব্যাংক। এসব বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করে যুক্তরাজ্য সোনালী ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সূত্র: চ্যানেল২৪

টিউলিপ সিদ্দিকের মন্তব্যে নিয়ে বৃটিশ মিডিয়ায় ঝড়

আমার জন্ম। আমি লেবার পার্টির এমপি। আপনি কি আমাকে বাংলাদেশী রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন? আপনি যা বলছেন তার ব্যাপারে খুবই সতর্ক হওয়া উচিত। চ্যানেল ফোর এর রিপোর্টে বলা হয়, টিউলিপ সিদ্দিক চ্যানেল ফোর এর প্রডিউসার ডেইজি আইলিফকে এপারেন্টলি হুমকী দেন। প্রডিউসার একজন গর্ভবর্তী মহিলা। অথচ টিউলিপ সিদ্দিক পার্লামেন্টের ওয়েম্যান এন্ড ইকুয়ালিটি সিলেক্ট কমিটির সদস্য। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরবর্তীতে টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য, টিউলিপের খালা শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচনে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসেন। এরপর থেকেই বিরোধী মতের মানুষের বিরুদ্ধে শুরু হয় গ্রেপ্তার, নির্যাতন গুম, খুন ও অপহরণের ঘটনা। ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের বলেছিলেন, রাজনীতিতে তাঁর খালা শেখ হাসিনা তাঁর আদর্শ। খালার আদর্শ ধারণ করে ব্রিটেনে রাজনীতি করা টিউলিপ মানবাধিকার নিয়ে প্রায়ই শোরগোল করলেও বাংলাদেশের গুম খুনের ব্যাপারে বরাবরই নীরব।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার হিসেব অনুযায়ী আওয়ামী লীগ শাসনামলে শত শত মানুষ গুম হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন হলেন ব্যারিস্টার আহমেদ বিন কাশেম। তিনি বিতর্কিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মীর কাশেম আলীর পুত্র। আহমদ বিন কাশেম ব্রিটেন থেকে আইন পড়ে বাংলাদেশে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে গুম হওয়ার পর এখনো তার কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ ব্যাপারে চ্যানেল ফোরের সাংবাদিক টিউলিপ সিদ্দিকের কাছে জানতে চান- যেহেতু তার খালা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সুতরাং ব্যারিস্টার আহমেদ বিন কাশেমের মুক্তির ব্যাপারে তার কিছু করণীয় আছে কি-না।

জবাবে তিনি রিপোর্টারকে বলেন, আপনি কার কথা বলছেন? তখন রিপোর্টার আহমদ বিন কাশেমের একটি ছবি দেখান। এবার টিউলিপ সিদ্দিক জানতে চান- এই ব্যক্তি কি তাঁর নির্বাচনী এলাকা হ্যামস্টেড এন্ড কিলবার্ণের বাসিন্দা? জবাবে রিপোর্টার বলেন, নাহ কাশেম যুক্তরাজ্য থেকে বার-এট-ল পাশ করে বাংলাদেশে প্রাকটিস করছিলেন। তাকে গুম করা হয়েছে। আপনার একটি ফোন-কল তাকে ফিরে আসতে সহযোগিতা করতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আহমদ বিন কাশেম টিউলিপ সিদ্দিকের নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা নন, তাই তিনি এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না বলে স্থান ত্যাগ করেন। এরপর চ্যানেল ফোর এর রিপোর্টে বলা হয়, আজ টিউলিপ সিদ্দিক বলছেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা না হওয়ায় আহমদ বিন কাশেমকে সাহায্য করতে পারবেন না। অথচ বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বিডিনিউজ২৪-এ ইতোপূর্বে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, তিনি মনে করেন একজন রাজনীতিক মানুষকে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে সহযোগিতা করতে পারে। বাংলাদেশ কিংবা বৃটেনে থাকতে হবে এমন কথা নয়।

চ্যানেল ফোর-এর রিপোর্ট প্রচারের পর পরই গার্ডিয়ান, টেলিগ্রাফসহ বৃটেনের মূলধারার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদটি ফলাও করে ছাপা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিপোর্টটি হাজার হাজার মানুষ শেয়ার করেন। বিষয়টি টক অব দ্যা কান্ট্রিতে পরিণত হয়।

মাইল এন্ডে জামানুর হত্যার দায়ে কিশোর দোষী সাব্যস্ত

প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ায় কিশোরের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

'ইনার লন্ডন ক্রাউন আদালত' জানিয়েছে এই হত্যাকান্ডের সূত্রপাত হয় ডিম ছুঁড়াকে কেন্দ্র করে। আদালত জানায়, এ ঘটনার সাথে জড়িত অপর আসামীদের মধ্যে মাইল এন্ডের বার্ডেট রোডে বসবাসকারী নাঈম চৌধুরী ১৮ ও বেথনাল গ্রীনের সাইপ্রাস রোডে বসবাসকারী সামিউর রহমান, নিহতের ভাইকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ে মারলে তা গিয়ে পড়ে তাদের ঘরের দরজার সামনে।

এ নিয়ে নাঈম চৌধুরী ও সামিউর রহমানের সাথে ঝগড়া হলে এ পর্যায়ে জামানুর ছুরিকাঘাত হন। সিসিটিভি ফুটেছে দেখা গেছে, ঝগড়া হবার পরে ওয়েজার স্ট্রিটে অভিযুক্ত তিন যুবক ভাড়া করা একটি গাড়ি নিয়ে জামানুরের ভাইকে খুঁজছিলো। এসময় তাদের হাতে ছিল ছুরি ও বেইজবল বেড। কিন্তু যখন সৈয়দ জামানুর, নাঈম চৌধুরীর সামনা-সামনি আসে, তখন তাকে বেইজবল বেড দিয়ে আঘাত করে ক্যানারি ওয়ার্ফে বসবাসকারী ইসমাইল মোহাম্মদ উদ্দিন (১৮), প্রায় একই সময় ১৬ বছর বয়সী কিশোর তার বা পায়ে ছুরিকাঘাত করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সেখানেই জামানুরের মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ নাঈম চৌধুরীর জ্যাকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির চাবি উদ্ধার করে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত ৪ অপরাধী পালিয়ে যায়। পরে তাদের আটক করে বিচারের সম্মুখিন করা হয়। এর মধ্যে ১৬ বছর বয়সী কিশোরের রায় প্রকাশ করা হয় শুক্রবার। বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর একই আদালতে তাদের কারাদণ্ড দেয়া হবে। তদন্ত কর্মকর্তা টনি লিন্স বলেন, সৈয়দ জামানুরকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল যিনি তার ভাইয়ের জন্য এই ঘটনার শিকার হন।

কাউন্সিল অব মস্কের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঐক্যবদ্ধভাবে অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার

লন্ডন, ২৭ নভেম্বর: কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটস-এর ২০১৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর শনিবার দুপুরে ইস্ট লন্ডন মসজিদের চতুর্থতলাস্থ সেমিনার হলে সংগঠনের চেয়ারপার্সন হাফিজ মাওলানা শামসুল হক-এর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি হীরা ইসলামের পরিচালনায় এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গ্লোভ টাউন মসজিদের সেক্রেটারি শাবিবর আহমদ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মুকিত।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহজ বাংলায় কুরআনের তরজমা গ্রন্থের রচয়িতা হাফিজ মাওলানা শফিকুর রহমান, হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশনের ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার খয়রুল শহীদ, আল-সানা প্রোপার্টি ইনভেস্টমেন্টস এর সাউথ এশিয়া এন্ড মিডল ইস্ট সেকশনের ইনভেস্টর রিলেশন ম্যানেজার শেখ রাজা ও রহিম ব্রাদার্সের স্বত্তাধিকারী জাহির আলী।

সভায় ২০১৬ সালের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরনীসহ সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ও ট্রেজারারের আর্থিক রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে হাফিজ মাওলানা শামসুল হক বলেন, প্রকট ফান্ডিং সংকটের মধ্যেও কাউন্সিল অব মস্কের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নিয়মিত কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। এটা সম্ভব হয়েছে কাউন্সিল অব মস্কের সদস্য ও কমিউনিটির মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে। তিনি বলেন, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি অভিন্ন থাকে তাহলে আমরা যাত্রাপথে সফল হতে পারবো। কাউন্সিল অব মস্কের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনেক কিছুই অর্জন করতে পেরেছি। আমাদের সাফল্যের পাল্লা অনেক ভারি। তিনি সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের স্পনসর হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা খয়রুল শহীদ বলেন, সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবত আর্ত-মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে চ্যারিটি সংস্থা হিউম্যান রিলিফ। স্থানীয় মসজিদগুলো বিভিন্ন ইস্যুতে ফান্ডরেইজিং কার্যক্রমে হিউম্যান রিলিফকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিশেষকরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মসজিদগুলোর ভুমিকা ছিলো অত্যন্ত আন্তরিক। এজন্য তিনি মসজিদগুলোর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাইরে থেকে মনে হয় কাউন্সিল অব মস্ক একটি ছোট সংগঠন। কিন্তু এই সংগঠনের কাজের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তিনি মসজিদ, চ্যারিটি সংগঠন ও কাউন্সিল অব মস্কের কাজে সমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলার আহবান জানান।

প্রশ্নত্তোরপর্বে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল অব মস্কের নির্বাহী সদস্য আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাবেক চেয়ারপার্সন আব্দুল আজিজ সর্দার ও বায়তুল আমান জামে মসজিদের জয়েন্ট সেক্রেটারি সৈয়দ জহুরুল হক।

সৈয়দ জহুরুল হক কাউন্সিল অব মস্কের অন্তর্ভুক্ত ৫২টি মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অভিন্ন সময়সূচি চালু করার আহবান জানান। বিশেষকরে প্রতি রামাদ্বানে ফজর ও ইফতারের জন্য একটি অভিন্ন সময়সূচি প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। কমিটির নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে টাওয়ার হ্যামলেটসের উলামা সমাজের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানান।

কাউন্সিল অব মস্কের জেনারেল সেক্রেটারি হীরা ইসলাম, সংগঠনের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সংগঠন পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মোনাজাতের মাধ্যমে সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে। মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা শফিকুর রহমান।

বিটকয়েনের মূল্য ১০ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেল : অতঃপর...

নোমান আহমদ:

জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি (ভার্চুয়াল মুদ্রা) বিটকয়েনের বিনিময় মূল্য সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে প্রতি বিটকয়েনের মূল্য ১০ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে বলেছে, গত ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার লুক্সেমবার্গভিত্তিক ভার্চুয়াল মুর্দ্রা বিনিময়ের প্লাটফর্ম বিট স্ট্যাম্পসহ সকল সূচকে বিটকয়েনের এ নতুন মূল্য পরিলক্ষিত হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এই দামবৃদ্ধির হার প্রায় ১২৫৮ শতাংশ। ধারণা করা হচ্ছে, লেনদেনের বিভিন্ন সুবিধার কারণে গত এক এক বছরে এই ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজার ৩১৬ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। হঠাৎ করে এই বৃদ্ধির কারণ খুঁজতে শুরু করেছেন নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

খবরে বলা হয়েছে, কিছু কিছু মার্কেটে বিটকয়েনের মূল্য ১০ হাজার ডলারকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেমন- জিম্বাবুয়েতে গত সোমবার বিটকয়েন লেনদেন হয়েছে প্রতিটি ১৭ হাজার আটশ ৭৫ ডলারে। আর দক্ষিণ কোরিয়াতে এটি লেনদেন হচ্ছিল ১১ হাজার ডলারের বেশি মূল্যে।

এর আগে গত সোমবার (২৭ নভেম্বর) বিটকয়েনের দাম বেড়ে ৯ হাজার ৭২১ ডলারে পৌঁছে, যা এক আউন্স স্বর্ণের সাত গুণ। বিটকয়েনের বাজার এখন আইবিএম, ম্যাকডোনালডস ও ডিজনিকে ছাড়িয়ে গেছে। মোট ১ কোটি ৬৭ লাখ বিটকয়েনের মূল্য এখন ১৬ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ডিসেম্বরে শিকাগো মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ (সিএমএ) বিটকয়েন ফিচার চালু করবে এ ঘোষণায় ডিজিটাল কারেন্সির মূল্য বৃদ্ধি পায়। তবে তারা এও জানিয়েছেন যে, ফটকা বুদ্বুদটি (স্পেকুলেটিভ বাবল) যেকোনো সময় ফেটে যেতে পারে। গত ৩১ অক্টোবর সিএমএর ঘোষণার পর বিটকয়েনের দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। গত বছর শেষ দিকে এর দর ছিল মাত্র ১ হাজার ডলারের কাছাকাছি।

উল্লেখ্য, বিটকয়েন হলো ওপেন সোর্স ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রোটকলের মাধ্যমে লেনদেন হওয়া সাংকেতিক মুদ্রা। বিটকয়েন লেনদেনের জন্য কোনো ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা নিকাশ ঘরের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে বিটকয়েন এনক্রিপশন ও ব্লকচেইন ডাটাবেস ব্যবহার করার কারণে তহবিল স্থানান্তর করা সম্ভব হয় অনেক কম সময়ের মধ্যে। ২০০৯ সালে সাতোশি নাকামোতো এই মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন করেন। পিয়ার-টু-পিয়ার লেনদেনের পরে বিটকয়েন মাইনার নামে একটি সার্ভারে সুরক্ষিত থাকে। একবার লেনদেন হবার পরে এর কেন্দ্রীয় সার্ভার ব্যবহারকারীর একাউন্ট হালনাগাদ করে দেয়। বিটকয়েনে বিনিয়োগ নিয়ে ওয়াল স্ট্রিটে অনেক বিভেদ থাকলেও দিনে দিনে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

যেহেতু বিটকয়েনের লেনদেন সম্পন্ন করতে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে না এবং এর লেনদেনের গতিবিধি কোনোভাবেই অনুসরণ করা যায় না। তাই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিটকয়েন ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বৈধ পণ্য লেনদেন ছাড়াও মাদক চোরাচালান এবং অর্থপাচার কাজেও বিটকয়েনের ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও বিটকয়েন ডিজিটাল কারেন্সি হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে এর দর মারাত্মক ওঠানামা, দুষপ্রাপ্যতা এবং ব্যবসায় এর সীমিত ব্যবহারের কারণে অনেকেই এর সমালোচনা করেন।

সম্প্রতি কানাডার ভ্যানক্যুভারে বিটকয়েন এর প্রথম এটিএম মেশিন চালু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এটি বিটকয়েনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। মাদক, চোরাচালান অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা ও অন্যান্য বেআইনি ব্যবহার ঠেকানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডীয় সরকার বিটকয়েনের গ্রাহকদের নিবন্ধনের আওতায় আনার চিন্তাভাবনা করছে।

লেখক: লন্ডন-ভিত্তিক আইটি সেবা প্রতিষ্ঠান 'সাইন সফট লিমিটেড' এর পরিচালক ।

৩৬৫৬ বাংলাদেশির সেকেন্ড হোম মালয়েশিয়ায়

এ পর্যন্ত ৩৪ হাজারের বেশি বিদেশি এ প্রকল্পে অংশ নেন।

যার মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন বাংলাদেশিরা। মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে বেশি বাড়ি কিনেছেন চীনের নাগরিকরা। এর পরের অবস্থানে জাপান। দ্বিতীয় আবাস বা সেকেন্ড হোম প্রকল্পে অংশ নেয়া বাংলাদেশিদের বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। অর্থ পাচার করে বাড়ি কিনেছেন এমন সন্দেহভাজনদের একটি তালিকা করে তাদের বিষয়ে তদন্ত করতে একটি কমিটি করেছে দুদক। তদন্তের আওতায় আসা ব্যক্তির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। তদন্তে অর্থ পাচারের বিষয় প্রমাণ হলে তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হবে।

মালয়েশিয়ার এম এম টু এইচ প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ১৬৩ জন বাংলাদেশি সেকেন্ড হোমে বাড়ি করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মালয়েশিয়ায় যাতায়াতকারী ১০ হাজার ৯০৪ জনের তালিকা সংগ্রহ করেছে। এ তালিকা যাচাই বাছাই করে সেকেন্ড হোম প্রকল্পে অর্থ পাচার করতে পারেন এমন সন্দেহভাজন ১ হাজার ৫০ জনকে চিহ্নিত করা হয়। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত আরো ১৩ জনের তালিকা সংগ্রহ করেছে দুদক। তালিকায় নাম আসাদের মধ্যে ৬৪৮ জনের বিরুদ্ধে ৫ হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রাথমিক প্রমাণও পাওয়া গেছে। আবার এদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাই করে ২০ জনের একটি তালিকা নিয়ে পুরোদমে মাঠে নেমেছে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থাটি। দুদক সূত্রে জানা গেছে, এই তালিকার মধ্যে সাবেক দুই এমপি, সাবেক এক বিচারক, সাবেক এক সচিব, বর্তমান সরকারের এক মন্ত্রীর ছেলে, বারভিডার সাবেক এক চেয়ারম্যান, চাঁদপুর জেলা বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের এক নেতা, বিএনপির সাবেক এক মন্ত্রী, সাবেক এক অর্থ মন্ত্রীর ছেলে, ফেনীর সরকারদলীয় এক এমপি, বিএনপির বাগেরহাটের সাবেক এক এমপি, বেসিক ব্যাংকের সাবেক সিনিয়র পদমর্যাদার এক কর্মকর্তার নাম রয়েছে। দুদক সূত্র জানায়, আবাসিক ভিসা নিয়ে বছরের পর ধরে মালয়েশিয়ায় আসা-যাওয়া করেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা যাচাই-বাছাই ও তথ্য সংগ্রহে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। দুদকের উপ-পরিচালক মো. জুলফিকার আলী, সহকারী পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন ও উপ-সহকারী পরিচালক সরদার মঞ্জুর আহমেদ এই কমিটিতে রয়েছেন। কমিটির সদস্যরা ইতিমধ্যে ১ হাজার ৫০ জনের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, পাসপোর্টের ধরন ও সাংকেতিক বর্ণমালার ব্যাখ্যাসহ তথ্য প্রদানের জন্য দুদক থেকে পাসপোর্ট অধিদপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম গড়ার নামে অর্থ পাচারের অভিযোগ উল্লেখ করে সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি পর্যালোচনা বিশেষভাবে প্রয়োজন উল্লেখ করা হয়। চিঠির সঙ্গে ১ হাজার ৫০ জনের নাম ও তাদের পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করে আলাদা একটি তালিকা পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া কিছু তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছেও একটি চিঠি দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র শুভংকর সাহা মিডিয়াকে বলেন, অনেকে মালয়েশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে সেখানে বাড়ি তৈরি করে। সে বিষয়ে তেমন কিছু করার নাই। তবে দেশের টাকা দিয়ে যদি কেউ দেশের বাইরে বাড়ি করে তবে সেটি মানি লন্ডারিংয়ের শামিল। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) তদারকি করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক মো. মাইদুল ইসলাম বলেন, মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোমে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। তবে কমিশনের একটি তদন্ত দল এসব বিষয়ে তদন্ত করছে। মামলা হওয়ার পর সেটা আমার কাছে আসবে। ২০০২ সালে মালয়েশিয়ায় মাই সেকেন্ড হোম (এমএম২এইচ) প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে এখন পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৫৯১ জন অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে শীর্ষ স্থানে চীনের ৯ হাজার ২৮৩ জন মালয়েশিয়ায় বাড়ি কিনেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জাপানের ৪ হাজার ৩০৩ জন এই সুবিধা নিয়েছেন। এছাড়া আয়ারল্যান্ডের ২ হাজার ৪৬৫, কোরিয়ার ১ হাজার ৪০৪, ইরানের ১ হাজার ৩৪১, সিঙ্গাপুরের ১ হাজার ৩২৫, তাইওয়ানের ১ হাজার ২৩৯, পাকিস্তানের ৯৮৩ ও ভারতের ৯১৫ জন এ প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন। এই কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে যেকোনো দেশের নাগরিক মালয়েশিয়ায় দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এতে বিনিয়োগকারীদের আয়ের উৎস গোপন রাখে দেশটি। পাঁচ লাখ রিঙ্গিত বা ১ কোটি ২২ লাখ টাকা জমা দেয়ার পাশাপাশি মাসিক ১০ হাজার রিঙ্গিত বা মাসে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা বৈদেশিক আয় দেখাতে পারলেই পাওয়া যায় মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোমে বসবাসের সুযোগ। মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম (এমএম২এইচ)-এর ওয়েব সাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশিরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শুরু করে। ওই বছর মাত্র ৩২ জন বাংলাদেশি এতে অংশ নেয়। ২০০৪ সালে ২০৪, ২০০৫ সালে ৮৫২, ২০০৬ সালে ৩৪১, ২০০৭ সালে ১৪৯, ২০০৮ সালে ৬৮, ২০০৯ সালে ৮৬, ২০১০ সালে ৭৪, ২০১১ সালে ২৭৬, ২০১২ সালে ৩৮৮, ২০১৩ সালে ২৮৫, ২০১৪ সালে ২৫০, ২০১৫ সালে ২০৫, ২০১৬ সালে ২৮৩ ও ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৬৩ জনসহ মোট ৩ হাজার ৬৫৬ বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় বাড়ি ক্রয় করেছেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা
সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বিটকয়েনের মূল্য ১০ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেল: অতঃপর...
পৃষ্ঠা ৩৯

Editor
Taysir Mahmud
Published By
Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN
Telephone
0203 540 0942 • 0203 540 0940 • Advert: 07940 782 876
Email
info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk